রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা-১২৪
মোবাইল - ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

৫৩ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড
নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা প্রি-প্রাইমারি মন্তেসরি টিচার্স ট্রেনিং-এর জন্য যোগাযোগ করুন
ভর্তি চলিতেছে
(ব্রতচারী কম্পিউটার সহ)
২১, কে বি বসু রোড, লরি স্ট্যান্ড
এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে, বারাসত,
কলকাতা-১২৪
ফোন : ৯৮৩৬১৮৪৭১২/৮৬২২৯৫৪৩৩২

কলকাতা ঃ ৫৩ বর্ষ, ৪৯ সংখ্যা, ১০ আশ্বিন – ১৬ আশ্বিন, ১৪২৬ ঃ ২৮ সেপ্টেম্বর – ৪ অক্টোবর, ২০১৯

Kolkata : 53 year : Vol No.: 53, Issue No. 49, 28 September - 4 October, 2019 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার: দেশের ঝিমিয়ে পড়া অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে কর্পোরেট

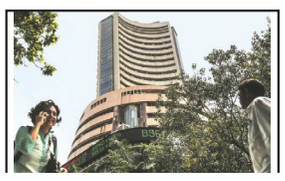

কর ছাড়ের দাওয়াই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের এই মর্মে ঘোষণার পর সবথেকে বাড়তে দেখা যায় ভারতীয় শেয়ার বাজারকে। অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, এর ফলে ভারতীয় শেয়ার সূচক শুধু নয়, দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোই প্রাণ ফিরে পাবে।

রবিবার: মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানায়

বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আগামী ২১ অক্টোবর। ২৪ অক্টোবর নির্বাচনের ফল ঘোষণা হবে। এই দুই রাজ্য ছাড়াও দেশের ১৭ টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরির বিভিন্ন কেন্দ্রে উপনির্বাচনও হবে এই একইদিনে।

সোমবার: দেশে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে প্রত্যাবর্তনের

পর এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাটি ধন্য ধন্য করল ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। মার্কিন শহর হিউস্টনে পাশে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিয়ে স্বকায়দায় মানুষকে মাতিয়ে তুলল মোদীর ভাষণ। প্রায় ৫০ হাজার মানুষ মুখিয়ে থাকলেন মোদীর ভাষণ শোনার জন্য।

মঙ্গলবার: দেশের সব নাগরিকের জন্য এক এবং অভিন্ন

পরিচয়পত্র আনার প্রস্তাব দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এই কার্ডের আওতার মধ্যেই আধার, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড, পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা সামিল হবে।

বুধবার: বিদ্যাসাগরের দ্বিশতবর্ষ উপলক্ষ্যে তাঁর জন্মভিটা বীরসিংহ

গ্রামে এসে সেখানে পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলার ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৃহস্পতিবার: উরি, পাঠানকোটের মতো বড়সড়

হামলার ষড়যন্ত্র করছে পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিরা। এর নেতৃত্বে রয়েছে পাক সন্ত্রাসি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদ। ভারতীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর শুধু বড় হামলা চালানোই নয়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালকে খুনেরও ছক কষেছে তারা।

শুক্রবার: নারদকাণ্ডে এবার প্রথম গ্রেফতারির পথে হাঁটল

সিবিআই। সাসপেন্ডেড আইপিএস সৈয়দ মির্জাকে নিজেদের কাস্টডিতে নিল তদন্তকারী সংস্থাটি।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

মন্দার মাঝে মা আসছেন দুর্ভোগ সঙ্গী করে

ভুলে ভরা পরিচয়পত্রই ভোগাচ্ছে রাজ্যবাসীকে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ছড়াকার সুকুমার রায় লিখেছিলেন 'ছায়ার সাথে যুদ্ধ করে গাত্রে হল ব্যথা।' পশ্চিমবঙ্গে নাগরিক পঞ্জির 'হয়রানি' সত্যি ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ নাকি বাস্তব আতঙ্ক তা রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলির আচরণে বোঝা দায়। বিজেপি নেতা নেত্রীরা একদিকে বলছেন অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিত করতে পশ্চিমবঙ্গে এনআরসি হবেই, আবার অন্য দিকে কাউকে আতঙ্কিত না হতে বলছেন। রাজ্যের শাসক তৃণমূল জোর দিয়ে ঘোষণা করছে কোনও চিন্তা নেই, পশ্চিমবঙ্গে নাগরিক পঞ্জী কোনওভাবেই হবে না। আবার মিছিল মিটিং করে এনআরসি-র বিরোধিতা করছে। সিপিএম নেতা বিরোধিতা করলেও ১৯৫১ ওয়েবসাইটে দেওয়ার দাবি জানিয়ে জেলাশাসক দফতর থেকে সার্টিফায়েড পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক আবহে রাজ্যবাসীর একাংশ যার মধ্যে মুসলিম তারা বিশ্বাস করবে তা বুঝে উঠতে মমতা ব্যানার্জীর অভয়বাণীতেও বরং অসমকে দেখে প্রমাদ গুনছেন

> ফলে সরকারি অর্থের অপচয় করে তৈরি হচ্ছে ভুলে ভরা ভুরি ভুরি পরিচয়পত্র যা নিয়ে প্রতিদিন হয়রানি হন রাজ্যবাসী।

এখন প্রশ্ন হল একাংশের মানুষ কেন? তবে কি যারা এনআরসি-র তাদের এ রাজ্যে দীর্ঘ বসবাসের তাহলে এ রাজ্যে তাদের সঠিক থেকে থাকে তাহলে তারা ভয় বিভিন্ন কার্ড তৈরির দায়িত্বপ্রাপ্ত খোঁজ খবর নিলে এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া কঠিন নয়। এনআরসি-র ধুয়ো তুলে ভোটার, রেশন বা আধার কার্ডের সংশোধনের লাইনে হয়রানির আসল কারণ লুকিয়ে রয়েছে সরকারি কাজের গাফিলতিতে। কার্ড বানানোর জন্য যেসব এজেন্সিকে লাগানো হচ্ছে তাদের কাজের উপর কোনও নজরদারি নেই আধিকারিকদের। ফলে সরকারি অর্থের অপচয় করে তৈরি হচ্ছে ভুলে ভরা ভুরি ভুরি পরিচয়পত্র যা নিয়ে প্রতিদিন হয়রানি হচ্ছেন রাজ্যবাসী।

আসলে বৈদেশিক সীমান্তবর্তী রাজ্য হওয়া সত্ত্বেও নাগরিকদের সুরক্ষা নিয়ে কোনওদিনই সিরিয়াস নয় পশ্চিমবঙ্গ। বাম আমলে অবাধ অনুপ্রবেশের পরিবেশ এতটুকুও বদলায়নি সরকার বদলের পরেও। বরং ভোটের স্বার্থে অনুপ্রবেশকারীদের এ রাজ্যে রাজনৈতিক আশ্রয়ের অভিযোগ উঠেছে বারবার। প্রায় প্রতিদিনই থানায় থানায় ধরা পড়ছে ভুয়ো পরিচয়পত্র। এমনকি জন্মের ও মৃত্যুর শংসাপত্র দেওয়ার ক্ষেত্রেও ঢিলেঢালা মনোভাব নিয়েই চলেছে এ রাজ্যের সরকার। এসবের কারণেই আজ হয়রানি হতে হচ্ছে রাজ্যবাসীকে। আর নিজেদের এই গাফিলতিকে ঢাকতে এনআরসি-র আড়ালে মুখ লুকোতে চাইছেন রাজনৈতিক নেতারা।

বাজার ঘুরে দাঁড়াতে পারে আগামী সপ্তাহে

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাম্প্রতিক কালে দেশজুড়ে এমন মন্দার মাঝে উমার আগমন ঘটেছে বলে মনে হয় না। গত বৃহস্পতিবারও অবশ্য সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ঘুরে দাঁড়াবার আশ্বাস দিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। তাও কর্পোরেট ও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে নানা ছাড় ঘোষণার হাত ধরে। নির্মলাও তাকিয়ে রয়েছেন আসছে উৎসবের মরশুমের দিকে। ভাবছেন এবার হয়ত হাত খুলে লগ্নি মানুষ। অর্থমন্ত্রীর আশা হবে কিনা তা বলবে

> ছোট, বড়, মাঝারি সব ব্যবসাদারেরাই একমত কেউই এই মন্দার বাজারে লগ্নি করতে আগ্রহী নয়।

অর্থমন্ত্রী যতই না কেন এখনও পর্যন্ত নি বাংলার পুজোর ও তার আশপাশে হাট বসে সেখানেও আনাগোনা কম। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের তাহলে উচ্চবিত্ত ও স্থান নিউমার্কেট, হাতিবাগান, শহরের ঝাঁ চকচকে এবার তুলনামূলক ভাবে ব্যবসার পরিমাণ পড়তির দিকে। এশিয়া জুড়ে রেডিমেড ব্যবসার পথিকৃত গার্ডেনরিচ-মেটিয়াবুরুজের ব্যবসাও এবার আশানুরূপ নয়। মফঃস্বল শহরগুলির বাজারের কেনাবেচাতেও এখনও তেমন রক্তসঞ্চালন লক্ষ্য করা যায় নি। ছোট, বড়, মাঝারি সব ব্যবসাদারেরাই একমত কেউই এই মন্দার বাজারে লগ্নি করতে আগ্রহী নয়। তার উপর জিএসটির কোপে পড়েছেন অসংখ্য ছোটখাটো ব্যবসাদার। আধুনিক হয়ে ওঠার অভ্যাস নেই তাদের। তাদের হাত ধরে টেনে তোলবার কেউ নেই। তারা এতদিনের খাতা-পত্তর-হিসাবহীন ব্যবসা বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছেন। এত অন্ধকারের মধ্যেও সকলের আশা আগামী সপ্তাহের বাজার। সবে বোনাস পর্ব শুরু হয়েছে সরকারি-বেসরকারি ক্ষেত্রে। এবার হয়ত বাজারে আসতে পারে লগ্নির ঢল। আশায় বুক বাঁধছেন খুচরো ব্যবসাদাররা। তবে কম সময়ে বেশি অর্থ সঞ্চালন সামলাতে না পারলে বদহজম হওয়ার আশঙ্কাও থাকছে।

অকাল বর্ষণে অকাল বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাবড়া-হাওড়ার পর এক লাইনে এবার দাঁড়িয়ে পড়েছে কলকাতাও। সৌজন্যে ডেঙ্গুর আক্রমণ। বর্ষার মরশুমে বৃষ্টির পরিমান এবার বেশ কিছুটা কম হওয়ায় কলকাতায় ডেঙ্গির প্রবণতা তুলনামূলভাবে কম ছিল। আক্রমণ মূলত আটকে ছিল উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়া-অশোকনগর ও হাওড়া পুর এলাকায়। উল্লেখ্য এই দুটি শহরেই মেয়াদ ফুরানো পুরবোর্ডের দখল নিয়েছে সরকারি প্রশাসক। পুর পরিষেবার ঘাটতি নিয়ে অভিযোগের অন্ত নেই। সেই জায়গায় কলকাতা পুরসভা ছিল অনেকটা এগিয়ে। স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পারিষদ অতীন বাবুর তৎপরতায় বার বার ডেঙ্গু অভিযান হয়েছে সঙ্গে ছিল বোরোগুলিতে। প্রচার। ফলে দানা জনসচেতনতার ডেঙ্গু আতঙ্ক। বাঁধতে পারে নি সেই বাঁধও ভেঙে কিন্তু পুজোর মুখে থেকে ট্যাংরা-পড়ল। যাদবপুর কলকাতার বিস্তীর্ণ অঞ্চল শুরু হয়েছে ডেঙ্গুর ছোবল।

> যন্ত্রপাতি বসলেও প্রশিক্ষিত দক্ষ মন্ত্রীর অভাব রয়েছে। তাদের কাছে গেলে উচ্চমানের পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে না।

অকাল বোধনের আগে শেষ আশ্বিনের অকাল বর্ষা পরিস্থিতি আরও ঘোরালো করে তুলেছে। মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। আক্রান্তের পরিসংখ্যানটাও পরিষ্কার নয়। পুর আধিকারিকদের অভিযোগ আধুনিক যন্ত্রপাতি থাকা সত্ত্বেও জ্বর হলে পুর স্বাস্থ্য কেন্দ্র এড়িয়ে যাচ্ছেন কলকাতাবাসী। নিদেনপক্ষে খবরটাও দিচ্ছেন না পুরকর্তৃপক্ষকে। ফলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারছে না পুরসভা। এদিকে কলকাতাবাসীর অভিযোগ পুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আধুনিক যন্ত্রপাতি বসলেও প্রশিক্ষিত দক্ষ মন্ত্রীর অভাব রয়েছে। তাদের কাছে গেলে উচ্চমানের পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে না। সঙ্গে রয়েছে জনসচেতনতার অভাব।

ডেঙ্গু আতঙ্ক সঙ্গী করেই শারদ উৎসবে মাততে চলেছে রাজ্যবাসী। এরপর পুজোয় যদি চোখ রাঙায় বর্ষা তাহলে আর রক্ষে নেই। আবহাওয়ার পূর্বাভাসে সারা বছর ধরে জমিয়ে রাখা উদ্দাম অবসর মাঠে মারা যেতে পারে এবার।

হাসপাতালে নিয়োগ নিয়ে সমস্যা

কিংশুক দত্ত, কোচবিহার: স্থায়ী পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে চরম অবমাননার শিকার হচ্ছেন কোচবিহার সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে দীর্ঘদিন যাবৎ অস্থায়ীভাবে কর্মরত সাফাই কর্মীরা। তাদেরকে কার্যত অন্ধকারে রেখেই স্থায়ী সাফাই কর্মী পদে নিয়োগের পরীক্ষার দিন ধার্য হয় সোমবার। এই খবর পাওয়া মাত্রই এদিন সকাল থেকে উত্তাল হয়ে উঠল কোচবিহার সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি রাজীব প্রসাদ এর কার্যালয় চত্বর। হাসপাতালে দীর্ঘদিন ধরে অস্থায়ীভাবে কর্মরত অস্থায়ী কর্মীদের মধ্য থেকে স্থায়ী পদে নিয়োগের দাবি জানিয়ে এদিন বিক্ষোভে শামিল হলেন হাসপাতাল অস্থায়ীভাবে কর্মরত সাফাই কর্মীদের পাশাপাশি কোচবিহার শহরের দলিত অংশের মানুষেরা।

এদিন আন্দোলনকারীরা জানান সম্প্রতি এই মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থায়ী সাফাই কর্মী পদে ৮জনকে নিয়োগ করা হবে বলে জানতে পেরে হাসপাতালে অস্থায়ী সাফাই কর্মীরা স্থায়ী পদে নিয়োগের জন্য আবেদন করেন। কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে তারা দেখেন যে এই নিয়োগের পরীক্ষার চাকরিপ্রার্থী হিসেবে যে ৫৪জনের নাম রয়েছে তারা সকলেই এই জেলার বাইরের লোক। এরপর পাঁচের পাতায়

শিকেয় একশো দিনের কাজ

কল্যাণ রায়চৌধুরী, উত্তর চব্বিশ পরগনা : গ্রামাঞ্চলে একশো দিনের কাজ নিয়ে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার যে কড়াকড়ি শুরু করেছে, তাতে এই প্রকল্পের কাজ একপ্রকার বন্ধের মুখে। এমনটাই মনে করছে রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতরগুলির বিভিন্ন কর্তাব্যক্তিরা। তাদের বক্তব্য, এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা এখন আর একশো দিনের কাজ করতে আগ্রহী নন। কারণ, ১৯১ টাকা দৈনিক মজুরিতে আগে যে পরিমান সিএফটি মাটি কাটা হতো, বর্তমানে বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকার এই একই টাকা দৈনিক মজুরিতে প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ সিএফটি মাটি কাটার নির্দেশ জারি করেছে। যা একদিনে কোনও শ্রমিকের পক্ষেই সম্ভব নয়। নির্দেশে আরও বলা হয়েছে, কোনও সরকারি বা সরকার অধিগৃহীত জায়গা ছাড়া কোনও বেসরকারি বা ব্যক্তিগত মালিকানার জমি বা জলাশয়ের মাটি খনন বা সংস্কার এই একশো দিনের কাজের মাধ্যমে করা যাবে না। আর প্রতিদিনের কাজের ছবিও দিল্লিতে পাঠাতে হবে। কেন্দ্রীয় এই নির্দেশের ফলে দিন পিছু অর্ধেকের কম টাকা পাচ্ছেন কর্মীরা। এর ফলে কর্মীরা আর একশো দিনের কাজ করতে রাজি হচ্ছেন না। এ কারণে এই প্রকল্পের কাজ বলতে গেলে শিকেয় উঠতে চলেছে বলে তাদের মন্তব্য। এহেন সমস্যার কথা বিভিন্ন জেলা থেকে রাজ্য পঞ্চায়েত দফতরে জানানোও হয়েছে। এরপর পাঁচের পাতায়

দক্ষিণে বেহাল রাস্তা

কুনাল মালিক, দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কদিন বাদেই পুজো। উৎসবে সামিল হবে জেলার মানুষজন। কিন্তু জেলার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার বেহাল অবস্থায় মানুষকে নাজেহাল হতে হবে। আবার শরতের এই অকাল বর্ষণে ভাঙা-চোরা-গর্তে ভরা রাস্তায় জল জমে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে।

আলিপুর সাব ডিভিশনের অন্তর্গত সামালি থেকে ঠাকুরপুকুর পর্যন্ত ৭৫ নম্বর বাস রোডের অবস্থা বেশ খারাপ। যদিও চোখে পড়ল জোর কদমে প্যাচ ওয়ার্কের কাজ চলছে, কিন্তু বড় বড় গর্তে যেভাবে জল জমে আছে, তাতে কতদূর রাস্তা সংস্কার সম্ভব হবে, সন্দেহ থেকে যায়। বিড়লাপুর বাস স্ট্যান্ড থেকে কালীপুর পর্যন্ত রাস্তার হালও খুব খারাপ। এই পথে অটো চলাচল করে প্রচুর। কিন্তু এই রাস্তা বিড়লা কোম্পানির অধীনে থাকায়, প্রশাসন এখানে নির্বিকার। বজবজ স্টেশন রোডের মধ্যে বিশাল বিশাল গর্ত তৈরি হয়েছে। নিত্যযাত্রী মানুষরা এর দ্রুত সংস্কার দাবি করেছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

চিকিৎসকদের নিরাপত্তা অধরাই

নিজস্ব প্রতিনিধি , শিলিগুড়ি: মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর চারমাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও এখনও উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ডাক্তারদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা তথৈবচ।আর তা নিয়ে সরব হতেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে হাজির হলেন শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার ত্রিপুরারি অর্থব সহ পুলিশের আধিকারিকরা। শনিবার কমিশনার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে বৈঠকের পর উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বর পরিদর্শনের পাশাপাশি খতিয়ে দেখেন নিরাপত্তা ব্যবস্থাও।

ডিসিপি ওয়েস্ট অতুল বিশ্বনাথন জানান, রাজ্যে সরকারি হাসপাতাল গুলিতে নিরাপত্তা বাড়ানোর যে নির্দেশিকা রাজ্য সরকার থেকে দেওয়া হয়েছে তাতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ২৫ জন সিকিউরিটি পার্সোনাল দেওয়া হবে অন কন্ট্রাকচুয়াল বেসিসে। তাছাড়া এখানে আরো কিছু সিসিটিভি ক্যামেরা হোস্টেল গুলোতে প্রয়োজন আছে তা নিয়েও আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে।এবং আমরা মেডিকেল কলেজে পুলিশ ফাঁড়ির থেকে বেশ কিছু সাইকেল পেট্রোলিং চালু করে নজরদারি বাড়ানো হবে।অন্যদিকে জুনিয়র ডাক্তারদের দাবি এরকম মিটিং পরিদর্শন বহুবার হয়েছে। জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনের সময় মুখ্যমন্ত্রী নিরাপত্তা বাড়ানোর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা আজও পালন হয়নি। আমরা বারবার বলেছিলাম হাসপাতালের নিজস্ব সিকিউরিটি গার্ডকে কেউ ভয় না পায়।তাই আমরা বলেছিলাম অন্তত দশজন পুলিশি নিরাপত্তা কর্মী দেওয়া হোক। কিন্তু আজও তা দেওয়া হয়নি।

প্রকাশিত হল

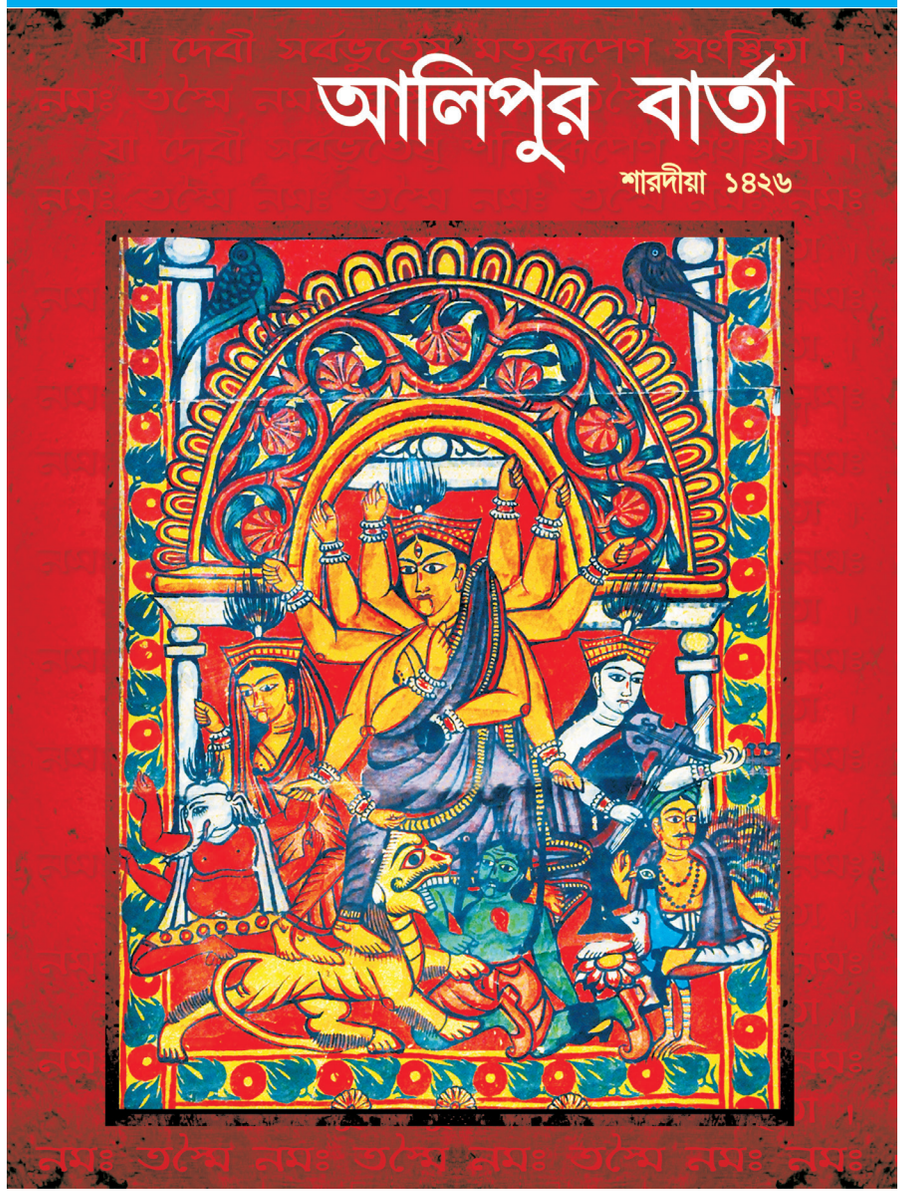

সস্তা সাজের ধাক্কাতেও অদম্য বনকাপাসির জাত শোলাশিল্পী

দেবাশিস রায়, কাটোয়া: বাঙালির শ্রেষ্ঠ শারদীয় উৎসবের বাজারে সস্তা সাজসজ্জার মোক্ষম ধাক্কাতেও দমতে নারাজ বনকাপাসির জাত শোলাশিল্পী। বর্তমানে প্রতিমা সহ মণ্ডপের জন্য রাংতায় মোড়া চটকদার রঙিন সাজসজ্জার দামের প্রতিযোগিতায় নিঃসন্দেহে শোলাশিল্পের নাভিশ্বাস উঠলেও বনকাপাসির ভারত বিখ্যাত শিল্পী আশিস মালাকার হার মানতে নারাজ। এবারে দুর্গাপুজোর বাজারে আর পাঁচজনের মতো তাঁর রোজগার আহামরি না হলেও তিনি বাংলার শোলাশিল্পের ঐতিহ্যকে বহন করে নিয়ে যেতেই

বদ্ধপরিকর। যে কারণে আশিস মালাকার এবারেও চড়ামূল্যের শোলা দিয়ে নজরকাড়া বিকল্প সাজসজ্জা তৈরিতে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন। যেগুলিতে সেজে উঠবে সামান্য কয়েকটি দুর্গা প্রতিমা, মণ্ডপ সহ শো-রুম।

বেশ কয়েকবছর ধরে প্রতিমা ও মণ্ডপে শোলার বিকল্প সাজসজ্জা ব্যবহার করা হচ্ছে।রাংতা, রঙিন জড়ি, কাগজ, সাটিন, সুতো, প্লাস্টিক ফুল, পাতা, কলকা সহ হরেক উপকরণে তৈরি এই বিকল্প সাজসজ্জায় বাজার ছেয়ে গেছে। এই রঙিন সাজসজ্জা একদিকে যেমন চটকদার পাশাপাশি তুলনায় অনেকটাই সস্তা। বর্তমানে এই সাজসজ্জা তৈরিতেই মশগুল পূর্ব বর্ধমানের বনকাপাসির শতাধিক পরিবার। যেখানে এখন বাংলার বিখ্যাত শোলাশিল্পের ঐতিহ্যকে বজায় রাখার তাগিদটা কার্যত অস্তমিত। তবে, এসবের মধ্যেই ঐতিহ্যের ধারাকে বয়ে নিয়ে যান কয়েকজন। যাঁদের জন্য বিশ্বের দরবারে ভারতের নাম জ্বল জ্বল করে। এমনই একজন আশিস মালাকার। এরপর পাঁচের পাতায়

ঘাটতি মুছে ফের ঘুরে দাঁড়াল ভারতীয় শেয়ার বাজার

পার্থসারথি গুহ

এজন্যই মনে হয় শেয়ার বাজারকে ম্যাজিক বা ভেল্কি মনে করা হয়। বিগত ২–৩ মাস ধরে একটানা পড়তে থাকা বাজার মাত্র ২–৩ দিনে সেই ঘাটতির ৭৫ শতাংশ মিটিয়ে বিশাল কয়েকটি লাফে। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্পোরেট ট্যাক্স ছাড়ের ঘোষণার পর থেকেই অর্থবাজার আন্দোলিত হয়ে উঠল। ছুঁতে চাইল তার হারানো উচ্চতাকে। ফলে লগ্নিকারীদের মধ্যে যেমন আত্মবিশ্বাস ফিরে এল, তেমনই বোঝা গেল ভারতের অর্থনীতি এখনও যথেষ্ট মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

নতুন একটা সপ্তাহ মানে আগের সব নেতিবাচক দিক ঝেড়ে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। এমনিতেই দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া অবস্থা অর্থবাজারের। তার ওপর দেশের নানা সমস্যাকে ছাপিয়ে বিদেশ থেকে একের পর এক খারাপ খবর আসতে থাকা।

অর্থনীতি

বলাবাহুল্য, এই খারাপ খবরের আঁতুরঘর এই মুহূর্তে সেই মার্কিন–চিন শুল্ক যুদ্ধ। যা রীতিমতো চাপে ফেলে দিয়েছে তামাম বিশ্বের অর্থবাজারকে। এখন যেটা দেখার সেটা হল এই সমস্যা দীর্ঘস্থায়ী হয় কি না। কারণ, যে সব সমস্যা দানা বেঁধেছে তা সহজে দূর হওয়ার নয়।

বিদেশের এই প্রবল সমস্যার পাশাপাশি প্রতিনিয়ত ভারত সরকারের ল্যাজেগোবরে হতে থাকা আরও চাপ বাড়াচ্ছিল শেয়ার বাজারের। ভারতীয় দুই প্রধান সূচক নিফটিও মাত্র ২ মাসের মধ্যে ১১,৭৫০ এর ঘর থেকে পড়তে পড়তে প্রায় ১৫ শতাংশ কারেকশন সেরে বসে আছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে এই বিপুল পরিমাণ পতন লগ্নিকারীদের পুঁজিও টেনে নামিয়েছে অনেকটাই। ৩৯ হাজারের ঘরে চলে যাওয়া সেনসেক্সও চলে এসেছে ৩৪ হাজারের গর্ভগৃহে। কোন জাদুবলে বেয়ার হানা আটকানো যাবে? এই জায়গা থেকেই এমনভাবে কামব্যাক করল ভারতীয় সূচক জোর যেন বিরাট কোহলির ধুন্ধুমার ব্যাটিং।

কবে যে সূচকের চিচিং ফাঁক মন্ত্রটা আউড়ে এখনকার এই দুর্বিষহ অবস্থা কাটাবে সেটা নিয়েই এখন জল্পনা চলছে অর্থবাজারে।

কারণ, এখন যে জায়গায় বাজার চলে গিয়েছে তার থেকে মোড় ঘোরাতে হলে আকাশকুসুম কিছু কাহিনিকেই বাস্তব হয়ে উঠতে হবে। চট করে না হলে অপেক্ষা করতে হবে দীর্ঘক্ষণ। সেই রূপকথারই আবির্ভাগ ঘটল এবার।

তবে এই খারাপ বাজারেও মাত্র কদিন আগের একটা স্মৃতি তাড়া করে বেড়াচ্ছে লগ্নিকারীদের। সেটা হল ভারতীয় অর্থবাজারের সর্বোচ্চ অবস্থানে থাকার কথা। কয়েকটা ট্রেডিং সেশন আগেই তো এই ব্যাপারটা ঘটে গিয়েছে। এত দ্রুত যে সেই অট্টালিকা সমান বাজার এভাবে ভূপতিত হবে এটা তো কোনওভাবেই মানা যায় না। তাও বিষণ্ণ মনে বাস্তবের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে এগোতে হচ্ছে বিনিয়োগকারীদের। জ্বালা–যন্ত্রণার উপশম তো সহজে হওয়ার নয়। তাও বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে অভ্যস্ত হওয়ার নেট প্র্যাকটিসও চলছে সমানতালে।

গত সপ্তাহে যেভাবে ভারতীয় বাজার তেড়ে ফুঁড়ে বাড়ার চেষ্টা করেছিল তাতে মনে হয়েছিল না, এবার বুঝি একটা সাপোর্ট খুঁজে পেতে পাওয়া গেল। কিন্তু মার্কিন মুলুকে আতঙ্কের জেরে রাতারাতি পালটে গেল প্রেক্ষাপট। আমেরিকার দুই প্রধান সূচক ডাও জোন্স আর ন্যাসডাক এতটাই পতনের মুখে পড়ল যে তার থেকে বাদ গেল না ভারতের নিফটি–সেনসেক্স। সকালেই প্রায় বিশাল গ্যাপ ডাউনে খুলল নিফটি। একটা সময় ১৫০ পয়েন্টের মতো পতন সংগঠিত হল নিফটির ক্ষেত্রে। সেনসেক্স তখন খুইয়ে বসেছে ৪৫০ পয়েন্টের মতো।

আড়ালে আবডালে ঘাপটি মেরে থাকা বেয়াররা যখন তখন ঝাঁপিয়ে পড়ে পাকা ঘুঁটি কঁচিয়ে দিতে পারে এমন সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। তাও এই যে লড়াইটা এখন দানা বাঁধতে চাইছে, তা হেলাফেলা করবার মতো নয় মোটেই। বিশেষ করে ১০,০০০–র জায়গাটাকে নিফটি গত কয়েকমাসেবেশ কয়েকবার পরীক্ষা নিয়েছে। সেজন্যই এখন ভারতের অর্থবাজারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাস হল নভেম্বর মাস। বলাবাহুল্য, এর সঙ্গে জুড়তে হবে ডিসেম্বরকেও। তারপর সেপ্টেম্বর ফের ইঙ্গিত দিচ্ছে সূচকের প্রত্যাবর্তনের।

কেন্দ্রীয় সরকারে কয়েকশো ইঞ্জিনিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি : কয়েকশো ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ করা হবে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সার্ভিস ও সংস্থার বিভিন্ন পদে। সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল সহ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিভিন্ন শাখা থেকে নিয়োগ হবে। প্রার্থী বাছাই করবে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন, 'ইঞ্জিনয়ারিং সার্ভিসেস এক্সামিনেশন, ২০২০' পরীক্ষার মাধ্যমে। তফসিলি এবং ও বি সি দের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে। দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্যও নিয়মানুসারে শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে। কলকাতায় পরীক্ষাকেন্দ্র আছে।

কাজের খবর

এই নিয়োগের বিশদ বিজ্ঞপ্তি এখনও প্রকাশিত হয়নি। আগ্রহী প্রার্থীদের অবগতির জন্য আগাম এই নিয়োগের খবর জানানো হল

শিক্ষাগত যোগ্যতা : সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় ডিগ্রি বা সমতুল যোগ্যতা। বয়স : নির্দিষ্ট তারিখে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ও বি সিরা ৩ এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই হবে দু'পর্যায়ের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ৫ জানুয়ারি।

লিখিত পরীক্ষা হবে দু'টি পর্যায়ে। স্টেজ ওয়ানের পেপার–ওয়ানে থাকবে জেনারেল স্টাডিজ ও ইঞ্জিনিয়ারিয়ারিং অ্যাপ্টিটিউড এবং পেপার–টুয়ে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সংশ্লিষ্ট ডিসিপ্লিন–সংক্রান্ত প্রশ্ন। অবজেক্টিভ টাইপ প্রশ্ন হবে। স্টেজ টুয়ে (মেইন পরীক্ষা) সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার বিষয়ে কনভেনশনাল প্রশ্ন হবে দুটি পত্রে। তৃতীয় পর্যায়ে থাকবে পার্সোন্যালিটি টেস্ট। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত।তথ্যের জন্য দেখতে পারেন এই ওয়েবসাইট : www.upsc. gov. in এই নিয়োগের বিশদ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হলে খুঁটিনাটি তথ্য–সহ সে খবর জানানো হবে।

কেন্দ্রীয় সরকারে কয়েকশো স্টেনোগ্রাফার নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কয়েকশো স্টেনোগ্রাফার (গ্রেড 'সি' ও 'ডি') নেওয়া হবে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক, বিভাগ ও কার্যালয়ে। যে কোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণরা আবেদন করতে পারেন। স্টেনোগ্রাফির দক্ষতা থাকতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে পরীক্ষাকেন্দ্র আছে।

নির্বাচিতরা কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক এবং বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও কার্যালয়ে নিয়োগ পাবেন।

স্টেনোগ্রাফার গ্রেড 'সি' অ্যাণ্ড 'ডি' এক্সামিনেশন ২০১৯–এর মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করবে স্টাফ সিলেকশন কমিশন। লিখিত পরীক্ষার পাশাপাশি স্কিল টেস্টও নেওয়া হয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। ইংরেজি বা হিন্দিতে গ্রেড 'সি'–র প্রার্থীদের ক্ষেত্রে মিনিটে ১০০টি এবং গ্রেড 'ডি'–র প্রার্থীদের ক্ষেত্রে মিনিটে ৮০টি শব্দ শর্টহ্যান্ডে লেখার দক্ষতা থাকতে হবে।

স্টেনোগ্রাফির দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য স্কিল টেস্ট নেওয়া হবে। এক্ষেত্রে ১০ মিনিটের ডিক্টেশন গ্রেড 'সি'–র প্রার্থীদের মিনিটে ১০০টি শব্দ এবং গ্রেড 'ডি'–র প্রার্থীদের মিনিটে ৮০টি শব্দের গতিতে শর্টহ্যান্ডে লিখতে হবে ইংরেজি অথবা হিন্দিতে। শর্টহ্যান্ডে নেওয়া ডিক্টেশন গ্রেড 'সি'–র প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ইংরেজিতে ৪০ মিনিটে (হিন্দিতে ৫৫ মিনিটে) এবং গ্রেড 'ডি'–র প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ইংরেজিতে ৫০ মিনিটে (হিন্দিতে ৬৫ মিনিটে) কম্পিউটারে টাইপ করতে হবে।

দরখাস্তের নির্দিষ্ট কলামে কোন মাধ্যমে (ইংরেজি অথবা হিন্দি) স্কিল টেস্ট দেবেন তা উল্লেখ করবেন।

বয়স : ১–১–২০২০ তারিখে গ্রেড 'সি'–র প্রার্থীদের ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। বয়সে তফসিলিরা ৫, ও বি সিরা ৩ এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন। বিধবা, বিবাহবিচ্ছিন্না ও আইনত স্বামী বিচ্ছিন্নারা পুনরায় বিবাহ না করে থাকলে এবং ৩৫ বছরের মধ্যে বয়স থাকলে আবেদন করতে পারেন।

প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা হবে ৫ মে থেকে ৭ মে পর্যন্ত। কবে কার পরীক্ষা তা জানানো হবে অ্যাডমিট কার্ডে। ২ ঘন্টার পরীক্ষায় (দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ৪০ মিনিট) থাকবে ৫০ নম্বরের জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং, ৫০ নম্বরের জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ও ১০০ নম্বরের ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড কম্প্রিহেনশন। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। অবজেক্টিভ টাইপ মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে। লিখিত পরীক্ষায় নেগেটিভ মার্কিং হবে। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য অতিরিক্ত ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে। লিখিত পরীক্ষায় সফল হলে স্কিল টেস্টের জন্য ডাক পাওয়া যাবে।

পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্র (ব্র্যাকেটে স্টোর কোড) : কলকাতা (৪৪১০) ও শিলিগুড়ি (৪৪১৫)।

অনলাইন আবেদন করা যাবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : https//ssc.nic.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি ও মোবাইল নম্বর থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ১৮ অক্টোবর পর্যন্ত। দুটি পার্টে দরখাস্ত করতে হবে– রেজিস্ট্রেশন পার্ট ও অ্যাপ্লিকেশন পার্ট। প্রার্থীদের আগে রেজিস্ট্রেশন করা থাকলে নতুন করে আর রেজিস্ট্রেশন করতে হবে না। নতুন রেজিস্ট্রেশন করার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে।

মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্ত পূরণের সময়, প্রার্থীর স্ক্যান করা ফটো (২০–৫০ কেবি–র মধ্যে) ও সই (১০–২০ কেবি–র মধ্যে) আপলোড করতে হবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ১০০ টাকা। মহিলা, তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফি লাগবে না। অফলাইন বা অফলাইন, উভয় মাধ্যমেই ফি জমা দেওয়া যাবে। অফলাইনে চালানের মাধ্যমে ফি জমাদিতে হবে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার যে কোনও শাখায়। চালানের প্রিন্ট আউট উপরোক্ত ওয়েবসাইটে থেকে দেওয়ার শেষ তারিখ ২২ অক্টোবর।

এছাড়া অনলাইনে ভিসা, মাস্টার কার্ড, মায়েস্ত্রো বা রুপে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড, ভীম ইউ পি আই, নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমেও ফি জমা দেওয়া যাবে। অনলাইনে ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২০ অক্টোবর। অনলাইন দরখাস্ত যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিট করার পর দরখাস্তের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে প্রয়োজন হবে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

হকিন্সে সেলস ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি

নিজস্ব প্রতিনিধি : কিছু সেলস ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি নেবে হকিন্স কুকারস লিমিটেড। নির্বাচিত প্রার্থীদের প্রথমে ট্রেনিং দেওয়া হবে। ট্রেনিং চলাকালীন নির্দিষ্ট হারে স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে।

ফ্রেশার গ্র্যাজুয়েট প্রার্থীরা আবেদন করবেন। বয়স হতে হবে ২১ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে। স্টাইপেন্ড : প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রতি মাসে ৭৫,০০০ টাকা। সফলভাবে ট্রেনিং শেষে সংশ্লিষ্ট সংস্থাতে চাকরির সুযোগ রয়েছে। তখন বেতন : প্রতি মাসে ১,১৮,০০০ টাকা। প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা,গ্রুপ ডিসকাশন এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হবে দেশের বিভিন্ন শহরে। প্রার্থীর সম্পূর্ণ জীবনপঞ্জি এবং ইংরেজিতে একটি সাদা কাগজে সংশ্লিষ্ট কাজের প্রতি আগ্রহের কারণ নিজের হাতে লিখে (সর্বাধিক ২০০ শব্দের মধ্যে) আবেদন করতে হবে। আবেদন পাঠাতে হবে এই ঠিকানায় : S V P Personnel, Hawkins Cookers Ltd. Maker Tower F 101, Cuffe Parade, Mumbai 400 005.

আগ্রহীরা আবেদন করুন এখনই।

কেন্দ্রীয় সরকারে জিওলজিস্ট, জিওফিজিসিস্ট, কেমিস্ট এবং জুনিয়র হাইড্রোজিওলজিস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : কিছু জিওলজিস্ট, জিওফিজিসিস্ট, কেমিস্ট এবং জুনিয়র হাইড্রোজিওলজিস্ট (সায়েন্টিস্ট বি) নিয়োগ করবে কেন্দ্রীয় সরকারের খনি মন্ত্রকের অধীনস্থ জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া এবং জলসম্পদ মন্ত্রকের অধীনস্থ সেন্ট্রাল গ্রাউন্ড ওয়াটার বোর্ড। প্রার্থী বাছাই করবে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন, 'কম্বাইন্ড জিও সায়েন্টিস্ট এক্সামিনেশন, ২০২০'–এর মাধ্যমে।

এই নিয়োগের বিশদ বিজ্ঞপ্তি এখনও প্রকাশিত হয়নি। আগ্রহী প্রার্থীদের অবগতির জন্য আগাম এই নিয়োগের খবর জানানো হল।

প্রার্থী বাছাই করা হবে দু'পর্যায়ের লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। এই বছরের প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষা ১৯ জানুয়ারি এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা ২০২০–র ২৭ ও ২৮ জুন। অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। www.upsconline.nic.in অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত।

স্টেট ব্যাঙ্কে ৭০০ অ্যাপ্রেন্টিস নেওয়া হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৭০০ জন তরুণ–তরুণীকে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং দেবে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া। অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং দেবে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া। অ্যাপ্রেন্টিসেস অ্যাক্ট, ১৯৬১ অনুসারে ১ বছরের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে পঞ্জাব, হরিয়ানা ও হিমাচল প্রদেশে। প্রশিক্ষণ চলাকালীন নির্দিষ্ট হারে স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে। এই প্রশিক্ষণের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : CRPD/APPR/2019-20/14.

রাজ্য অনুসারে আসনসংখ্যার বিবরণ : পঞ্জাব : ৪০০টি (সাধারণ ১৬০, তফসিলি জাতি ১১৬, ও বি সি ৮৪, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৪০)। এর মধ্যে ৪টি করে শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত, শ্রবণসংক্রান্ত, চলাফেরায় অসুবিধা আছে এবং অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা আছে এমন প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। হরিয়ানা : ১৫০টি (সাধারণ ৬৭, তফসিলি জাতি ২৮, ও বি সি ৪০, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১৫)। এর মধ্যে ২টি করে শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত ও চলাফেরায় অসুবিধা আছে এমন প্রতিবন্ধী এবং ১টি করে শূন্যপদ শ্রবণ সংক্রান্ত ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা আছে এমন প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। হিমাচল প্রদেশ : ১৫০টি (সাধারণ ৬২, তফসিলি জাতি ৩৭, তফসিলি উপজাতি ৬, ও বি সি ৩০, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১৫)। এর মধ্যে ২টি করে শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত ও চলাফেরায় অসুবিধা আছে এমন প্রতিবন্ধী ও ১টি করে শূন্যপদ শ্রবণসংক্রান্ত ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা আছে এমন প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক। প্রার্থীকে অবশ্যই হিন্দি বুঝতে, বলতে, পড়তে ও লিখতে জানতে হবে। বয়স : ৩১–৮–২০১৯ তারিখে ২০ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলি, ও বি সি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীরা কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পারেন।

প্রার্থী বাছাই করা হবে অনলাইন লিখিত পরীক্ষা (১০০ নম্বর) এবং হিন্দি ভাষার দক্ষতা যাচাইয়ের মাধ্যমে। পরীক্ষাকেন্দ্র রয়েছে সংশ্লিষ্ট রাজ্যে। পরীক্ষায় অবজেক্টিভ ধরনের প্রশ্ন হবে জেনারেল/ফিনান্সিয়াল অ্যাওয়ারনেস, জেনারেল ইংলিশ, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউট এবং রিজনিং এবিলিটি অ্যান্ড কম্পিউটার অ্যাপ্টিটিউড বিষয়ে। সময় ১ ঘন্টা। পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ ২৩ অক্টোবর।

অনলইন রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এই সব ওয়েবসাইটের যে কোনও একটির মাধ্যমে : https://nsdcindia. org/apprenticeship. https://apprenticeshipindia.org, http://bfsissc.com, https://bank.sbi.careers, https://www.sbi.co.in/careers রেজিস্ট্রেশনের শেষ তারিখ ৬ অক্টোবর। রেজিস্ট্রেশনের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা ফটো (২০০ x ২৩০ পিক্সেল ডাইমেনশনে, ২০–৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং সই (১৪০ x ৬০ পিক্সেল ডাইমেনশনে, ১০ থেকে ২০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে।

পরীক্ষার কল লেটার ডাউনলোড করা যাবে ১৫ অক্টোবর থেকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটগুলির মধ্যে যে কোনও একটির মাধ্যমে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.sbi.co.in

ন্যাবার্ডে ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ৮২ জন কর্মী নেবে ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুর‍্যাল ডেভেলপমেন্ট (ন্যাবার্ড)। নিয়োগ হবে গ্রুপ 'বি' সার্ভিসে।শূন্যপদের বিবরণ এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা : ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট : ৮২টি (সাধারণ ৫২, তফসিলি জাতি ১২, তফসিলি উপজাতি ৬, ও বি সি ১০, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ২)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫০ শতাংশ নম্বর সহ যে কোনও শাখায় স্নাতক। তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী এবং প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে পাশ নম্বর পেয়ে থাকলেই আবেদন করা যাবে। বয়স : ১–৯–২০১৯ তারিখে ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : ১৩,১৫০–৩৪,৯৯০ টাকা। অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটে মাধ্যমে : www.nabard.org প্রার্থীর চালু ই–মেন আই ডি থাকতে হবে। অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ২ অক্টোবর। অনলাইনে দরখাস্তের পদ্ধতি সহ বিশদ তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৮ সেপ্টেম্বর – ৪ অক্টোবর, ২০১৯

মেষ : স্নেহ, প্রেম–প্রীতি বিষয়ে শুভ হলেও বাধা আছে। পরিবেশ পরিস্থিতি আপনার অনুকূলে থাকবে। ব্যবসা বাণিজ্যে সাফল্য ও অগ্রগতির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় শুভ ফল লাভ করার যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে সুনাম, যশ বজায় থাকবে।

বৃষ : বুদ্ধির ভুল করবেন না। চঞ্চলতার জন্য শিক্ষায় মন বসতে চাইবে না। আর্থিক বিষয়ে কিঞ্চিৎ বাধার সৃষ্টি হবে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষেয় মিশ্র ফল পাবেন। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য হানি হতে পারে।

মিথুন : মাথা গরম না করে সংযত হয়ে চলার চেষ্টা করুন। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। স্নেহ–প্রীতি লাভে সাফল্যের যোগ। শরীর ভালো যাবে না। কিন্তু কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য বজায় থাকবে। ফলে সম্মান পাবেন।

কর্কট : শিল্পীদের পক্ষে সময়টি শুভ ফলদায়ক। কারোর দায়িত্ব উপযাচক হয়ে নিতে যাবনে না। গৃহ–ভূমি সম্পর্কিত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় মিশ্রফল পাবেন। ঠান্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। বন্ধুর দ্বারা অর্থ প্রতারণা।

সিংহ : গুহ্যদেশের পীড়ায় অনেকে কষ্ট পাবেন। ভ্রমণ যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে ভাল ফল পাবেন। কিন্তু সঞ্চয়ে বাধা। শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। কর্মস্থলে শত্রুরা নানা রকম ঝামেলার সৃষ্টি করবে।

কন্যা : নানারকম ঝামেলা ঝঞ্ঝাটের মধ্য দিয়ে আপনাকে চলতে হবে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে পূর্বের ঝামেলা ঝঞ্ঝাট অনেকটাই মিটে যাবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন।

তুলা : বেকরত্বের অবসান হবে। আত্মীয়দের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে হবে। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে সফলতা পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে সফলতার যোগ রয়েছে। বুদ্ধির ভুলে ভাগ্যোন্নতির পথে বাধা আসবে। আত্মীয় থেকে সাবধানতা অবলম্বন।

বৃশ্চিক : আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। বাধা কিঞ্চিৎ থাকলেও সাফল্য পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে সাফল্যের যোগ রয়েছে। পিতার পক্ষে সময়টি শুভদায়ক। অর্শ বা আমাশয়ে কষ্ট পেতে পারেন। ভ্রমণে যেতে পারেন।

ধনু : লেখাপড়ায় মনের মত ফল লাভ করবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় এবং স্নায়ুসংক্রান্ত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ভাই–বোনদের সাহায্য লাভ করবেন। আর্থিক বিষয়ে বাধার সৃষ্টি হবে। তাসত্ত্বেও আপনি অর্থ উপার্জন করতে সমর্থ হবেন। কর্মস্থলে গোলযোগ দেখা দেবে।

মকর : মনের উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষায় সাফল্য ও অগ্রগতির যোগ রায়ছে। আর্থিক বিষয়ে ভাল ফল পেতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হবে। সন্তান সন্ততি বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। মাথার যন্ত্রণায় ও চোখের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। কর্মস্থলে সুনাম ও যশ বজায় থাকবে।

কুম্ভ : খুব চিন্তা ভাবনা করে যে কোনও কাজে অগ্রসর হতে হবে। আত্মীয় স্বজনদের থেকে সতর্ক থাকবেন। লেখাপড়ায় সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। যকৃত সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। মাতার শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন।

মীন : জলপথে ভ্রমণে যাবেন না। দায়িত্বমূলক কাজগুলি ঠিকমতো করতে পারবেন। গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় উন্নত মানের ফল পাবেন না। পতি–পত্নীর মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটতে পারে। বন্ধুবান্ধবদের প্রলভনে পড়বেন না দূরত্ব বজায় রাখবেন কারণ তাদের দ্বারা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

শব্দবার্তা ১৪৭

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চলচ্চিত্রায়িত উপন্যাস ৫। পিরের মাজার ৪। সন্মত, স্বীকৃত ৭। অধিকার, স্বত্ব ৮। গৃহিনী, সংসারের কর্ত্রী ১২। অনুভূতিপ্রবণ।

উপর–নীচ

১। যাচাই ২। প্রণাম, সালাম ৩। রান্না ৪। বাতাস বা বৃষ্টির শব্দ ৫। নিজস্ব মুন্সি ৯। রোজার মাস ১০ 'তুমি রবে —' ১১। সাপের সঙ্গে এর দেখা হলেই রক্তারক্তি।

সমাধান : শব্দবার্তা ১৪৬

পাশাপাশি : ১। বৃশ্চিক ৩। বদনাম ৫। লেখক ৬। কাম ৭। কবর ৯। জনক ১২। সন ১৩। করলা ১৪। সাতপাঁচ ১৫। পশলা।

উপর–নীচ : ১। বৃত্তাকার ২। কলের গান ৩। বকবক ৪। মলম ৬। কার ৮। বরখেলাপ ৯। জন ১০। করকচ। ১১। হরবোলা ১২। সহসা।

সৌর সরঞ্জামের ব্যবসা ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সৌর সরঞ্জামের ব্যবসা ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দেবে মাইক্রো, স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট। প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে বালুরঘাটের দক্ষিণ দিনাজপুর চেম্বার অব কমার্সে। কোর্সটির পুরো নাম : Six Weeks Entrepreneurship & Skill Development Programme On Solar Appliances. প্রশিক্ষণের মেয়াদ ছয় সপ্তাহ। ১১ অক্টোবর থেকে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত কোর্স চলবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা : অন্তত ক্লাস এইট পাশ। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষিত প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন। বয়স অন্তত ১৮ বছরের হতে হবে। কোর্স ফি : ৪০০ টাকা। মহিলা, তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী এবং বি পি এল ক্যাটেগরিভুক্ত প্রার্থীদের কোনও ফি লাগবে না। প্রার্থী বাছাই করা হবে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। ইন্টারভিউ ১০ অক্টোবর, সকাল সাড়ে ১১টা থেকে। ইন্টারভিউ নেওয়া হবে বালুরঘাটের দক্ষিণ দিনাজপুর চেম্বার অব কমার্স। প্রার্থীর সম্পূর্ণ জীবনপঞ্জি, ফটো, বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্রের নকল, আধার কার্ডের নকল এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কাস্ট বা দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেট, প্রাক্তন সমরকর্মী এবং বি পি এল ক্যাটেগরিভুক্তদের ক্ষেত্রে যথাযথ সার্টিফিকেটের নকল সহ আবেদনপত্র ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায় : The Director, MSME Development Institute, 111 & 112, B. T. Road, Kolkata 700 108. আবেদনপত্রে প্রশিক্ষণের বিষয়টি উল্লেখ করে দেবেন। খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.msmedikolkata.gov.in প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরে : ৯৪৩২২৪৮০৭৬ (এস কে সেন, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর)।

আতস কাঁচে

জীবনতলায় শুট আউট

নিজস্ব প্রতিনিধি : শুট আউটের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জীবনতলা থানা এলাকায়। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা থানার কালিকাতলায়। শুটআউটের ঘটনায় গুরুতর জখম ইসমাইল সেখ নামে এক যুবক। তিনি কালিকাতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যা হাজরা সেখের ছেলে। রাতেই গুরুতর জখম অবস্থায় ইসমাইলকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য। এই ঘটনার পিছনে কে বা কারা জড়িত রয়েছে সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে জীবনতলা থানার পুলিশ। সোমবার রাতে নিজের বাড়ির সামনেই একটি চেয়ারে বসে মোবাইলে কথা বলছিলেন ইসমাইল। সেই সময় বাইকে করে দুই দুষ্কৃতী এসে তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে পালিয়ে যায়। গুলির আওয়াজ ও ইসমাইলের চিৎকার শুনে আশপাশের মানুষজন ছুটে আসেন, তাকে উদ্ধার করে সাথে সাথেই কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য।তার অবস্থা গুরুতর। শুট আউটের ঘটনায় এলাকায় চরম উত্তেজনা রয়েছে। পাশাপাশি আতঙ্কিত এলাকার বাসিন্দারা।

সারমেয়কে উদ্ধার করে দৃষ্টান্ত স্থাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোমবার রাতের অন্ধকারে গ্রিলের দরজা দিয়ে জনৈক এক ব্যাক্তির বাড়ির মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করে বাড়ির দরজার গ্রিলে আটকে গিয়েছিল রাস্তার একটি সারমেয়।সারারাত সারমেয়র চিৎকারে বাড়ির লোকজন সারমেয়কে তাড়াতে গিয়ে দেখেন গ্রিলের দরজায় আটকে রয়েছে। অবশেষে কোনও উপায় না পেয়ে অগত্যা বাড়ির মালিক মঙ্গলবার সকালে ক্যানিং অ্যানিমেল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এ ফোন করেন। ফোন পাওয়ার সাথে সাথে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার দিঘীরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের গার্লস হাইস্কুলপাড়ায় উপস্থিত হন ক্যানিং অ্যানিমেল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ষষ্ঠী প্রামাণিক ও রাজু মন্ডল। দীর্ঘ প্রায় ঘন্টা দেড়েক চেষ্টা চালিয়ে সারমেয় কে উদ্ধার করতে না পেরে,গ্রিলের দরজা কেটে উদ্ধার করেন সারমেয় কে।অল্পবিস্তর আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা করে ছেড়ে দেন ষষ্ঠীবাবুরা। অন্যদিকে প্রায় ২৪ ঘন্টা পর হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন গৃহকর্তা। স্থানীয় বাসিন্দা মলয় মন্ডল,কালিদাস দেবনাথ'রা বলেন, ক্যানিং অ্যানিমেল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার দুই সদস্য ষষ্ঠী প্রামাণিক ও রাজু মন্ডল সারমেয় কে উদ্ধার করে যে মানবিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো তা এক অনন্য নজির।

বচসার জেরে জখম ৭

নিজস্ব প্রতিনিধি : গৃহস্থ বাড়ির জলপথ নিয়ে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে বচসা মারামারির ঘটনায় জখম হলেন দুই গর্ভবতী মহিলা সহ সাতজন। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার দিঘীরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের কুমারশা মালীরধার গ্রামে। স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে প্রবল বর্ষনের ফলে বাড়ির উঠোনের জল যাতে নিজেদের পুকুরে গিয়ে পড়ে তার জন্য নিকাশী নালা পরিষ্কার করছিলেন আক্কাজুল লস্কর,আলিমুদ্দিন লস্কররা। সেই সময় কেন জলনিকাশী করে নোংরাজল পুকুরে ফেলা হচ্ছে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে প্রতিবেশী কয়েকজন মদ্যপ যুবক।এরপরই তর্কাতর্কি শুরু হয়। অভিযোগ প্রতিবেশী যুবকরা আচমকা লাঠি ইট নিয়ে চড়াও হয়ে মারধোর শুরু করে তাদের। উদ্ধার করতে ছুটে যান পরিবারের অন্যান্য সদস্য আব্দুল্লা লস্কর, মহম্মদ লস্কর,তসলিমা লস্কর,হাসনাহানু লস্কর, তনুজা লস্কররা। তাদেরকেও বেধড়ক মারধোর করা হয়। গুরুতর জখম সকলেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এবিষয়ে উভয় পক্ষই ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নদীবাঁধ রক্ষা করতে তালের আঁটি লাগালেন সুন্দরবনের ব্যাঘ্র বিধবারা

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ঝড়খালি : –প্রবাদে আছে মা তার সন্তানকে পৃথিবীর বুকে প্রষ্ফুটিত করে তোলার জন্য আজীবন চেষ্টা করে যান। সেই মায়েরাই নিজের সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই,যাতে করে সন্তানদের সুন্দর নির্মল পৃথিবীতে বসবাস করতে পারে তার জন্য নদীবাঁধ রক্ষার কাজে এগিয়ে এলেন ব্যাঘ্রবিধবা মায়েরা। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের ঝড়খালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝড়খালি সবুজ বাহিনী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহযোগিতায় নদীবাঁধ রক্ষার জন্য নদীর পাড়ে তালের আঁটি(বীজ) লাগালেন বাঘের আক্রমণে স্বামী হারানো ব্যাঘ্র বিধবা মায়েরা।উল্লেখ্য এই সমস্ত মহিলাদের স্বামী জীবন জীবিকার সন্ধানে নিজের পরিবারের লোকেদের মুখে দুমুঠো অন্ন তুলে দেওয়ার জন্য জীবন বিপন্ন করে সুন্দরবনের জঙ্গলে মধু,মাছ,কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের আক্রমণে নিহত হয়েছেন।সেই সমস্ত বিধবা মায়েরা সুন্দরবনের নদীবাঁধ রক্ষা করতে এগিয়ে এলেন। তাল গাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে সব গাছ ছাড়িয়ে মাথা তুলে যার দাঁড়িয়ে থাকার কথা ছিলো,আজ সেই তাল গাছের দেখা পাওয়াই যায় না গ্রামগঞ্জে। গ্রামে আবার যাতে তাল গাছের বাহার দেখা যায় পাশাপাশি পরিবেশ, সুন্দরবনের নদীবাঁধ রক্ষার কথা মাথায় রেখে ঝড়খালি সবুজ বাহিনী রবিবার সুন্দরবনে হেড়োভাঙা নদীর তীরে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার তাল গাছ লাগালো উদ্যোগ গ্রহণ করেন।এদিন হেড়োভাঙা নদীর তীরে নদী বাঁধ রক্ষার অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে সুন্দরবন কে বাঁচানোর জন্য উদ্যোগী অসহায় ব্যাঘ্রবিধবা মায়েরা যাতে দুর্গাপুজোয় নতুন শাড়ি পরে দেবীর পদযুগলে অঞ্জলি দিতে পারেন,তার জন্য ৭৫ জন ব্যাঘ্র বিধবা মায়েদের হাতে নতুন শাড়ি তুলে দেন সবুজ বাহিনীর কর্মকর্তারা।সবুজ বাহিনীর পাশে থেকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন গ্রিন কোদালিয়া ওয়েল ফেয়ার সোসাইটি। পুজোর আগে নতুন শাড়ি পেয়ে মালতি মল্লিক, কল্পনা মিস্ত্রি, গীতা সরকার,মায়ারাণী সরদার এর মতো এই প্রত্যন্ত সুন্দরবনের অসহায় ব্যাঘ্রবিধবা মায়েরা খুব খুশি।

একসাথে হবে ৩০০ জনের ডায়ালিসিস

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্র কলকাতার এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে গত ২৫ সেপ্টেম্বর অত্যাধুনিক ডায়ালিসিস ইউনিটের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একটি জেলার প্রশাসনিক বৈঠকের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী উদ্বোধন করেন। এই অত্যাধুনিক ইউনিট উদ্বোধনের ফলে একই সঙ্গে ৬০ জন মানুষ ডায়ালিসিস নিতে পারবেন। এতদিন এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে ৫টি বেড ছিল ডায়ালিসিসের জন্য। বহু অসুস্থ মানুষকে অপেক্ষা করে থাকতে হতো ডায়ালিসিসের জন্য। রোগীদের ভিড় বাড়ছিল বিনামূল্যে এই ডায়ালিসিস পরিষেবা পাওয়ার জন্য। এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালের নতুন সুপার স্পেশালিটি ভবনের অষ্টম তলে আগামী ১ অক্টোবর থেকে অত্যাধুনিক ডায়ালিসিস পরিষেবা শুরু হবে। ইতিমধ্যে যে এজেন্সি এই ডায়ালিসিস ইউনিট পরিচালনা করবে, তারা পরিকাঠামো ও পরিষেবার ব্যবস্থা করছে।

জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সোমনাথ মুখার্জী এই প্রসঙ্গে বলেন, সারা দেশের মধ্যে বোধহয় সরকারিভাবে এই ধরনের ডায়ালিসিস ইউনিট প্রথম এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে শুরু হতে চলেছে। একই ছাদের নীচে ২৪ ঘন্টায় এক সঙ্গে প্রায় ৩০০ জন মানুষ ডায়ালিসিস পরিষেবা পাবেন। ইতিমধ্যেই নাম নথিভুক্তির কাজ চলছে। আগামী ৭ দিনের মধ্যে পরিষেবা শুরু হবে।

ফেরিতে অতিরিক্ত যাত্রী পারাপার

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগরদ্বীপের মায়া গোয়ালিনী ঘাট থেকে পূর্ব মেদিনীপুরের রসুলপুর ঘাটে একটি ফেরি চলাচল করে। যাত্রী পিছু ভাড়া নেওয়া হয় ৭০ টাকা। গত ১ এপ্রিল থেকে ৬০ টাকার পরিবর্তে ভাড়া হয় ৭০ টাকা। এই ভাড়ার বৃদ্ধির প্রতিবাদে যাত্রী বিক্ষোভও হয়। ফেরিতে যাত্রী বহন ক্ষমতা ১০০ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও, প্রতিদিনই অতিরিক্ত যাত্রী চলাচল করে। তাই যে কোনোদিন এই নদীপথে ফেরি চলাচলের ক্ষেত্রে বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকে যায়। আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, যাত্রী সাধারণকে সে টিকিট দেওয়া হয়, তাতে লেখা আছে রসুলপুর ভায়া নামখানা মায়াগোয়ালিনী। এবং যাত্রীদের টিকিট দিয়েও, নামার সময় ওই টিকিট নিয়ে নেওয়া হয়। অনেকের প্রশ্ন যাত্রী সুরক্ষার ব্যাপারে প্রশাসন কি সতর্ক আছে। নামখানা থেকে নির্বাচিত জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ শ্রীমন্ত মালী এই প্রসঙ্গে বলেন,

মায়াগোয়ালিনী– রসুলপুর

দেখুন ওই ফেরি নামখানায় আসে না। ওটা সাগর ও পূর্ব মেদিনীপুরের রসুলপুরের মধ্যে চলাচল করে। টিকিটে কেন নামখানা উল্লেখ আছে বলতে পারব না।

সাগরের বিধায়ক বঙ্কিম হাজরা এই প্রসঙ্গে বলেন, ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদ আমিও করেছিলাম। আমাদের না জানিয়েই ফেরির মালিক ভাড়া বৃদ্ধি করে। ওটা পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদ থেকে নিলাম হয়। অতিরিক্ত যাত্রী পরিবহনের ক্ষেত্রে সাগর থানা উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছিল। কিন্তু যাত্রী সাধারণ পুলিশকে গালিগালাজ করে। এমন কি আমাকেও হেনস্থা করা হয়। এর পেছনে বিজেপির হাত ছিল। যাত্রীর সাধারণের দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও ১০০'র বেশি যাত্রী প্রতিদিনই যাতায়াত করছে। আমি পরিবহন মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে বলেছি এই পথে ফেরির পাশাপাশি ভেসেল চালানোর জন্য। রাজ্য সরকার অনুমোদনও করেছে। ট্রায়াল হয়ে গেছে। তবু রসুলপুর ঘাটের কাছে পলির সমস্যা আছে, ওখানে ড্রেজিং এর দরকার। ওটা হয়ে গেলেই ভেসেল চলাচল শুরু হবে।

বীজ উৎপাদন গ্রাম গড়তে চায় শস্য–শ্যামলা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকায় পিছিয়ে পড়া কৃষকদেরকে নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিভিন্ন ফসল চাষের ওপর প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন ভারত সরকারের শস্য–শ্যামলা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র। দক্ষি ২৪ পরগণা জেলার বাসন্তী ব্লকের ঝড়খালি গ্রাম পঞ্চায়েত ও নফরগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রামগুলি কৃষকদের সাথে বসে আলোচনা করে তাদের সুবিধা অনুযায়ী ফসলের উপর প্রশিক্ষণ দিয়ে সহযোগিতা করছেন আধিকারিকরা। আগামী দিনে কৃষকেরা বীজ উৎপাদন করতে পারেন সেই বিষয়ে জোর দিচ্ছেন আধিকারিকরা। কারণ সাধারণ ফসল চাষ করতে যে পরিমাণে খরচ হয় তাতে কৃষকের লাভ খুব কম হয়। কৃষকদের চাষের প্রতি অনীহা তৈরি হচ্ছে দিন দিন। কৃষকের চাষের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে কৃষি জমিতে জৈব সার ব্যবহার করে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে ধান, ডাল, সরষে, তিল চাষের ওপর জোর দিচ্ছেন আধিকারিকরা এবং আগামী দিনে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী ব্লকের কয়েকটি গ্রামকে গ্রাম বীজ উৎপাদন গ্রাম হিসেবে তৈরি করতে চলেছেন শস্য–শ্যামলা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র। কৃষকেরা যাতে সরকারি সুযোগ–সুবিধা পেতে পারেন সেই বিষয়ের উপরে নজর দিচ্ছেন আধিকারিকরা কৃষি যন্ত্রপাতি থেকে শুরু করে উন্নতমানের বীজ সুলভ মূল্যে কৃষকের হাতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন। কৃষি বিজ্ঞানী রাম বাবু রমন বলেন, এই বীজ উৎপাদন ফসল চাষ করলে আগামী দিনে কৃষকের আয় দ্বিগুণ হবে এবং গ্রাম এগিয়ে যাবে। কৃষক সচ্ছলভাবে জীবন যাপন করতে পারবে এতে কৃষকের মানোন্নয়ন হবে। এদিন ঝড়খালির হেড়োভাঙা বিদ্যাসাগর বিদ্যামন্দিরে ঝড়খালি ২ নম্বর গ্রামের প্রায় ৪০ জন কৃষককে নিয়ে এবং নফরগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের বড় দ্বীনদার ঘেরী গ্রামে ৩০ জন কৃষককে এই বীজ উৎপাদন ফসল চাষের ওপর প্রশিক্ষণ দেন। শনিবার এই প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক তপন মাইতি, সমাজসেবী হীরালাল মন্ডল, আকুল বিশ্বাস ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।এই ট্রেনিং খুব খুশি কৃষকেরা, আগামী দিনে বীজ উৎপাদন ফসল চাষের জন্য।

সবাইকে সঙ্কটমুক্ত করো মা : নির্মল ঘোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : শারদোৎসবকে কেন্দ্র করে বাঙালির আবেগ চিরদিনের। তবে অন্যান্য বারের চেয়ে এবারের আগমনীতে বাঙালির সেই চিরন্তন আবেগে কোথাও যেন একটা ভাটার টান অনুভূত হচ্ছে, বলে মন্তব্য করলেন উত্তর চব্বিশ পরগনার পানিহাটির বিধায়ক তথা জেলা তৃণমূল পর্যবেক্ষক এবং রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ। এক সাক্ষাতকারে নির্মলবাবু বলেন, 'বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব শারদোৎসব। এই উৎসবের মূল আকর্ষণ হল দুর্গাপুজো। কিন্তু এবার সেই দুর্গাপুজোয় বাংলার জনমনে আনন্দে যথেষ্ট খামতি দেখা যাচ্ছে। এবার যেন মা দুর্গা আসছেন তাঁর কাঁধে অনেক দায়িত্ব নিয়ে। রাজ্য জুড়ে একদিকে যেমন আছে বেকারত্বের যন্ত্রণা, তেমনই দ্রব্যমূল্যের বাজারদরও আকাশ ছোঁয়া। ফলে নুন আনতে পান্তা ফুরোনো বাঙালির ঘরে ঘরে গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো এক নতুন উপদ্রব এন আর সি'র রক্তচক্ষু। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের এন আর সি চালুকরণের হুমকিতে প্রায় দু'কোটি বাঙালি তথা ভারতবাসী বাস্তুচ্যুত হওয়ার আতঙ্কে ভুগছে। তাদের একমাত্র ভরসা এখন মা দুর্গা। সেই জগজ্জননী মা দুর্গার কাছে আমার প্রার্থনা, মা, তুমি সবার মঙ্গল করো। সকলকে রক্ষা করো এই ভয়ঙ্কর সঙ্কট থেকে।'

উত্তরের আঙিনায়

মুম্বাই থেকে উদ্ধার ট্রাক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানার সাদা পোশাকের পুলিশের অভিযানে মুম্বাই থেকে চুরি যাওয়া ট্রাক উদ্ধার। গ্রেপ্তার দুই দুষ্কৃতী। বুধবার রাতে নিউ জলপাইগুড়ি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ এর কাছে খবর আসে মুম্বাই থেকে একটি ট্রাক চুরি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অসমের দিকে। গোপন সূত্রে পাওয়া ওই খবরের ভিত্তিতে শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া ফুলবাড়ী টোল গেট এলাকায় নাকা তল্লাশি শুরু করে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। বুধবার গভীররাতে ফুলবাড়ী টোল গেট এলাকায় উদ্ধার হয় মুম্বাই থেকে চুরি যাওয়া সেই ট্রাক। ট্রাক চুরি করে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করেছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম দেবেন্দ্র সিং এবং ধন প্রসাদ। দেবেন্দ্র সিং এর বাড়ি উত্তরাখণ্ডে এবং ধন প্রসাদের বাড়ি মধ্যপ্রদেশে। বৃহস্পতিবার ধৃত দুই দুষ্কৃতী কে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়। মুম্বাই পুলিশের সাথে যোগাযোগ করছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। নিউ জলপাইগুড়ি থানা সূত্রে জানা গিয়েছে ট্রাক আইনানুগভাবে নিয়ে যেতে মুম্বাই পুলিশের একটি দল শিলিগুড়ি আসছে।

ট্যাপকলে খুশি নগরবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: বিধাননগর ১ নং গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার রামকৃষ্ণপল্লী, নেতাজিপল্লি, রবীন্দ্রনগর, সুকান্তপল্লি এবং বাজারের কিছু কলে যেখানে ট্যাপকল ছিল না, সেখানে জলের অপচয় রুখতে নতুন ট্যাপকল লাগানো হয় উত্তরদিনাজপুর এবং দার্জিলিং ওয়েলফেয়ার মঞ্চের সদস্যদের উদ্যোগে এবং বিধাননগর সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সহযোগিতায়। এই কাজ দেখে এলাকাবাসী খুবই খুশি। বিধাননগর ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য অজয় ঘোষ এই কাজকে সাধুবাদ জানিয়েছেন, সেই সঙ্গে সাধুবাদ জানিয়েছেন রামকৃষ্ণপল্লি বিশাল সংঘের সম্পাদক সুশীল পাল, বিধাননগর পঞ্চায়েতের সচিব প্রলয় কুমার দত্ত এবং সহ সচিব চিন্ময় মৈত্র। উদ্যোক্তাদের পক্ষে সমাজসেবী বাপন দাস জানান, আমরা আগামীতে আরো পার্শ্ববর্তী গ্রামে যাব এবং যেখানেই জলের অপচয় হবে সেটা বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সচেষ্ট হব। আমাদের আজকের এই কর্মসূচিতে সমাজসেবী মিন্টু দাস, শীতম পাল, রাজু দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

কীটনাশক উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: সম্প্রতি শিলিগুড়ির অরবিন্দ পল্লীর একটি গুদাম থেকে চা বাগানের জন্য ব্যবহৃত প্রায় ১৬লক্ষ টাকার কীটনাশক চুরি যায়।এই ঘটনার তদন্তে নামে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ।তদন্তে নেমে এনজেপির লেকটাউন থেকে ও চোপরা থেকে সমস্ত চুরি যাওয়া কীটনাশক উদ্ধার করে পুলিশ।এই ঘটনার সাথে যুক্ত থাকায় শিলিগুড়ি লেকটাউনের বাসিন্দা নরুল ইসলাম ও বিবেক ছেত্রী কে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এছাড়াও শিলিগুড়ির বিভিন্ন এলাকায় হানা দিয়ে চারটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে পুলিশ।মোবাইল চুরির অভিযোগ যারা জানিয়ে ছিল তাদের হাতে মোবাইল গুলি তুলে দেওয়া হবে বলে জানান ডিসিপি জোন ওয়ান ইন্দিরা মুখার্জি।

হাসপাতালে আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সিসিইউ বিভাগের গত শুক্রবার ভোর ৫টা নাগাদ হঠাৎই আগুন লেগে যায়। দমকল বাহিনী ও কর্তব্যরত হাসপাতাল কর্মীরা ১০ জন রোগীকে অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে রক্ষা করেন। দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শনকরে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব।

ডাকাতির ঘটনার পর্দা ফাঁস

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৪ আগস্ট শিলিগুড়ির বর্ধমান রোডে ডাকাতির ঘটনায় ধৃত ৫ জনকে তোলা হল শিলিগুড়ি আদালতে। তবে চাঞ্চল্যকর কিছু তথ্য সামনে এসেছে।

ডাকাতির ঘটনার পর বর্ধমান রোডে গোল্ড লোন ফিন্যান্স অফিস, বাগডোগরায় কিছু সন্দেজনক মোবাইল নেটওয়ার্কের টাওয়ার লোকেশন পায় পুলিশ। সেসবের ভিত্তিতেই তদন্তে নেমে ওড়িশা থেকে ৫ জনকে ধরা হয়েছে। রবিবার শিলিগুড়ি আদালতে তুলে ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে ধৃতদের।

এদিন সরকারি পক্ষের আইনজীবী সুদীপ রায় বাসুনিয়া বলেন, পুলিশ জানতে পেরেছে ডাকাতির ঘটনায় দুষ্কৃতীরা যে সিম কার্ড ব্যবহার করেছিল সেগুলি প্রথমে সরবরাহ করেছিল ধৃতরা। যেকারণে তাদের পুলিশ হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে সেদিনের ঘটনায় যুক্তদের খোঁজ করবে তদন্তকারী আধিকারিকেরা। লক্ষাধিক টাকায় ৩ টি সিম কার্ডের হস্তান্তর হয়েছিল। এই সিম কার্ডগুলির টাওয়ার লোকেশন শিলিগুড়িতে পাওয়া যায়। এরপর ডাকাতির পর সেগুলির লোকেশন পাওয়া যায় ওড়িশাতে। তবে ধৃতদের কাছ থেকে কোনও লুট হওয়া সোনা, আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া যায়নি। যে কারণে মূল অভিযুক্তদের সন্ধান করাই এখন চ্যালেঞ্জ শিলিগুড়ি থানার পুলিশের কাছে। ফের পুলিশ আধিকারিকদের দল ওড়িশা যাবে বলে জানা গেছে।

ইতিহাস ফিরে পেতে কামরা সংস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার: বিভিন্ন অনুষ্ঠানে রেলের পুরনো কামরাকে ব্যবহার করতে পারবেন সাধারণ মানুষ। কোচবিহারে এসে মঙ্গলবার একথা ঘোষণা করলেন ভারতীয় রেলের উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আলিপুরদুয়ার বিভাগের বিভাগীয় প্রধান কে এস জৈন। মঙ্গলবার এনএফ রেলওয়ের কোচবিহার ও নিউকোচবিহার স্টেশনে দুটি পৃথক প্রকল্পের সূচনা করেন কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ নিশীথ প্রামাণিক। এদিন কোচবিহার স্টেশনে একটি রেল ক্যান্টিন ও নিউকোচবিহার

স্টেশনে চলমান সিঁড়ি ও প্লাস্টিকের বোতল বিনষ্টকারী মেশিনের উদ্বোধন করেন তিনি। এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আলিপুরদুয়ার বিভাগের বিভাগীয় প্রধান কে এস জৈন বলেন, রেলের অনেক পুরনো ইতিহাস আজ হারাতে বসেছে। তাই পুরনো ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে রেল। এর মধ্যে অন্যতম ভারতীয় রেলের কিছু পুরনো কামরাকে সংস্কার করে তা সাধারণ মানুষের ব্যবহার যোগ্য করে তোলার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এই কামরাগুলির ভেতরে সাধারণ মানুষ বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারবে এই মুহুর্ত থেকেই। কোচবিহার স্টেশন সংলগ্ন এমনই এক কামরা কিছুদিনের মধ্যে চালু হবে বলে জানান তিনি।

রাজভবনের পক্ষে সওয়াল রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: দার্জিলিং এর রাজভবন সারা বছর কার্যকরী হোক। আজ শিলিগুড়িতে ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের নর্থবেঙ্গল চ্যাপ্টারের আনুষ্ঠানিক সূচনা পর্বে এসে এমনটাই বললেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। তিনি বলেন ১৫ দিনের নোটিশে দার্জিলিং এর রাজভবন কার্যকরী হয়েছে। অতীতে মাঝেমধ্যে কার্যকরী হত। তবে এবার থেকে এটা সর্বক্ষণ কার্যকরী হবে। কেননা, এটা আমাদের সেকেন্ড হোম। কলকাতার পর দার্জিলিং এর রাজভবন। অন্যদিকে তিনি বলেন, আমার একটাই এজেন্ডা। তা হল শুধুমাত্র সংবিধান। আমি কপিবুক রাজ্যপাল নই।সংবিধান মেনেই কাজ করব আমি। কেউ যদি কোন সরকারী দপ্তরে গিয়ে পরিষেবা না পান আমার দরজা খোলা আছে।অন্যদিকে, যাদবপুর ইস্যুতে বলেন, আমি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য। কর্তব্য পালনে অভিভাবক হিসাবে সেখানে গিয়েছিলাম।

মঙ্গলবার বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে শিলিগুড়িতে এলেন রাজ্যের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর।প্রথমেই তিনি উপস্থিত হন শিলিগুড়ি শাখার পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক মারোয়ারী সম্মেলনে। ফুলবাড়িতে একটি বেসরকারি হাসপাতালে অনুষ্ঠিত হয় এই সভা। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে সভার সূচনা করেন রাজ্যপাল।পরবর্তীতে সংগঠনের পক্ষ থেকে তাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এদিনের সভায় রাজ্যপাল একাধিক বিষয় নিয়ে মারোয়ারী সমাজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন।

রবীন্দ্র ধারায় গড়ে উঠুক মুক্ত শিক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির লক্ষ্যে শুধু বই বা সিলেবাসের ঘেরাটোপে আটকে থাকা নয়। বরং রবীন্দ্রনাথের ভাবধারাকে অনুসরণ করে সীমার বাইরে

গিয়েই চলুক জ্ঞানের অন্বেষণ। শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির ২০ বছর পূর্তিতে ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের উদ্যোগে দেশ ও বিদেশের কৃতী, শিক্ষাবিদ, গবেষক, ছাত্রদেরকে নিয়ে শুক্রবার থেকে শুরু হওয়া ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন ইনোভেশন ইন মর্ডান সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি–২০১৯ এর এটাই ছিল মূল সুর। এদিন এসআইটি–র জগদীশ চন্দ্র বসু সভা কক্ষে প্রদীপ জ্বালিয়ে সেমিনারের উদ্বোধন হয়। উপস্থিত ছিলেন, অস্ট্রেলিয়ার ইউনিভার্সিটি অফ ক্যানবেরার অধ্যাপক ধর্মেন্দ্র শর্মা, রোমানিয়ার ইউনিভার্সিটি অফ আরাডের অধ্যাপিকা ড. ভ্যালেন্টিনা এমিলিয়া বালাস, আইইইই ইন্ডিয়া কাউন্সিলের ভাইস চেয়ার অধ্যাপক ডা. সুজিত কুমার বিশ্বাস, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির অধ্যাপক ডা.অভিজিত চক্রবর্তী, ইনস্টিটিউট অফ ইনফ্রাস্ট্রাকচার টেকনোলজি রিসার্চ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের অধ্যাপক ডা. দীপঙ্কর দেব, শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির (ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি) ডিন প্রদোষ আদুর্য্য, টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের অ্যাডভাইসর ভাস্কর রায়, এসআইটি–র ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান, জয়ন্ত ভূষণ বসু, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডা.শুভজিত দাঁ, কো–অর্ডিনেটর মিতুল রঞ্জন চক্রবর্তী প্রমুখ।

কনফারেন্সের শুরুতেই অতিথিদের উত্তরীয় পরিয়ে ও ফুলের তোড়া দিয়ে স্বাগত জানানো হয়। স্বাগত ভাষণে জয়ন্ত ভূষণ বসু জানান, বর্তমান পরিস্থিতিতে এই ধরণের কনফারেন্সের প্রাসঙ্গিকতার কথা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভাস্কর রায় বলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা ক্ষেত্রে দিশা দেখাবে এই কনফারেন্স। পরিবেশ রক্ষার বার্তা দিতে এই কনফারেন্সের থিম নির্বাচন করা হয়েছে গ্রিন টেকনোলজি অ্যান্ড সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট'।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে নতুন উদ্ভাবনের দিশা নিয়ে আলোচনা করেন দেশ বিদেশের বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রযুক্তি ক্ষেত্রের খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞরা। দু'দিনের কনফারেন্সে পেশ করার জন্য মোট ১২৫টি গবেষণাপত্র নথিভূক্ত হয়েছে। কনফারেন্সের নির্বাচিত গবেষণা পত্র প্রকাশ করবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন স্প্রিঞ্জার বুক সিরিজ। কনফারেন্সের সেরা গবেষণা পত্রকে পুরস্কৃতও করা হবে। শনিবার কনফারেন্সের শেষ দিন।

বিদ্যুত পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভক্তিনগর থানার পুলিশের তরফে চেকপোস্টের একটি হোটেলে একটি বৈঠকের আয়োজন করা হল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যের বিদ্যুত বন্টন কোম্পানি (WBSEDCL) এর কর্মকর্তারা।

দুর্গাপুজোয় সুষ্ঠ বিদ্যু পরিষেবা এবং সুরক্ষার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন WBSEDCL এর প্রতিনিধি এস সেনগুপ্ত এবং ভক্তিনগর থানার আইসি এস তুঙ্গা।

এছাড়াও প্রশাসনিক বিষয়ে আলোচনা করেন ভক্তিনগর পুলিশ।

দ্বিশত জন্মবার্ষিকী

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ি পূর্ব কর্পোরেশন ২৭ সেপ্টেম্বর দীনবন্ধু মঞ্চে রামকিঙ্কর হলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী পালন করল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিদ্যাসাগরের জীবন নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং ছাত্রছাত্রীদের তাঁর জীবনকাহিনী অতিবাহিত করা হয়।

'স্পর্শ'র উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি: শিলিগগুড়ির ২১ নং ওয়ার্ডের কবি সুকান্ত নাগরিক কমিটির পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি 'স্পর্শ'র উদ্বোধন করলেন পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দে। তিনি জানান, এই প্রয়াসের মাধ্যমে অসহায় দুঃস্থ মানুষরা বছর জুড়ে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে জামা, কাপড় ইত্যাদি পাবে এবং তিনি শুভ কামনা করেন সংস্থার জন্য।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৩ বর্ষ, ৪৯ সংখ্যা, ২৮ সেপ্টেম্বর – ৪ অক্টোবর, ২০১৯

এনআরসি–র বুমেরাং আশঙ্কা

এই মুহূর্তে বাংলার আকাশ বাতাস উত্তাল নাগরিক পঞ্জিকরণ বা এনআরসি নিয়ে। ইতিমধ্যে অসমে এই নিয়ে পরিবেশ উত্তাল হয়ে উঠেছিল সে রেশ এখনো কাটেনি। বাংলায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং সাংসদরা অনেকেই বলেছেন পশ্চিমবাঙলায় এনআরসি করা হবে। এরফলে রাজনীতিবিদরা নতুন বির্তকের বিষয় পেয়ে গেছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন এনআরসি করা যাবে না। এমন কি সরকারি বিজ্ঞাপনেও এনআরসি আতঙ্ক কাটাতে তিনি স্পষ্ট বিবৃতি দিয়েছেন। সাম্প্রতিককালে কিছু দুর্ভাগ্যজনক আত্মহত্যা এনআরসি–র কারণে হয়েছে বলে বলা হচ্ছে। রাজ্যের শাসকদল এনআরসি বিরোধী মিটিং মিছিলও করেছেন। সমস্যা দেখা দিয়েছে এ রাজ্যের ১৯৭১–এর পরে যারা এসেছেন অন্য জায়গা থেকে তাদেরকে নিয়েই। মূলত জাত পাতের আতঙ্ক ও অঙ্ক এখানে কাজ করছে। কেন্দ্রের শাসক দলের তরফ থেকে এমনও বলা হয়েছে বাংলাদেশ থেকে আগত কোনও হিন্দুকে তাড়ানো হবে না। নির্বাচনে জাত পাত সর্বদাই এক কাল ধরে বড় ইস্যু হয়ে এসেছে। রাজনৈতিক দলগুলিও সুচারু ভাবে এটি লালন করে থাকেন। সমস্যা হলো এনআরসি–কে কেন্দ্র করে যে ভুল বার্তা দেশের আম জনতার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে তাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সহায় সম্বলহীন গরিব নাগরিকেরা। সহজে তাদের রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির আঁধারে ডুবিয়ে দেওয়া যায়। দেশের শিক্ষার হার যেখানে একেবারেই আশানুরূপ নয় সেখানে নাগরিক পঞ্জি নিয়ে নানা জটিলতা দেশের সার্বিক পরিস্থিতিকে ঘোরালো করে তোলে।

বর্তমানে বাংলার রাজনৈতিক সমীকরণের নানা সিঁড়ি ভাঙা চলছে সেক্ষেত্রে আগামী দিনে এন আর সি নিয়ে নানা হুঙ্কার রাজ্যের শাসকদলের পক্ষে আশাজনক হয়ে উঠতে পারে। ২১ সালে বিধানসভা নির্বাচন তার আগে এন আর সি নিয়ে বিজেপির হইচই তাদের পক্ষে বুমেরাং হয়ে উঠতে পারে। তৃণমূল কংগ্রেস অবশ্যই রাজনৈতিকভাবে অস্থিরতার সুযোগ নেবে। কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত রাজ্যগুলিতে এনআরসি চালু করতে গিয়ে যেন কোনও নাগরিকের মাথার ছাদ হারাতে না হয়। বিস্তারিত ভাবে আলাপ আলোচনা ছাড়া জোর করে চাপিয়ে দিতে গেলে দেশের মধ্যে অশান্তি শুরু হতে পারে। রাজনৈতিক দলগুলি অবশ্যই সে সুযোগ গ্রহণ করবে। এমন কি বিদেশি শক্তিও দেশের অস্থিরতার সুযোগ নিতে পারে। পশ্চিমবাংলা এবং পঞ্জাব দেশ ভাগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পশ্চিমবাংলায় আবার প্রায় একতরফা ভাবে পূর্বপাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে নানা পর্যায়ে নির্যাতিত হিন্দু স্মরণার্থীরা ঠাঁই নিয়েছে। পশ্চিমবাংলার জনবিন্যাস স্বাভাবিক ভাবেই একটু বিচার্যের বিষয়। সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ভাবে সমগ্র ভারতবর্ষ বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যকে খুঁজে পেয়েছে বহুকাল আগে। সেই ঐতিহ্যকে শুধুমাত্র সংকীর্ণ কোনও রাজনৈতিক ভাবনায় জাড়িত করা ঠিক নয়। রাজ্যের বিরোধী দলগুলিকেও এনআরসি–র সঠিক তাৎপর্য ও উপযোগিতা সাধারণ নাগরিকের সামনে উপস্থাপন করার অঙ্গীকার করতে হবে।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

কর্ম ও তাহার রহস্য

কোন বহির্জগৎ তোমাদিগের উপর আঘাত হানিতে পারে? তোমরা অক্ষতদেহে সপ্তম নরকও অতিক্রম করিতে পার, কিছুই তোমাদিগকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করিতে পারিবে না। কিন্তু তোমরা যে অভিযোগ কর, বহিঃপ্রকৃতির উপর দোষারোপ কর তাহাই প্রমাণ করে যে, তোমরা বহিঃপ্রকৃতি সম্বন্ধে সচেতন এবং তোমাদের এইরূপ অনুভূতি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নিজেদের স্বরূপ ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে তোমরা যে দাবি কর, বস্তুতঃ তোমরা তাহা নও। দুঃখের উপর দুঃখ স্তূপীকৃত করিয়া, কেবল

বহিঃপ্রকৃতি তোমাদিগকে আঘাত হানিতেছে এইরূপ কল্পনা করিয়া এবং হায়। কি ভীষণ শয়তানের জগৎ!' 'লোকটি আমাকে আঘাত করিতেছে, ঐ ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দিতেছে' ইত্যাদি চিৎকার করিয়া তোমরা নিজেদের অপরাধ, দুঃখ–দুর্দশা বাড়াইয়া তুলিতেছ। একে তো দুঃ পাইতেছ, তদুপরি মিথ্যা আরোপ করিতেছ। কিছুকালের জন্য অন্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমাদের নিজেদের বিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে, এইটুকু আমরা নিশ্চয়ই করিতে পারি। এস, আমরা কর্মের উপায়গুলি নিখুঁত করিয়া তুলি, তাহা হইলে উদ্দেশ্যও স্বতই ঠিক হইয়া যাইবে। আমাদের জীবন যদি মহৎ ও পবিত্র হয়, তবেই এ জগৎ মহৎ ও পবিত্র হইতে পারে। জগৎ কার্য–স্বরূপ, আমরা কারণ স্বরূপ। সুতরাং এস, আমরা নিজেদের নিষ্কলুষ ও পূর্ণ করিয়া তুলি। যাবতীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম বস্তু হইতে আত্মাকে পৃথক করাই আমাদের লক্ষ্য। এই অবস্থা লাভ হইলে বোধ হইবে, আত্মা সর্বকালে একাই বিদ্যমান ছিলেন –তাঁহাকে সুখী করিবার জন্য অন্য কাহারও প্রয়োজন নাই। সুখী হইবার জন্য আমরা যতদিন অন্যের উপর নির্ভরশীল থাকিব, ততদিন আমরা ক্রীতদাস। 'পুরুষ' যখন দেখেন তিনি মুক্ত, তাঁহার পূর্ণতার জন্য কিছুরই প্রয়োজন নাই এবং এই প্রকৃতি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক,তখন মুক্তি বা 'কৈবল্য' লাভ হয়।

ফেসবুক বার্তা

ব্যক্তি আক্রমণ করে বিজেপির বৃদ্ধি রোধ করা যে যায় না তা বাংলার ছাত্র যুব কবে বুঝবে

নির্মল গোস্বামী

আমাদের এলাকায় যারা জুট মিলে কাজ করত তাদের কোলো লোক বলা হতো। এই কোলো লোকের সমাজে মান সম্মান খুব একটা ছিল না। এই সম্পর্কে আমাদের ছোট বেলায় একটা চুটকি প্রচলন ছিল। বিড়লাপুর জুটমিলে কাজ করে এ রকম একদল লোক নদীর বাঁধ দিয়ে টিউটি ধরবে বলে যাচ্ছে। সকাল ছটায় জয়েন। তাই তারা দূরত্ব অনুযায়ী কেউ চারটে কেউ পাঁচটায় বাড়ি থেকে বের হয়। তখন শীতকালে পাঁচটা সাড়ে পাঁচটার সময় একটু অন্ধকার থাকে। গ্রামের অনেক মেয়ে বউরা যারা লাইন ঘরে থাকে (ছোট ছোট ভাড়ার ঘর এক লাইনে অনেক ঘর থাকে বলে তাদের লাইন ঘর বলে) তারা এই ভোরবেলায় নদীর বাঁধের ধারে প্রাতকৃতঃ সারে। এই রকম দু তিন জন মেয়ে বাঁধের ধারে বসেছে এমন সময় দেখে একদল মানুষ হেঁটে আসছে। তাদের মধ্যে একজন অপর জনকে বলছে ওলো দিদি আসছে উঠে পড়, পাশের জন তখন বলছে কোথায় লোক? ও তো কোলো লোক কাজে যাচ্ছে। ভাবখানা এই রকম যে কোলো লোককে দেখে লজ্জা পাবার কারণ নেই।

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে বিজেপি দল সম্পর্কে তথা কথিত অন্যান্য দল গুলোর মনোভাবে হল ওই গল্পের মেয়েগুলোর কোলো লোকের মত। কোলো লোক আবার মানুষ। ঠিক সেই রকম বিজেপি একটা দল, তার আবার রাজনীতি। যতই ভারতবর্ষে ক্ষমতা দখল করুক, তাকে মান্যতা দেবার প্রয়োজন নেই। তাদের দলের প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী নয়। নিছকই মোদীবাবু। তাকে তুই তোকারি করা যায়। কোমরে দড়ি বেঁধে ঘোরার এ কথা হাজার বার বলা যায়। মেয়াদ উত্তীর্ণ প্রধানমন্ত্রীকে মানি না বলা যায়। সেই দলের সভা সমাবেশে সরকারি ভাবে যত রকম বাধা দেবার ক্ষমতা আছে তা প্রয়োগ করা যায় অনায়াসে। প্রথমে পারমিশন না দেওয়া। যদি বা পারমিশন পায় কোর্ট থেকে, তখন ডেকেরেটরকে ভয় দেখানো হয় যাতে সে মঞ্চ না বাঁধে। তার পর যদিও বা ৪০ কিমি দূর থেকে ডেকরেটরাস আসে। তখন মিছিলে যাতে কেউ গাড়ি ভাড়া না দেয়। তার প্রভাব খাটানো হয়। আবার অন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টার নামার পারমিশানও দেওয়া হয় না। এ সব কিছু করা যায় কারণ দলটা তো বিজেপি! ওরা সাম্প্রদায়িক দল। ওরা মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে। ওরা দাঙ্গা করে। ওরা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি। ওরা রায়কে নিয়ে মাতামাতি করে। হনুমানকে মাথায় নিয়ে নাচে। ওরা মানুষের রাজনীতি করে না। আমরা মা মাটি মানুষের রাজনীতি করি। ফলে আমাদের অধিকার আছে বিজেপিকে বাংলায় রাজনীতি না করতে দেওয়ার। ওসব মন্দিরের রাজনীতি গো–বলয়ে চলে। আমাদের রাজ্যে চলবে না।

দ্বিতীয় বার মোদী সরকার বিপুল ভোট জিতলে কি হবে পশ্চিম বঙ্গবাসী ওটাকে জয় মনে করে না। ওটা মানুষের ম্যানডেট নয়। ওটা ই ভি এম–এর কারসাজি। তা যদি না হয় তাহলে ভোটের আগে কী করে অমিত শা জানলো যে ৩০০'র বেশি সিট পাবে? মেশিন কিট করা ছিল তাই মিলে গেছে। পশ্চিমবঙ্গে ১৮টা সিট পেল। তা কি জনগণের ভোটে? টাকা দিয়ে ভোট কিনে নিয়েছে। কেন্দ্রীয় এজেন্সি দিয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করেছে। সিআরপিএফ–এর জওয়ানরা বিজেপিকে ভোট দিতে বলেছে।

মানুষ সাময়িক ভুল বুঝেছে।

এই বিষাক্ত রাজনৈতিক আবহাওয়ায় বিজেপিকে লড়াই করে একটু জমি দখল করতে হচ্ছে। আর আমাদের ঘরের ছেলেমেয়েরা যারা ছাত্র–যুব তারা আমাদের থেকে শিখছে যে বিজেপি ভদ্রলোকের দলই নয়। তাদের এমপি, মন্ত্রীদের যে একটা সামাজিক সম্মান আছে। তাদের যে একটা সাংবিধানিক অধিকার আছে এ কথা খুব সহজেই ভুলে যায় ছাত্রযুব সমাজ। তাই তারা ভাবল বাবুল সুপ্রিয় আসছে– ও কে? কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এমপি? তাতে কি হয়েছে বিজেপি করে আবার ভদ্রলোক নাকি? ও কে তো খুব সহজেই যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে পথ আটকে মারা যায়। এ রাজ্যে বিজেপিকে পেটালে পুলিশও কিছু বলবে না আর মুখ্যমন্ত্রী উলটে বাহবা দেবে। তাই এই বাহবা পাওয়ার ভাগীদারিতে ডান বাম ছাত্র ইউনিয়ন বাইরে থাকবে কেন? সকলে মিলে একজোটে বিজেপি নেতা দু চার ঘা দি দিল। কেউ চুল ধরে টানল। কেউ পাছায় লাথি মারল মনের সুখে। ছ'ঘন্টা আটকে রেখে বোঝাতে চাইল দেখ আমাদের ক্ষমতা।

সত্যিই প্রশাসনের কোনও মাথাব্যথা নেই। দিদি দিল্লিতে। বাবুলকে আটকেছে? প্রশাসন যাবে কেন? ওকে এবার ভোটে হারাবার জন্য শত চেষ্টা করেও হারাতে পারেনি। তাই তৃণমূলের মহাসচিব, শিক্ষামন্ত্রী মহাস্থবির হয়ে বসে রইলেন। অবশ্য কলেবরের ভারে নড়াচড়া করতে একটু বেশি সময়ই লাগে।

ভাগ্যিস সঙ্গে একজন শিরদাঁড়া সোজা মানুষ রাজ্যপাল হয়ে এসেছেন। তিনি তার কর্তব্য পালন করেছে। কিন্তু তাতেও আপত্তি রাজ্যপাল বিজেপির লোক হয়ে গেল বিজেপির এক নেতা, আর এক নেতাকে বাঁচাতে গেছে। মানুষের রায়ে যারা সাংবিধানিক পদে বসেছে তাদের হেয় করা মানে প্রকারান্তরে সংবিধানকেই অশ্রদ্ধা করা হচ্ছে। আর ভারতের কেন, পৃথিবীর সর্ববৃহৎ একটা দলকে গণতান্ত্রিক স্পেস না দেওয়ার ধারাবাহিক কালচারের ফলে মন্ত্রীকে কত সহজেই মারতে পারল একদল গুণ্ডা। অপরদিকে প্রশাসনের ক্রম উদাসীনতাই বজরং দল বা আরএসএস কর্মীদের লাঠি হাতে রাস্তায় নামতে বাধ্য করাচ্ছে। প্রশাসন নেই, পুলিশ নেই, র‍্যাফ নেই। উপাচার্য পুলিশ ডাকবেন না ছ–সাত ঘন্টা অতিবাহিত হয়ে গেছে– এই অবস্থায় দলীয় কর্মীরা কী করবে? যেখানে প্রশাসন ঠুঁটো সেখানে লাঠি হাতে তারা নামতে বাধ্য হন। বাড়াবাড়িও করে ফেলল। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরের ছাত্র আর বাইরের লাঠি হাতে গুন্ডারা সম দোষে দোষী নয়। কারণ একদল বিনা কারণে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর গায়ে হাত দিল– তাঁর অপমান কোনও দিন পূরণ হবার নয়। অন্য দিকে আরএসএসের লোকেরা তাদের মন্ত্রীকে বাঁচাতে রাস্তায় বাধ্য হয়ে নেমে ছিল। ছাত্রছাত্রীদের একারই শুধু উশৃঙ্খল হবার অধিকার যে নেই তা বোঝাতে। মনে রাখতে হবে গণতান্ত্রিক আচার আচরণ যেমন উদাহরণ হয়ে থাকে, ঠিক তার বিপরীতে প্রতিহিংসার ঘটনাও ভবিষ্যতের উদাহরণ হয়ে থাকে। সমাজ একটাকে গ্রহণ করবে আর একটাকে বাদ দেবে এটা ভুল চিন্তা। এই বাংলায় বাম আমলে মমতাকে সিঙ্গুরে যেতে বাধা দিলে গণতন্ত্রের পীঠস্থান বিধানসভা ভাঙচুর হয় নেত্রীর উপস্থিতিতে বিধায়কদের উৎসাহে। পুলিশের কাস্টডিতে এক এসএফআই–এর ছাত্র মৃত্যুকে কেন্দ্র করে দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর পথ আটকায় এসএফআই–এর ছাত্ররা। তারপর দিন বাংলায় সিপিএম–এর ১২০০ পার্টি অফিস ভাঙচুর হয় নয় তো দখল হয়ে যায়।

ফলে রাজনৈতিক ক্রিয়া কর্মের আগে ভাবা উচিত প্রতিক্রিয়ার অভিঘাত কি হতে পারে। বিজেপি যদি অন্যদলের নেতাদের পথ আটকাতে শুরু করে তবে মনে রাখতে হবে এই বঙ্গের কোনও রাজনৈতিক নেতারা বাঙলার বাইরে পা রাখতেই পারবে না। সে সাংগঠনিক ক্ষমতা এবং প্রশাসনিক ক্ষমতা তাদের আছে। গণতান্ত্রিক পথেই রাজনীতি করতে তারা অভ্যস্ত। শুধু মাত্র পশ্চিমবঙ্গের তাদের নীতি পাল্টাতে হয়। অনেকটা পরিবেশ পরিস্থিতি বাধ্য করে তাদের।

ধান কুটিলে চাল হয়, তুষ কুটিলে আভানা

অমিতাভ সেন

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বলেছিলেন, A government has no business in a business. উদ্যোগ চালাবেন উদ্যমী সৃষ্টিশীল নাগরিকবৃন্দ। সরকার পথ ঘাট বিদ্যুৎ ইনফ্রাস্ট্রাকচার–ব্যাঙ্ক লোন ইত্যাদি উপাদানগুলি সুলভ করবে। পৃথিবীর যত ডেভেলপড দেশ আছে– তাদের উন্নতির সোপান হচ্ছে এই ধরনের ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি। নেহরুর মাথায় চেপেছিল Socialistic Pattern of Society–র ভূত। যতদিন স্ট্যালিন ধরাধামে বিরাজ করছিলেন নেহরুকে এক মুহূর্তের জন্য সোভিয়েটে ঢুকতে দেননি। তাদের নকল করে ডিসিপ্লিন এর নামে লাইসেন্স– পারমিট চালু করে দিয়েছিলেন। এইভাবে ভারতীয় ইন্ডাস্ট্রিতে তথা সমাজ জীবনে দুর্নীতির বিষ ছড়িয়ে পড়লো। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদীজি যখন দেশের দায়িত্বভার নিলেন এক চরম দুর্নীতি বিদ্ধ অর্থনীতির চিত্র দেশবাসীর সামনে এলো। স্বাধীনতা প্রাপ্তি থেকে ২০০৪ পর্যন্ত বিতরিত ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণ ছিল ১৮ লক্ষ কোটি টাকা। ইউপিএ আমলের দশবছরে ঋণ দেওয়া হয়েছে ৫২ লক্ষ কোটি টাকা তার মধ্যে ১২ লক্ষ কোটি এনপিএ। বিজয় মালিয়া আগে ঋণ নিয়েছে এবং শোধও দিয়েছে। এবার যখন দেখলো অ্যাক্সিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার নিজেই তাকে bail out করার দায়িত্ব নিচ্ছেন এবং অর্থমন্ত্রী পি চিদাম্বরম ৫০০ কোটি ঋণ দিতে দেরী হচ্ছে বলে মুম্বাই স্টেট ব্যাঙ্কের জিএমকে চাকরি খেয়ে নেওয়ার ধমক দিচ্ছেন তখন কোন পাগল ঋণের টাকা ফেরৎ দেবে। চিদাম্বরম ২০০৬–০৭ সালে আয়কর রির্টানে এগ্রিকালচারাল ইনকাম দেখিয়েছেন ৭৭ কোটি টাকা। কীভাবে টাকা এলো। কপি ফলিয়েছেন বাড়ির ছাদে, ব্যালকনিতে। নিজের থাকার কোনও বাড়ি নেই, থাকতে হয় বছরে ৩৬ লক্ষ টাকা ভাড়া দেওয়া বাড়িতে যার মালকিন ওরই ধর্মপত্নী নলিনী। সুপ্রিয়া সুলের পিতাশ্রী ছিলেন ১০ বছর কৃষিমন্ত্রী পদে ওয়েল্ডিং হয়ে থাকা শরদ পাওয়ার। সুপ্রিয়া দশ বিঘে জমিতে কপি ফলিয়েছেন ১৩৩ কোটি টাকার এবং সেটা এক্সপোর্টও করেছে। বিল অফ এন্ট্রি, শিপিং বিল সব ঠিকঠাক আছে। শুধু যে জাহাজটা পণ্যবহন করেছে বা দেখানো হয়েছে সেটা গ্রীসে ডকইয়ার্ডে আটকে ছিল রিপেয়ার মেনটেন্যান্সের জন্য। এ যেন লালু প্রসাদের পশু খাদ্য কেলেংকারী– কাণ্ড। হরিয়ানা থেকে কোটি কোটি টাকার ফডার আনা হয়েছে– বাহক দু চাকার ল্যামব্রেটা।

এই কালো টাকা ভারতের অর্থনীতিকে ধ্বস্ত করেছে। মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট ২০১২ সালে নির্দেশ দিয়েছিলেন বিদেশের মাটিতে কালোটাকার উৎস খোঁজার জন্য সিট গঠন করতে হবে। অক্সফোর্ডের পিএইচডি অর্থনীতিবিদ মনমোহনের ক্ষমতায় তা কুলোয় নি। ২০১৪ সালে মোদী মন্ত্রীসভার প্রথমতম সিদ্ধান্ত সিট গঠন। তারপর বরিষ্ঠ উকিল অরুণ জেটলীজির একটার পর একটা বিধি সংশোধন। এতদিন ছিল টাকা ফাঁকি ধরা পড়লে প্রিন্সিপ্যল এসেসমেন্ট, ইনটারেস্ট, পেনালটি জমা দিলেই হয়ে যেতো। এখন টাকা জমা দেওয়ার পরও সাড়ে তিন বছর হবে রিগোরাস ইম্প্রিজনমেন্ট। অর্থাৎ এখন ডাইরেক্ট বা ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স ইভেসনের সঙ্গে ক্রিমিন্যালিটি ক্লজ জুড়ে দেওয়া হলো। এর সঙ্গেই এলো ইনসলভেনসি অ্যান্ড ব্যাংকপ্সি অ্যাক্ট। বিআইএফআর–কে পাল্টে ন্যাশনাল কোম্পানি লেইড ট্রাইবুনাল (এনসিএলটি) করা হয়েছে। ৬ লক্ষ ভুয়ো কোম্পানিকে অস্তিত্বহীন ঘোষণা করা হয়েছে। এই কোম্পানিগুলো এ ওকে সে তাকে চেক ইস্যু কতো এবং কোনও একটা জায়গায় ব্ল্যাক মানিকে ভাঙিয়ে সাদা করে নিতো (যাকে কাইট ফ্লাইং বলা হয়)। হেরালড পত্রিকা আর এন মুখার্জী রোডের সেল কোম্পানির মাধ্যমে কয়েক কোটি টাকা কামিয়ে নিয়েছে। এরপর রয়েছে অফ শোর নন ইওয়াই–এর দাপট। লণ্ডন, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর এই তিনটে রুটই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মানি লন্ডারিং অ্যাক্টকে আরও শক্ত করা গেছে। আর সবই হয়েছে সদ্যপ্রয়াত বন্ধুবর অরুন ব্রেটলির উদ্যোগে। এর এইখানেই পচা শামুকে পা কেটেছে অক্সব্রিজ শিক্ষিত তস্কর চূড়ামণি চিদাম্বরমএর। সিবিসি–এর যে নতুন বিল্ডিংটা চিদাম্বরম উদ্বোধন করেছিলেন সেখানেই তিনি এখন লপসি সাঁটাচ্ছেন। এখন তিহাড়ে আহার। একটা রাত প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী তথা প্রাক্তন হোম মিনিস্টার দাগী আসামীর মতো গা ঢাকা দিয়েছিলেন। তারপর প্রেস ডেকে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে প্যাথলজিক্যাল লায়ার বলেছেন। এইরকম সাংবিধানিক পদাধিকারীকে ব্যক্তিগত আক্রমণ ভালোমনে নেননি কংগ্রেস নেতা জয়ারাম রমেন এবং উকিল অভিষেক মনুসিংভী। পাঁচিল টপকে দুয়োর ভেঙে তাতে গ্রেপ্তার করতে হয়েছে! চুল্লু ভর পানিমে ডুবকে মরো চিদাম্বরম। অনেক অপরাধের মধ্যে একটার কথায় এখানে আলোকপাত করা যাক।

অর্থমন্ত্রকে ছয়জন মতো সেক্রেটারি ছিল। এর মধ্যে দুই মহাপ্রভু হচ্ছেন এডি সেক্রেটারি অশোক চাওলা এবং অরবিন্দ মায়ারাম। এরা সরকারি কর্মী হওয়া সত্ত্বেও ২০০৬ সালে সিকিউরিটি প্রিন্টিং অ্যান্ড মিটিং এজেন্সি নামে কোম্পানি খোলেন। এরা সেই কোম্পানির যথাক্রমে চেয়ারেম্যান এবং ডিরেক্টর ছিল। এরাই ব্ল্যাকলিস্টেড কোম্পানি (ব্রিটিশ) ভেলারুকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় এবং ৫০০ এবং এক হাজার টাকার নোট ছাপাবার বরাত পাইয়ে দেয়। ২০০৯–১০ সালে নেপাল সংলগ্ন বহু ব্যাঙ্কে একই নম্বরের অসংখ্য পিসপাওয়া যায় মোটা টাকার। প্রতিটি ব্যাঙ্ক প্রমান করে দেয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কই একই নম্বর ওয়ালা নোট তাদের সাপ্লাই করেছে যার উৎপাদক ব্রিটিশ কোম্পনি ভেলারু। কনট্রাক্ট বাতিল করা হয়। কিন্তু টাকা ছাপাবার কাগজ কালি সাপ্লাই করার বরাত চালু থাকে। পাকিস্তানে ছাপানো ৫০০/১০০০ টাকার নোট কাশ্মীরে পত্থরবাজদের মধ্যে বিতরণ করা হত। নেপাল, বাংলাদেশ, মালদা, কালিয়াচক রুট দিয়ে ভারত ভূখণ্ডে ঢুকতো। জঙ্গল পার্টি মাওবাদীদের বাড়বাড়ন্ত। পাকিস্তানে ১২ লক্ষ কোটি টাকার মোটা নোট রেডি ছিল। মোদীজির ডি মানিটাইজেসন সিদ্ধান্ত এই টাকার গুদামে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। পাঁচজন পাকিস্তানী পাঁচতলা থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে। এরা ছিল ব্রিটিশ কোম্পানি ভেলারুর পাকিস্তানী এজেন্ট। আমাদের বার্ষিক ইকোনমির সাইজ ২৮ লক্ষ কোটি টাকা। যদি ১২ লক্ষ কোটি টাকার বদরক্ত শরীরে ঢুকতো তবে দেশের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের কী হাল হতো সবাই অনুধাবন করতে পারছেন।

এক্ষেত্রে মোদীজির বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ডিমানিটাইজেসন হচ্ছে আনফেলিং প্যানসিয়া, যদিও তার কিঞ্চিৎ সাইড এফেক্ট রয়েছে। ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে ক্যাশ ডিলিং–এর একটা স্থান আছে। ১৩৫ কোটি জনসংখ্যাকে এ লহমায় প্লাস্টিক মানির আওতায় আনা যায় না। আমেরিকা অতো বড়ো দেশ, এত বিপুল সম্পদ। অথচ লোকসংখ্যা ২৮ কোটি। আর একা উত্তপ্রদেশে মা ষষ্ঠীর কৃপায় ৩২ কোটি। জনধন যোজনা প্রকল্পে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সংখ্যা ৩৮ কোটি। প্রতিটি ভারতীয় পরিবারকে ব্যাঙ্কের সঙ্গে জুড়বার চেষ্টা চলছে। যাবতীয় সরকারী লেনদেন অনলাইনে চলছে।

ব্ল্যামমানি বলা যায়। বাকি ২০ টাকা পুরোটাই পাকিস্তানী জাল বদরক্ত। রিমানিটাইজেশন যখন করা হলো ৬০ টাকা সঙ্গে সঙ্গে ভর পাই হল। ২০ টাকা এলো ডিজিট্যাল সিস্টেমে। বাকি ২০ জালি টাকার ভূত পূর্ব গ্রেহরিয়ার লিক্যুইডিটি পূরণ করার জন্য ৭০ হাজার কোটি টাকা নির্মলাজি ব্যাঙ্কিং সিস্টেমে ঢেলেছেন।

ডেবিট কার্ড, এটিএম কার্ডের ব্যবহার অনেক বেড়েছে। যদি মোট অর্থনীতির পরিমান ১০০ টাকা হলে ৬০ টাকা ছিল ব্যাঙ্কের আওতায়, ২০ টাকার ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ ছিল না। রিয়েল এস্টেট ইত্যাদি সমাজ এই অংশ থেকে কোনো ট্যাক্স বেনিফিট পেত না। অতএব ভেজাল। ব্ল্যামমানি বলা যায়। বাকি ২০ টাকা পুরোটাই পাকিস্তানী জাল বদরক্ত। ডিমানিটাইজেশন যখন করা হলো ৬০ টাকা সঙ্গে সঙ্গে ভর পাই হল। ২০ টাকা এলো ডিজিট্যাল সিস্টেমে। বাকি ২০ জালি টাকার ভূত পূর্ব গ্রেহরিয়ার লিক্যুইডিটি পূরণ করার জন্য ৭০ হাজার কোটি টাকা নির্মলাজি ব্যাঙ্কিং সিস্টেমে ঢেলেছেন। তার আগে সকল NBFC গুলোকে শুধু SEBI নয় RBI এর সরাসরি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। বলা হচ্ছে ৫০০/১০০০ নোটের ৯৯% জমা পড়ে গেছে। এটাতো গিনতি নোটের সংখ্যা। এর কোয়ালিটেটিভ সার্টিফিকেশন কে করবে? আব্দুল করিম তেলগী জাতীয় সংগ্রেসের কেরল শাখার সম্পাদক। কোর্টে প্রমাণ হয়েছিল তিনি দেড়লক্ষ কোটি টাকা স্ট্যাম্প ঘোটালার কিং পিন, বড়ো গিন্নী সোনিয়ার করিবী। মাননীয় সুপ্রিম কোর্টে সমস্ত জালি স্ট্যাম্প পেপারকে স্বীকার করে নিয়েছেন। কেননা রিয়েল এস্টেট যারা কিনেছিলেন তাদের টাকা ছিল জেনুইন। এই দেড় লক্ষ কোটি টাকা মৎ কথিত ২০% জালি রক্তের ক্ষুদ্রাংশ। এই জালি স্ট্যাম্প পেপার বিয়ন্ড ডাউট আইডেনটিফাই করতে নাসিক প্রেসের তিনবছর সময় লেগেছিল। আচ্ছা চিদাম্বরমের এত অপকাণ্ডের সময় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর ছিলেন কে জানো? রঘুরামরাজন। ইনিও কি জানতেন না। একই নম্বরের বহু মোটা নোট সাপ্লাই হয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকেই। ইনিই ন্যাশনালাইজড ব্যাঙ্কগুলোতে আরবিআই–এর এক্সটারন্যাল অডিট বন্ধ করে দিয়েছিলেন। রাজনের রাজপাট খতম হতেই আবার যখন আরবিআই অডিট শুরু হলো প্রথম দফাতেই ৭৩ জন ঋণ খেলাপীর দেখা মিলল। তাহলে রঘু এটা বন্ধ করেছিল কার অঙ্গুলি হেলনে? এই আঙুলের মালকিন কি তিনিই যার অনুগত এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টর (ইডি) মরিসাশএর বার্কলে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সীজ করতে একরাত দেরি করলো। আর সেই মওকায় ৮০ কোটি পাউন্ড ভো করে দিল। বিরোধীরা বলে ঋণ খেলাপীরা মোদীর নাকের সামনে দিয়ে পালালো। চোর চুরি করে বমাল কাঁধে নিয়ে পাঁচিলের ওপর বসে থাকবে নাকি? এতো প্রসন্ন গোয়ালিনীর দুধের কেঁড়ে চুরি যাওয়ার মামলা নয়, আর চোরও রামাকায়েত হাশেম শেখ নয়। তার ওপর জেটলী সাহেবের মতন দুঁদে উকিল বিশ্বজোড়া এমন ফাঁদ পেতেছেন যে বিজয় মাল্য বলছে আমি ৯ হাজার কোটি টাকা নিয়ে হাঁটা দিয়েছিলাম। চায়ের দোকানিপুত্র আমার সাড়ে তেরো হাজার কোটি টাকা উসুল করে নিয়েছে।

এই আকাশ ছুঁইছুঁই দুর্নীতির একটা ক্যাসকেডিং এফেক্ট অর্থনীতির ওপর পড়েছে। এর সঙ্গে রয়েছে আমেরিকা চিন বাণিজ্য যুদ্ধের এর একটা টানাপোড়েন। আজ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার দৌলতে অর্থনীতি কোনো দেশের বাউন্ডারির মধ্যে বাউন্ডেড নয়। বিশ্ব অর্থনীতিতে যে মন্দা চলছে, তার ধাক্কা ভারতবর্ষ ২০০৮–০৯ এও এড়াতে পারেনি।

কিন্তু আজও ভারতের অর্থনীতি অন্য সকল দেশের তুলনায় শীর্ষে রয়েছে। ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত চিনের অর্থনীতি ভারতের পেছনে ছিল। চিন যেদিন থেকে বাজার অর্থনীতির পথে হাঁটলো, দেশের সব মন্দির এর হাজার হাজার বছর সঞ্চিত দান ধনসামগ্রী রিপাবলিকের অধিকারে নিয়ে এলো। সব থেকে লাভ পেলো তিব্বতী মনেস্ট্রির সোনা আর মাটির নীচের সবচেয়ে হালকা ধাতু লিথিয়াম থেকে। ভারতে সকল রিলিজিয়ম ইনস্টিটিসন ইনডিপেনডেনটলি সমাজসেবা করে। সরকার থাবা বসায় না। চিনে শ্রমিকদের কোনো সোস্যাল সিকিউরিটি নেই, ন্যুনতম মজুরি নেই। নেই কোয়ালিটি কন্ট্রোল। যতো বার্বি ডল এক্সপোর্ট করেছিল সবার মধ্যে ছিল হাসপাতালে ব্যবহার করা রক্তমাখা গজ তুলো। আমাদের মন্দিরে যে ধূপকাঠি ব্যবহার করা তার মধ্যে এমন কাঠের গুঁড়ো থাকে যে লাং–ক্যানসার হয়। তার ওপর ক্রমাগত দাম কমিয়ে রপ্তানি বাড়িয়েই চলেছে। ডয়েশ ব্যাঙ্কের ইকোনমি ১৩ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। সেই ব্যাঙ্কও তার ব্যবসা বন্ধ করে দিচ্ছে। তার কারণ বিশ্ব ব্যবসার রূপরেখা পাল্টাচ্ছে। রেমিংটন র‍্যান্ড কোম্পানির টাইপ মেশিন আর কম্পিউটর কীবোর্ড এক ডিজাইন এর। ৭৬ সাল থেকে ফোর্থ জেনারেশন ডিজিটাল সিস্টেমের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারল না বলে উঠে গেল। এটাই পলিসি হওয়া উচিত। বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো/সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো। মোদীজি সেই কাজটাই করে যাচ্ছেন। নির্বাচন পরবর্তী আর্থিক সংকট আমরা কাটিয়ে উঠবই। রহু ধৈর্যম্! রহু ধৈর্যম্!!

বীরভূমে জোড়া বিস্ফোরণ

অভীক মিত্র : ২০ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় গাংপুর গ্রামে বিস্ফোরণে বিজেপি কর্মী বাবলু মন্ডলের বাড়ির টিন উড়ে গিয়ে ১৫০–২০০ মিটার দূরে পড়ে। বাবলু বিক্ষুদ্ধ তৃণমূলকর্মী দাবি বিজেপির। ১৭ই সেপ্টেম্বর দুপুরে খোঁয়াজমহম্মদপুর গ্রামে বিস্ফোরণে ভাঙলো তৃণমূলকর্মী শেখ নবীরের কংক্রিটের বাড়ি। জখম হয় এক ছাত্রী সহ দুইজন। গাংপুর বিস্ফোরণে গ্রেপ্তার মৃত্যুঞ্জয় ও নিরঞ্জন মন্ডল। ২১শে সেপ্টেম্বর দুবরাজপুর আদালত ধৃতদের চারদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেয়। খোঁয়াজমহম্মদপুর বিস্ফোরণে গ্রেপ্তার শেখ জুবান,শেখ জুবুন মহম্মদ। ২৩শে সেপ্টেম্বর দুবরাজপুর আদালত ধৃতদের তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেয়।

বোমা বিস্ফোরক উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২৩ সেপ্টেম্বর বারাবন জঙ্গল থেকে তিরিশটি বোমা,১৭ই সেপ্টেম্বর চারকলগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঝোপ থেকে চল্লিশটি বোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ। হাতিয়া গ্রামের ক্লাব থেকে বারোকেজি বোমা তৈরির মশলাসমেত ক্লাব সম্পাদক অসিত বাগ্দীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সাহাপুর গ্রামে বন্দুক দেখিয়ে ভয় দেখানোর অভিযোগে তৃণমূল নেতা হরি দাসকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

টোটো লরি সংঘর্ষে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২২ সেপ্টেম্বর গোপালপুরে পাথরবোঝাই লরির চাকাতে হাওয়া দিতে গিয়ে চালক আবু শেখের মুখের অর্ধেকাংশ উড়ে যায়। বর্ধমান হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ১৯শে সেপ্টেম্বর ছাতমা গ্রামে লরি টোটো সংঘর্ষে মারা যায় টোটোচালক সহিদুল শেখ। জখম তিনজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রামপুরহাট চামড়াগুদাম মোড়ে একটি লরি চারটি বাড়িতে ঢুকে গেলে মারা যায় চারমাসের দীপ দাস। জখমরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তার মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। স্থানীয়রা লরির মালিক,খালাসী,চালককে গণপিটুনি দিয়ে ক্ষতিপূরণের দাবিতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। জিতপুরে লরির নীচে চাপা পরে মারা যায় খালাসী হিরণ শেখ। বাড়ি ধিতোড়া গ্রামে। লরিতে আগুন ধরিয়ে দেয় উত্তেজিত জনতা। রামপুরহাট মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। চায়না ভ্যানে আত্মীয়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যোগ দিতে যাবার সময় কার্তিকচুংড়ির কাছে চায়না ভ্যান কালভার্টে ধাক্কা মেরে উল্টে গিয়ে মারা যায় আজমীরা বিবি। বাড়ি নতুনগ্রাম। জখম পাঁচজন রামপুরহাট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় আজমীরার কন্যা আরিনা খাতুন বর্ধমানে চিকিৎসাধীন।

ট্রেন থেকে পড়ে মৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি: লোহাপুর স্টেশনে বর্ধমানগামী আজিমগঞ্জ ইএমইউ থেকে চলন্তাবস্থায় নামতে গিয়ে পরে মৃত্য হলো এক অঞ্জাতপরিচয় ব্যাক্তির। পরনে ছিলো পাঞ্জাবী লুঙ্গি। হিয়াতনগর চেম্বার থেকে বর্ধমান ফেরার মুরারই স্টেশনে সাহিবগঞ্জ–বর্ধমান লোকালে চাপেন বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের মেডিসিন বিভাগের প্রফেসার ডা: প্রদীপ দত্ত। স্বাধীনপুর স্টেশনে ট্রেনটিকে দাঁড় করিয়ে শিয়ালদহগামী গৌড় এক্সপ্রেস থ্রপাশ করছিলো। চলন্ত গৌড় এক্সপ্রেসে চাপতে গিয়ে পরে গেলে স্থানীয়রা উদ্ধার করে রামপুরহাট হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত্যু হয় চিকিৎসকের। বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার রানীপুর গ্রামে। স্ত্রী মৌমিতা সরকার দত্ত বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক। দুইবছরের সন্তান আছে। গদাধরপুর স্টেশনে আপ গয়া প্যাসেঞ্জার থেকে পরে মারা যায় ঝাড়খন্ডের বিরটিরি গ্রামের সাইদুল ইসলাম।

দক্ষিণে বেহাল রাস্তা

প্রথম পাতার পর

ক্যানিং মহকুমার গুরুত্বপূর্ণ স্থান হল ক্যানিং বাসস্ট্যান্ড। একটু জল হলেই জায়গায় জায়গায় জল জমে পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে ওঠে। এখানে সাধারণ মানুষ বিক্ষোভও দেখিয়েছে। তবুও প্রশাসন নির্বিকার। এলাকার মানুষ ক্যানিং বাসস্ট্যান্ড সংস্কারের জন্য রেলকেও চিঠি দিয়েছে। এলাকার মানুষদের দাবি সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার ক্যানিং বাসস্ট্যান্ডকে দ্রুত সংস্কার করা হোক। বারুইপুর মহকুমার অন্তর্গত কামালগাজী থেকে সোনারপুর স্টেশন পর্যন্ত সাড়ে তিন কিলোমিটার রাস্তার বেহাল অবস্থা। এই রাস্তায় অটো চালকরা ২ টাকা বেশি ভাড়া দাবি করছে। এই রাস্তার সংস্কার একান্তই দরকার। এছাড়াও ১১৭ নম্বর ডায়মন্ড হারবার জাতীয় সড়কের বিভিন্ন জায়গায় জলের লাইনের কাজ, মেট্রো রেলের কাজের জন্যও মানুষকেও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। ডায়মন্ড হারবার জাতীয় সড়কের ভাঙনের পর, এখনও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি। জেলা পূর্ত দফতরের এক আধিকারিক জানালেন অধিকাংশ জায়গাতেই প্যাচ ওয়ার্কের কাজ চলছে। কয়েকটি জায়গায় দ্রুত সংস্কার শুরু হবে।

পুজোর উপহার নিয়ে বাঘে আক্রান্ত পরিবারের পাশে গ্রিন কোদালিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাঙালির সব চেয়ে বড়ো উৎসব দুর্গাপুজো। এই পুজো অনুষ্ঠানে আনন্দে মেতে ওঠে গ্রাম বাংলার মানুষ। সারা বছরের সুখ দুঃখের সংসার বহন করে মানুষরা পুজোর কয়েকটা দিন ঠাকুর দেখতে বেরোয়। সুন্দরবনের ঝড়খালির বাঘে আক্রান্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ালো গ্রিন কোদালিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ও রোটারি ক্লাবের সদস্যরা। গত রবিবার, ২২শে সেপ্টেম্বর হেড়োভাঙা বিদ্যাসাগর উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে ৭০জন বিধবা মহিলাদের শারদ উপহার হিসাবে শাড়ি তুলে দেওয়া হোল রোটারি ক্লাব ও গ্রিন কোদালিয়া ওয়ালফেয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে। এছাড়া বহু দূর থেকে আসা মহিলাদের টিফিন দেওয়া হয়।

শুধু তাই নয় প্রত্যেককে শাড়ির সঙ্গে পেটিকোট দেওয়া হয়। এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে ঝড়খালি সবুজ বাহিনী। সেদিন ঝড়খালী সবুজ বাহিনীর পক্ষ থেকে তাল গাছের বীজ বপন করা হয় বাঁধের পাশে। প্রত্যেক মহিলারা খুশি হয়ে আশীর্বাদ করে গ্রিন কোদালিয়া ওয়ালফেয়ার সোসাইটির সভাপতি সুকুমার মাইতি ও রোটারি ক্লাবের সদস্যা চিত্রলেখা ঘোষ ও অন্যান্য সদস্যদের। গ্রিন কোদালিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার জানান, এই ভাবে আমরা দুঃস্থ মানুষের পাশে থেকে উপকার করে যাবো এটাই আমাদের উদ্দেশ্য।এক ব্যাঘ্র আক্রান্ত পরিবার বলেন, আমরা সরকার থেকে কোনো কিছু সাহায্য পাইনি , আমরা সরকারের থেকে বঞ্চিত। চোখের জল মুছতে দেখা যায়। গ্রিন কোদালিয়া ও রোটারির পক্ষ থেকে আগামী দিনে দুঃস্থদের জন্য অন্যান্য প্রজেক্ট করার কথা ভাবনা চিন্তা করা হচ্ছে।

সস্তা সাজের ধাক্কাতেও অদম্য

প্রথম পাতার পর

বনকাপাসির বাজার এলাকার বাসিন্দা আশিসবাবুরা বংশ পরম্পরায় শোলাশিল্পের ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছেন। আশিস মালাকারের বাবা, মা ছিলেন ভারত বিখ্যাত শোলাশিল্পী। আশিসবাবু নিজেও রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আমন্ত্রণে তিনি তাঁর অসাধারণ সব কাজ নিয়ে গিয়ে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। আজও তাঁর সেই ধারা অব্যাহত। যেকারণে বনকাপাসির শোলাশিল্পের ঐতিহ্যের সঙ্গে আশিস মালাকারদের পরিবারের নাম একইসঙ্গে উচ্চারিত হয়।

দিনকয়েক পরেই দুর্গাপুজো। এখন বনকাপাসির ঘরে ঘরে প্রতিমা ও মণ্ডপের জন্য সাজসজ্জা তৈরির ব্যস্ততা তুঙ্গে। সকলের এই ব্যস্ততার সঙ্গেই একসময় জড়িয়ে থাকত বাংলার শোলাশিল্পের ঐতিহ্যকে রক্ষা করার একটা তাগিদ। কিন্তু, নানান পরিস্থিতিতে যা বর্তমানে অনেকখানিই ম্লান। ব্যস্ত শিল্পী আশিস মালাকার বৃহস্পতিবার দুপুরে নিজের বাড়িতে কাজ করতে করতেই আলিপুর বার্তাকে জানালেন বনকাপাসির ঐতিহ্যবাহী শোলা শিল্পের বর্তমান পরিস্থিতির কথা। তিনি বলেন, গতবছরের তুলনায় এবার চারগুণ বেশি দামে শোলা কিনতে হচ্ছে। তার ওপর অন্যান্য উপকরণের দাম যেমন চড়া পাশাপাশি কর্মীদের মজুরিও বাড়াতে হয়েছে। ফলে সাজের বিক্রিদাম অতন্ত্য বেশি পড়ায় সাধারণ ক্রেতারা উৎসাহ হারাচ্ছেন। যেকারণে গতানুগতিক শোলা শিল্পের কাজ করে এখন লাভের মুখ দেখা কঠিন বলে অনেকেই শোলার বিকল্প সাজসজ্জা তৈরির দিকে ঝুঁকছেন। শোলার সঙ্গে রাংতা, রঙিন জড়ি, সুতো, কাগজ প্রভৃতি উপকরণে তৈরি হচ্ছে প্রতিমার সাজসজ্জা। এগুলি দামে অনেকটাই সস্তা হওয়ায় বাজারে চাহিদা তুঙ্গে এবং শিল্পীরা আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন।

কিন্তু, এতে বনকাপাসির শোলাশিল্পের ঐতিহ্যকে ধরে রাখা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ছে। তবে, এই কোণঠাসা পরিস্থিতিতেও আমি শোলাকেই আঁকড়ে বিকল্পপথে ঐতিহ্যকে ধরে রাখার একটা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমি কলমকারী, মধুবনী পেইন্টিংয়ের কাজ সহ বিভিন্ন ধরনের শো–পিস, মডেল, মূর্তি প্রভৃতি তৈরি করছি।এসবই শোলা দিয়ে তৈরি হচ্ছে। এবার আমার একটি কাজ শোভা পাবে হুগলির ভাণ্ডারহাটির রজত চৌধুরীদের বাড়ির পুজোর দুর্গাপ্রতিমা ও মণ্ডপসজ্জায়। পুরো কাজটির আর্থিক মূল্য দেড় লক্ষ টাকা। এছাড়া শোলার তৈরি গৃহসজ্জার নানাবিধ উপকরণের বরাত রয়েছে। একটি দুর্গামূর্তি মুম্বইয়ের একটি শো–রুমে যাবে। বর্তমানে বিকল্প সস্তা সাজসজ্জার ধাক্কায় আমার আগের তুলনায় রোজগার অনেটাই কমেছে। তবুও আমি নতুন নতুন কাজের মধ্য দিয়ে বাংলার ঐতিহ্যবাহী বনকাপাসির শোলাশিল্পকে রক্ষা করার চেষ্টা চালিয়ে যাব।

ছবি: বনকাপাসির ঐতিহ্যবাহী শোলাশিল্প কর্ম তৈরির ব্যস্ততা।

শিকেয় একশো দিনের কাজ

প্রথম পাতার পর

বিধানসভায় পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় অভিযোগ করেছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একশো দিনের প্রকল্পে বকেয়া রয়েছে প্রায় ৪০০ কোটি টাকা। কিন্তু, যা কড়াকড়ি হয়েছে, তাতে আর শ্রমিক পাওয়া যাবে না। তৃণমূলের বক্তব্য, একশো দিনের কাজে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে। এ রাজ্যে প্রায় ৫২ লক্ষ পরিবার এই কাজে যুক্ত। এজন্যেই একদিনের যে কাজ করা অসম্ভব, তার লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে বিজেপির বক্তব্য, একশো দিনের কাজ থেকে যাতে কেউ কাটমানি খেতে না পারে, তার জন্যেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কেননা, আগে পঞ্চায়েতের নেতারাই ভুয়ো মাস্টার রোল দেখি টাকা তুলে নিতেন। তা আটকাতেই কেন্দ্রের এহেন কড়াকড়ি। রাজ্য জুড়ে এই তরজা চলছে বিজেপি বনাম তৃণমূল। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি কৃষ্ণ গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এই জেলায় একশো দিনের কাজ যারা করেছে, তারা এখনও বকেয়া টাকা পায়নি। কেন্দ্র এখনও তাদের টাকা পাঠায়নি। ফলে এই জেলায় এই প্রকল্পের কাজ এখন বন্ধ।' এই জেলা পরিষদের ক্ষুদ্র শিল্প, বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত স্থায়ী সমিতি কর্মাধ্যক্ষ প্রবীর ঘোষ বলেন, 'একশো দিনের কাজের স্রষ্টা মহাত্মা গান্ধি। তাই এই প্রকল্পের নামকরণ হয় মহাত্মা গান্ধি কর্ম নিশ্চয়তা প্রকল্প। বিভিন্ন প্রান্তিক জেলা বা শুষ্ক জেলায় অনাবাদী জমি বেশি হওয়ার কারণে গ্রামের গরিব মানুষ বা অর্থনৈতিক অনগ্রসর মানুষরা যাতে দু'বেলা দু'মুঠো খাবার সংস্থান পান তার জন্যে এই প্রকল্পের সূচনা হয় কংগ্রেস সরকারের আমলে। বিভিন্ন গ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় নিকাশি ব্যবস্থা, জলাশয় খনন, খাল খনন, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি এই প্রকল্পের কাজের সুফল। কিন্তু বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের বেশ কিছু নির্দেশিকার কড়াকড়িতে ও নতুন নতুন পদ্ধতি প্রণয়নে এই প্রকল্প আজ বন্ধের মুখে।'

হাসপাতালে নিয়োগ নিয়ে সমস্যা

প্রথম পাতার পর

এদের মধ্যে একজনও এমন নেই, যিনি কোচবিহারের বাসিন্দা কিংবা এই হাসপাতালে অস্থায়ী সাফাই কর্মী। এ বিষয়ে বারবার কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও তাদের কথায় কর্ণপাত করেনি মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ। যথারীতি সোমবার এই নিয়োগের পরীক্ষার দিন ধার্য হয়। এই পরিস্থিতিতে তাই বাধ্য হয়েই আন্দোলনে নেমেছেন তারা। এদিন তারা হুঁশিয়ারি দেন, সংশ্লিষ্ট এই ৮টি স্থায়ী পদে নিয়োগ করতে হবে দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতালে অস্থায়ী সাফাই কর্মী হিসেবে কর্মরতদের মধ্য থেকে। তা না হলে তারা কিছুতেই এই নিয়োগ পরীক্ষা করতে দেবেন না। এই নিয়োগের ক্ষেত্রেও কাটমানি খেয়েছেন এই মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের কর্তাব্যক্তিরা বলে এদিন অভিযোগ তোলেন এই আন্দোলনকারী দলিত মানুষেরা।

এদিন সংশ্লিষ্ট দাবির পাশাপাশি কোচবিহার জেলার বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে অস্থায়ীভাবে কর্মরত সাফাই কর্মীদের প্রায় ১০ বছর যাবৎ প্রভিডেন্ট এর টাকা নির্দিষ্ট স্থানে জমা পড়ছে না। এ নিয়ে চরম দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে বলে জানান আন্দোলনকারীরা। তারা আরও জানান এরপর থেকে কোচবিহার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের স্থায়ী সাফাই কর্মীদের কোনও কাজে সহযোগিতা করবেন না অস্থায়ী সাফাই কর্মীরা। এদিন এই মর্মে কোচবিহার সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি কে স্মারকলিপি দেয় নর্থ বেঙ্গল বাঁসফোর অ্যান্ড হরিজন অর্গানাইজেশন। এই আন্দোলনের চাপে পড়ে এই নিয়োগ এর পরীক্ষা বাতিল করে দেওয়া হয় বলে এদিন বিকেলে জানান কোচবিহার সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি তারা লিখিতভাবে স্বাস্থ্য ভবনকে জানিয়েছেন। সেখান থেকে নির্দেশ আসার পর পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে জানান তারা।

উত্তরের আঙিনায়

বৌদ্ধ ধর্মালম্বীদের মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশি বৌদ্ধধর্মালম্বী বসবাস করলেও তারা বিভিন্ন সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত।রবিবার বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার দাবিতে শিলিগুড়িতে এক মিছিল করল অল ইন্ডিয়া বুদ্ধিষ্ট ফোরাম।সাত দফা দাবির ভিত্তিতে এদিন তারা এই মিছিল করে।মূলত তাদের দাবিগুলি হল।জাতীয় সড়ককে গৌতম বুদ্ধের নাম সংযুক্ত করতে হবে।বুদ্ধিষ্ট ছাত্র ছাত্রীরা পড়াশোনার বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত।তাদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে হবে।উত্তরবঙ্গে সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিষ্টরা বসবাস করলেও সরকারি সমস্ত সুবিধা দিতে হবে।এছাড়াও বিভিন্ন দাবি তারা জানায় এদিনের মিছিল থেকে।

সাফল্যের উদাহরণ বিশ্বজিৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: মাইক্রোগোল্ড –এর জগতে এক অনন্য নাম কোচবিহারের বি পোদ্দার মাইক্রো গোল্ড। যার কর্ণধার বিশ্বজিৎ পোদ্দার। ছোট একটি চারা গাছ কিভাবে মহীরুহে পরিণত হয়, তার উজ্জ্বল উদাহরণ তিনি। ২০০৭ সালে মাত্র ৫০ হাজার টাকাকে পুঁজি করে এই ব্যবসায় পথ চলা শুরু করেন তিনি। সে সময় তার কর্মচারির সংখ্যা ছিল মাত্র ৩ জন। এরপর ২০১০ সালে পি এন ই জি পি স্কিমে ডিস্ট্রিক্ট ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট লোন হিসাবে ৫ লক্ষ ২০ হাজার টাকা পান তিনি এবং তারপর নয়া প্রযুক্তির ব্যবহার করে এই মাইক্রোগোল্ডের গহনা উদ্ভাবনে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেন তিনি।

তার বাবা নদিয়া জেলায় স্বর্ণ ব্যবসার সাথে যুক্ত ছিলেন। তখন থেকেই গহনার প্রতি আকর্ষণ ছিল বিশ্বজিৎ পোদ্দারের। ২০১৬ সালের ১৮ অক্টোবর ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অনন্য অবদানের জন্য রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে ভূষিত হন মাইক্রোগোল্ড গহনার জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী কোচবিহার জেলার গর্ব বিশ্বজিৎ পোদ্দার। লুধিয়ানায় প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদির হাত থেকে এই পুরস্কার গ্রহণ করেন। বর্তমানে বিভিন্ন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে এই মাইক্রো গোল্ড শিল্পে নতুন প্রজন্মকে যুক্ত করবার চেষ্টায় সচেষ্ট হয়েছে বিশ্বজিৎ পোদ্দার। মাত্র ৩ জন কর্মচারী নিয়ে শুরু করা তার এই মাইক্রো গোল্ড গহনার ব্যবসায় এই মুহূর্তে নিযোজিত রয়েছেন শতাধিক কর্মী। এই বি পোদ্দার মাইক্রো গোল্ড সংস্থার রয়েছে ১৬ টি শাখা এবং ৪০টি ফ্র্যাঞ্চাইজি। শুধু কোচবিহার বা পশ্চিমবঙ্গ বা দেশের বিভিন্ন অংশেই নয়, দেশের বাইরে নেপাল, ভুটান এবং বাংলাদেশে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত রপ্তানি হচ্ছে বি পোদ্দার মাইক্রো গোল্ড এর প্রস্তুত করা গহনা। আগামী দিনে অন্যান্য দেশেও এই গয়না রপ্তানির পদক্ষেপ নিচ্ছেন তিনি। আগামী দিনে ঘরে বসে এই ক্ষুদ্র শিল্পের কাজে বিভিন্ন অংশের মানুষকে যুক্ত করে তাদের বেকারত্ব ঘোচানোর এক নতুন পথের দিশা দেখাচ্ছে কোচবিহার বি পোদ্দার মাইক্রো গোল্ড।

দুষ্কৃতী গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার এক। ধৃতের নাম ফুরফা তামাং, বাড়ি অরুনাচল প্রদেশ। ভারত নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি থেকে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গতকাল এনজেপি থানার পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। ধৃতের হেফাজত থেকে একটি স্কুটি উদ্ধার হয়। ধৃত অভিযুক্ত কে সোমবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়।

রক্তদান ও গাছ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: রক্ত দিলেই মিলবে গাছ। লাইন্স ক্লাব উন্নতির সহযোগিতায় শিলিগুড়ি ক্রিকেট লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এই অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। শনিবার শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের হলঘরে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।জানা গেছে, এদিন রক্তদান শিবিরে রক্তদান করেছে প্রায় ৩০জন ক্রিকেট খেলোয়াড়। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শিলিগুড়ি ক্রিকেট লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তা মনোজ ভার্মা বলেন, পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে যারা রক্তদান করছে তাদের হাতে একটি করে চারাগাছ তুলে দেওয়া হয়।

BBIT Public School

(Nursery to Class XII, CBSE Affiliated, English Medium School)
(Established in April, 2014)

Admission open for 2019–20 session from Nursery to Class XI

ARTS, COMMERCE & SCIENCE
2020–2021

Commence from September, 2019

Enquiry : Mob : 8420116666/8420123333/9831168582

E-mail : school@bbit.edu.in
Budge Budge, Kolkata – 700137

Jagannath Gupta Institute of Medical Sciences & Hospital (JIMSH)

JIMS Hospital

* 24×7 Dialysis
* 24×7 ICU/ICCU/NICU/PICU/HDU/SICU
* 24×7 Emergency
* 24×7 Pharmacy
* 24×7 Blood Bank
* 24×7 Laboratory & Radiology
* 24×7 Sr. RMO (Including Gyne & Pediatrician)
* 24×7 Ambulance AC General Ward @ 350/- only

Mob : 9903396230

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

সৌজন্যে

মেডিকেয়ার নার্সিং হোম
স্বাস্থ্যসাথী মান্যতা প্রাপ্ত হাসপাতাল

* এখানে স্বাস্থ্যসাথী ও স্বাস্থ্যবীমা কার্ডের মাধ্যমে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও অপারেশনের সুব্যবস্থা আছে।
প্রোঃ – ডাঃ এম. রহমান (বড়দা)

* মানবিকতা ও সেবাই আমাদের মূল আদর্শ*
ডোঙাড়িয়া মোড়, নোদাখালী,
দক্ষিণ ২৪ পরগনা

: যোগাযোগ :
২৪৭০–০৭৮৫/ ৯৮৩০৭১৭৭৮৬/
৯৪৩৩৭১৭৭৮৬

* আমাদের কোনো শাখা নেই *

মহানগরে

জলাধার বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ও দক্ষিণ–পশ্চিম কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকায় পরিস্রুত পানীয় জলের চাহিদা মেটাতে চলতি সেপ্টেম্বর মাসে একটি নয় তিনটি জলাধার ও বুস্টার পাম্পিং স্টেশনের ক্ষমতা বাড়ানো হল। গত ১২ সেপ্টেম্বর পাটুলি বুস্টার পাম্পিং স্টেশনে অতিরিক্ত ১০ লক্ষ গ্যালন ক্ষমতা সম্পন্ন আংশিক ভূগর্ভস্থ জলাধারও ৭ লক্ষ গ্যালন ক্ষমতাসম্পন্ন উত্তোলিত

(ওভারহেড) জলাধার নির্মাণের উদ্বোধন করলেন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম প্রায় ৮ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত জলাধারে এদিন জল ভরা শুরু হয়। উপকৃত হবেন ১০০–১০১ ও ১১০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। গত ২০ সেপ্টেম্বর পূর্ব বেহালার ১১৬ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত সিরিটি বুস্টার পাম্পিং স্টেশনে অতিরিক্ত ১৪ লক্ষ লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন আংশিক ভূগর্ভস্থ জলাধার এবং পাম্পিং স্টেশন নির্মাণের মাধ্যমে ১১৬ ও ১২১ নম্বর ওয়ার্ডের পানীয় জল পরিষেবা বৃদ্ধিকরণ করলেন জল সরবরাহ দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। এই প্রকল্পে মোট প্রায় তিন কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। এর ফলে এই দুই ওয়ার্ডের কয়েক হাজার বাসিন্দা পানীয় জল যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবেন। পরের দিন গত ২১ সেপ্টেম্বর ৮২ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত চেতলা হাট বুস্টার পাম্পিং স্টেশনে ৭ লক্ষ লিটার জলধারণের ক্ষমতাসম্পন্ন আংশিক ভূগর্ভস্থ জলাধার এবং পাম্পিং স্টেশন চালু হল। এই জলাধারের ফলে দক্ষিণ কলকাতার চেতলা আলিপুর এলাকার ৭৪ এবং ৮২ নম্বর ওয়ার্ডের কয়েক হাজার বাসিন্দা উপকৃত হবেন। পুর সূত্রে খবর, এই প্রকল্পে মোট ব্যয় হয়েছে প্রায় দেড় কোটি টাকা। প্রসঙ্গত, মূলত জায়গার অভাবে কলকাতায় অনেকগুলি ক্যাপসুল বুস্টিং পাম্পিং স্টেশন নির্মিত হয়েছে। আগামী দিনে আরও কয়েকটি হবে।

রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের লেখা গান গড়িয়াহাট হিন্দুস্থান ক্লাবের থিম সঙ হিসাবে প্রকাশ পেল। এছাড়াও তাদের পক্ষ থেকে ২৫ জন মহিলা পরিচালিত পুজো কমিটিকে আর্থিক সাহায্য করা হয়।

পরিত্যক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ কলকাতার ১০ নম্বর বরো'র ৯৭ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত আজাদগড় এলাকার গ্রাহাম রোডে কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতরের (সিপিডব্লুডি) ১৬ তলার একাধিক ভবনের আবাসনটির বিস্তীর্ণ চত্বর আবর্জনার স্তূপাকারে পরিণত হয়েছে। গত ২৪ সেপ্টেম্বর মহানাগরিক সেখানে ডেঙ্গু আক্রান্ত এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে দেখেন, ওই আবাসন চত্বর ডাবের খোলা, মদের বোতল, প্লাস্টিকের কাপ, থার্মোকলের থালা–বাটি সহ সবই মজুত রয়েছে। আর পাত্রে বৃষ্টির পরিষ্কার জল জমে তাতে মশার লার্ভার বংশ বৃদ্ধি ঘটেছে। মহানাগরিক জানান, রাজ্যের মুখ্যসচিবকে এই বিষয়টি জানাবেন। এবং চিঠি লিখে ওদের প্রতিনিধিদের ডেকে পাঠাবো ওই সংস্থার গাফিলতিতে কেনও এই পরিস্থিতি হবে?

পরম্পরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: বেহালার শরৎসদনে গত ২১ সেপ্টেম্বর আয়োজিত ১৩ ও ১৪ নম্বর বরো'র পুর প্রশাসনিক বৈঠকে'র মূল বক্তব্য ২০১০–'১৮ টানা এতো বছর বেহালার বাসিন্দা শোভন চট্টোপাধ্যায় কলকাতার মহানাগরিক থাকা সত্ত্বেও বেহালার সর্বত্র জল জমার সমস্যা এখনও মেটানো যায়নি কেন? এলাকার নিকাশি পরিকাঠামো যে তলানিতে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত একটি ঘূর্ণাবর্তে গত ২৪– ২৫ সেপ্টেম্বরে দফায় দফায় মাঝারি বৃষ্টিতেই স্থানীয় ১২৮ নম্বর ওয়ার্ডের বকুলতলার বীরেন রায় রোড (পশ্চিম) বানভাসিতে পরিণত। মহানাগরিকের বক্তব্য, এ জল–যন্ত্রণা বছর খানেকের মধ্যে মুক্তি ঘটবে। কেইআইআইপি–র কাজ শেষ হলে।

ভারতীয় জনতা মৎস্যজীবী উন্নয়ন সংস্থার প্রতিষ্ঠা

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'মৎস মারিব খাইবো সুখে'– বাঙালি সমাজজীবনে এটি অত্যন্ত প্রচলিত প্রবাদ। নদীমাতৃক দেশ পূর্বভারত। নদী–খাল বিল বিধৃত এই ভূখণ্ডে ধান এবং অন্যান্য কৃষিপণ্যের সঙ্গে মাছও একটি অন্যতম উৎপাদন। 'চাষি ক্ষেতে চাষ করে, জেলে ফেলে জাল/বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার/তারি পরে ভর করে চলিতেছে সমস্ত সংসার'। কিন্তু এতো বিশাল দায়িত্বভার যাঁরা বহন করেন সেই কৃষি ও মৎস্যজীবী সমাজের কথা কে ভাবে? পাঁচ বছর আগে পর্যন্ত সুদখোর কমরেড এবং কাটমানি লোভী তৃণমূলী দালালের কাছে এনাদের টিকিও বাঁধা থাকতো। জলবাহিত বহু রোগের শিকার হতেন এই কর্মী সম্প্রদায়। এই সব ম্লান মুখে ভাষা দেবার এবং শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে আশা জোগাবার জন্যে এগিয়ে এসেছেন জননেতা বাদশা আলম। ১৫ সেপ্টেম্বর ঢাকুরিয়া–সেলিমপুর সন্নিহিত কার্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হলো ভারতীয় জনতা মৎস্য উন্নয়ন সংস্থা। উপস্থিত ছিলেন দ্বিশতাধিক কৃষি ও মৎসকর্মী।

সংস্থার প্রাণপুরুষ বাদশা আলম বলেন, এই সংস্থা ভারতীয় জনতা মজদুর মোর্চার স্বীকৃত সংস্থা। দিনে নব্বই পয়সা ও মাসে একটাকা প্রিমিয়ম এর বিনিময়ে যে দুটি পেনশন ও অ্যাক্সিডেন্ট বিমার স্কিম ভারতমাতার বরেণ্য সন্তান মোদীজি শুরু করেছেন তার লাভ সকল অসংগঠিত শ্রমিকদের পাওয়া দরকার। দিলীপ মিত্র বলেন, বছরে ছয় হাজার টাকা প্রতি চাষিকে প্রধানমন্ত্রী মানধন যোজনা থেকে দেওয়া হচ্ছে। মমতা সরকার তাদের সূচি পাঠাচ্ছেন বলে কোনও বঙ্গসন্তান টাকা পাচ্ছেন না। শ্রমিক নেতা পিন্টু মণ্ডল বলেন, মমতার অসহযোগিতায় পুণ্য আয়ুষ্মান ভারতের চিকিৎসা সুবিধা দরিদ্র মানুষ পাচ্ছেন না।লেখক অমিতাভ সেন বলেন, গোয়াল ভরা গরু পুকুর ভরা মাছ এটাই বাংলার সমাজচিত্র। মীন চারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে অন্ধ্রে যায় সুলভে। চড়া দামে সেই মাছ বঙ্গসন্তানদের কিনতে হয়। বাঙলার কৈবর্ত সমাজ তার ফায়দা পান না। সরকার ও মমতা সংবেদনশীল নয়। যুবনেতা ফ্রান্সিস বলেন, অটো শ্রমিক ও নির্মাণকর্মী সকলকেই সংগঠিতকরতে হবে। চূড়ান্ত ব্যক্তিগত সততা নিয়ে সকলকে সংগঠিত হতে হবে। বসির আহমেদ সর্বসম্মত কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন। যুবনেতা মিজানুর রহমান সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। দূয়ারে দাও মোরে রাখিয়া, নিত্য কল্যাণ কাজে হে–বলেন যুবনেতা অমিয় সরকার।

অসংগঠিত ক্ষেত্রে জরিপ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১ অক্টোবর ২০১৯ থেকে মার্চ ২০২০ এই ছ'মাস ধরে চলবে অকৃষি অসংগঠিত ক্ষেত্রে জরিপ। গ্রামীণ ও শহরে অবস্থিত যে সব ছোট ছোট শিল্প চলছে যা এমএসএমই বা অন্যান্য শিল্প আইনে নথিভুক্ত নেই তাদের জরিপ করতেই এই বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে ভারত সরকার। জরিপ করবে প্রায় ১০০ জন। এই ১০০ জনকে পদ্ধতি শিক্ষায় গড়ে তুলেছে জাতীয় পরিসংখ্যান আধিকারিকরা। ২৪–২৬ সেপ্টেম্বর তাদের এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন ভারত সরকারের জাতীয় পরিসংখ্যান দফতরের পশ্চিমবঙ্গের ডেপুটি জেনারেল এবং ফিল্ড অপারেশন ডিভিশনের মুখ্য আধিকারিক চন্দন ভদ্র। এছাড়াও ছিলেন দফতরের ডেপুটি ডিরেক্টর রূপম কুমার সরকার ও জোনাল ডেপুটি ডিরেক্টর সৌরভ সিং। তারা সকলেই দেশবাসী তথা পশ্চিমবঙ্গের অকৃষি অসংগঠিত বিভাগের মানুষের কাছে আবেদন করেন যাতে তারা ভয় না পেয়ে আধিকারিকদের কাছে সঠিক তথ্য দিয়ে সাহায্য করেন। কারণ সঠিক তথ্য পেলেই সরকার

তাদের সাহায্য করতে পারবে। এই জরিপে মূল যে কটি জিনিষের ওপর নজর দেওয়া হয়েছে সেগুলি হলো উৎপাদন সংস্থা যেগুলি Section–2M(i) এবং 2M(ii) শিল্প আইন ১৯৪৮–এ তে নথিভুক্ত নয়। এছাড়াও যেসব সংস্থা তুলো শিল্পে যুক্ত এবং ওই শিল্প আইনে নথিভুক্ত নেই। বিড়ি শিল্পে নিযুক্ত প্রস্তুতকারক যারা শ্রমজীবী আইন ১৯৬৬–তে নথিভুক্ত। এছাড়াও আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে জরিপ হবে তাদের সুবিধা অসুবিধা এবং আরও কি করা প্রয়োজন সেই তথ্য নিয়ে সরকার এগিয়ে যেতে পারবে এদের উন্নতিকল্পে। সারা দেশে পরিসংখ্যান হিসাবে ৮০০৬টি শহর এবং গ্রামের অসংগঠিত বিভাগে জরিপ হবে। যার মধ্যে রয়েছে ৪১৫২টি শহরের এবং ৩৮৫৪টি গ্রামীণ। এবং পশ্চিমবঙ্গের ৫৬৪–র মধ্যে ২৯৬টি গ্রামীণ এবং ২৭২টি শহরের। এগুলি ফাস্ট স্টেজ ইউনিট অর্থাৎ কিছু হিসেব ভিত্তিকভাবে জরিপ হবে এই ছ'মাস ধরে এবং তারপরে সারা বছর ধরেই করার পরিকল্পনা রয়েছে। সকলকে এগিয়ে আসার আবেদন করেছেন আধিকারিকেরা।

ছবি: বুদদেব মিশ্র

মার্চেন্ট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি মহিলা বিভাগের পক্ষ থেকে এক সম্মাননা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়, গায়িকা উষা উত্থুপ, অভিনেত্রী এবং সাংসদ মিমি চক্রবর্তী ফ্যাশন ডিজাইনার অনামিকা খান্না, সোশ্যাল এন্টারটেইনার চৈতালী দাসের হাতে সম্মাননা তুলে দেন। সম্মান প্রাপকেরা সকলেই তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে এগিয়ে আসার গল্প শুনিয়ে সকলকে উদ্বুদ্ধ করেন। রাজ্যপাল সকলকে শুভেচ্ছা জানান এবং বলেন, মহিলা শক্তিই পারে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং প্রধানমন্ত্রী যে ৫ ট্রিলিয়ন অর্থনীতির স্বপ্ন দেখেছেন মহিলারাই এই লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

পুজোয় হিন্দু–মুসলমানের মেলবন্ধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বেগমপুর: বেগমপুর স্টেশন থেকে কিছুটা এগোলেই প্রয়াত বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক আশাপূর্ণা দেবীর পৈতৃক ভিটে গুপ্তবাড়ি। বাড়ির লাগোয়া দুর্গা দালানে প্রতিমা তৈরি করেন বংশ পরম্পরায় মৃৎ শিল্পীরা। বেগমপুরের বৈদ্যপাড়ার বাড়িতে প্রয়াত সাধন গুপ্ত ও নির্মলচন্দ্র গুপ্ত এবং তাঁর ভাইয়েরা এই পুজো শুরু করেন। সেই কারণে শৈশব থেকে শুরু করে জীবনের নানা সময় কাটিয়েছেন। দুর্গাপুজো তো বটেই কালীপুজোতে কলকাতা থেকে আসতেন প্রয়াত সাহিত্যিক আশাপূর্ণাদেবী। গুপ্তবাড়ির পুজো ঘিরে এক পারিবারিক একগুচ্ছ ইতিহাস থেকে জানা গিয়েছে। এই পরিবারের অন্যতম সদস্য প্রাক্তন স্কুল শিক্ষক উজ্জ্বল গুপ্ত বলেন, এই বাড়ির পুজোয় হিন্দু–মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের মিলিত অংশগ্রহণ। বেগমপুরের পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকার মানুষ আসেন এই বাড়িতে। তখন আশেপাশের গ্রামে কোথাও দুর্গাপুজো হত না। স্বাভাবিক ভাবে জাতি–ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত গ্রামের মানুষ আমাদের পুজোয় আসতেন। অষ্টমীর দিন মুসলিম পরিবারগুলিকে গুপ্ত বাড়িতে খাওয়ানোর রেওয়াজ এখনও আছে। এখানে দেবী দুর্গা,

লক্ষ্মী ও কার্তিকের মুখ হলুদ বর্ণের হয়। গণেশের ও সরস্বতীর মুখের রং সাদা।

অসুরের বর্ণ হালকা সবুজ। গুপ্ত পরিবারের সদস্য আশাপূর্ণার ভাইপো সুবীর গুপ্ত জানান, বংশধর চিত্রলেখা দেবী স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন। তারপরই গুপ্ত বাড়িতে দুর্গোপুজোর সূচনা হয়। বাপ–ঠাকুরদার সময়কার পরম্পরা আমরা আজও ধরে রেখেছি। আশাপূর্ণাদেবীর লেখা সুবর্ণলতা, বকুলকথার স্মৃতিধন্য এই বাড়ি আজও বিরাজ করছে। কয়েকটা দিন পিসিমা কাটিয়ে যেতেন পৈতৃক ভিটেয়। আশাপূর্ণাদেবীর বাবা ছিলেন হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত। বাড়ির পুজো মাহাত্ম্যে যে মিশে আছে সমস্ত ধর্মের মেলবন্ধন। সেটাও শোনা গেল নিশীথ গুপ্তর মুখে। তাঁর কথায় সপ্তমী, অষ্টমীর সন্ধিপুজোর পর এবং নবমীর দিন ছাগ বলি দেওয়া হয়। একবার বলি দেওয়ার জন্য বাড়িতে ছাগ আনা হয়। সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে সেই ছাগ কোথায় উধাও হয়ে যায়। এরপর অন্য ছাগ এনে বলি দেওয়া হয়। তার কিছুদিন পর উধাও হয়ে যাওয়া ছাগটিকে পাওয়া যায়। কিন্তু তার খুঁত ছিল। এছাড়া নবমীতে আখ, কলা, শশা, হাঁচি কুমড়ো বলি হয়। আমরা ছোট থেকেই অন্য ধর্মের লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করে বড় হয়েছি।

এমনকি ছোট বেলায় স্কুলের প্রিয় বন্ধু ছিল বাঙালি মুসলিম ছাত্রটি। আনন্দ–উৎসব থেকে বিপদে আপদে ধর্ম কখনও আমাদের কাছে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়নি। সপ্তমীর দিন সরস্বতী নদীতে কলা বৌ স্নান করানো হয়। দশমীর সন্ধ্যায় ঢাক ঢোল কাঁসর ঘন্টা বাজিয়ে সরস্বতী নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয়। পুজোর চারদিন সন্ধ্যায় পাড়া–প্রতিবেশীরা কবিতা আবৃত্তি, গান পরিবেশন করেন। এক অনাবিল আনন্দ উপভোগ হয়। আত্মীয়স্বজন ও পড়শির ভিড়ে গমগম করে গোটা গুপ্ত বাড়ি। ষষ্ঠীর দিন থেকেই দেবীর বোধনের মাধ্যমে চণ্ডীপাঠ শুরু হয় এই গুপ্ত বাড়ির পুজোয়। নিয়মে একান্নবর্তী পরিবারের বাঁধন হয়েছে বহুকাল আগেই। একসময় পুজোর দিনগুলিতে আশাপূর্ণাদেবী আসতেন। তাঁর বংশধররা যাঁরা কলকাতায় থাকেন এখন তাঁরা বেগমপুরের বাড়িতে আসেন। পরিবারের সদস্যরা পেশাগত কারণে বাইরে বিভিন্ন স্থানে বসবাস করলেও কিন্তু পুজোর দিনগুলিতে সকলে মিলিত হয়ে জৌলুস–জমকে এ পুজো অন্য মাত্রা নেয়।

ফিঙ্গাগাছি মহিলা গোষ্ঠীর পুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাওড়া জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত ফিঙ্গাগাছি মাইতি পাড়ায় মহিলা গোষ্ঠীর পুজো বেশ সাড়া ফেলে দিয়েছে। এলাকার সকল মহিলারা তাদের মিলিত প্রচেষ্টায় অক্লান্ত পরিশ্রমে এই পুজোকে অন্য মাত্রায় নিয়ে গেছে বলাই বাহুল্য। এই পুজোই এখন মূল আকর্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মহিলাদের পরিচালিত হলেও এখানকার পুরুষরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। মহিলারা সকলে মিলে পুজোর খুঁটিনাটি আয়োজন ছাড়াও প্রতি বছর বিভিন্ন সংস্কৃত অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি থাকছে অঙ্কন প্রতিযোগিতা , আবৃত্তি ,সঙ্গীত ও নিত্য প্রতিযোগিতা। বিচিত্রা অনুষ্ঠানের ছাড়াও থাকছে শিশুদের নাটক..রাজার পেটে প্রজার পিঠে ও টাক ডুমা ডুম ডুম। এছাড়া ছোটদের বিশেষ মনোরঞ্জনের জন্য থাকছে নানান মজার মজার খেলা। ৬ষ্ঠ বছরের এই পুজো ঘিরে এখন এলাকার মানুষের উৎসাহের অন্ত নেই।

ঢাকার পুজো এখন চন্দননগরে

মলয় সুর, চন্দননগর : দুর্গাপুজো শুধু পুজো নয়। নয় শুধুই আড়ম্বর, ঐতিহ্য, আম বাঙালির কাছে দুর্গোৎসবে সামাজিকতাও জুড়ে থাকে অনেকখানি। সে কথা মনে করিয়ে দেয় হুগলির চন্দননগর যুগীপুকুর গড়ের ধারে পাল বাড়ির পারিবারিক পুজো। পাল পরিবারের ওই পুজোর আনুমানিক ১৮০ বছরের বেশি সময় ধরে চলে আসছে। বাংলাদেশের ঢাকা শহরের চানপুর অঞ্চলে প্রথম সাবেক বাড়ির কর্তা স্বর্গীয় হৃদয় কৃষ্ণ পাল এই পুজোর প্রচলন করেছিলেন। কোনও স্বপ্নদিষ্ট পুজো নয়। তৎকালীন সময়ে দুর্গোপুজো ছিল আভিজাত্য প্রকাশের অন্যতম মাধ্যমে এমনটাই মনে করে পাল পরিবার। তারপর দেশভাগ হওয়ার পর স্বাধীনতার পরই বাংলাদেশ থেকে চন্দননগরে এই পুজো চলে আসে। এখানে প্রায় ৫ ফুট উচ্চতার প্রতিমা। এই বাড়ির পুজোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এখানে লক্ষ্মীর কাছে কার্তিক ও গণেশের সাথে সরস্বতী দেখা যায়। বর্তমানে এই পুজোর প্রাণপুরুষ রয়েছেন অসীমকুমার পাল। এছাড়া আশীষ পাল, প্রবীর ও গোপাল আছেন। এই বাড়ির

বউরা রয়েছেন কাজল পাল, সন্ধ্যা, মালতী, রীনা। পুজোর তিনদিন সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে ভোগ দেওয়ার রীতি রয়েছে। এর মধ্যে সপ্তমীতে চিড়ে ভোগ, অষ্টমীতে মাকে একাধিক নানা পদে অন্নভোগ নিবেদন করা হয়। তবে সব পদই নিরামিশ সপ্তমীর তালিকায় আছে সাদা ভাত, তিন রকমের ডাল, ল্যাবড়া, ফুলকপির ঝোল, মোচার ঘন্ট, কচু শাক রয়েছে। নবমীর দিন খিচুড়ি, পায়েস, চাটনি প্রভৃতি। এখানে পুজো হয় শাক্য মতে। এই বাড়ির বউ কাজল পাল 'আলিপুর বার্তা' কাগজের এজেন্ট রয়েছেন। দশমীর সন্ধ্যায় আলোকসজ্জা সহকারে চন্দননগরের গঙ্গায় জোড়াঘাটে প্রতিমা বিসর্জন হয়। পুজোতে পশুবলি নিষিদ্ধ। কয়েকটা দিন সকলেই পুজোর সময় এক জায়গায় মিলিত হয়ে পুজোর আনন্দে মেতে উঠেন। তারপর আবার আগামী বছরের অপেক্ষায় দিনগোনা।

বাসন্তীর অন্যতম আকর্ষণ ৫১ দূর্গা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী ঃ আনুমানিক প্রায় ৩৫০ বছর আগে মাতলা নদীর তীরে জঙ্গল কেটে একটি পঞ্চানন মন্দির তৈরি করেছিলেন এলাকার কয়েকজন মৎস্যজীবী। তৎকালীন জীবন জীবিকার সন্ধানে নৌকায় চেপে সুন্দরবনের নদীখাঁড়িতে মাছ কাঁকড়া ধরতে যেতেন। যাওয়ার আগেই এই পঞ্চানন মন্দিরে পঞ্চানন,বনবিবি,শীতলা,কালী এবং দেবী দুর্গার ছোট ছোট মূর্তি গড়ে পুজো দিয়ে তারপর জঙ্গলের উদ্দেশ্যে রওনা দিতেন।

জঙ্গল থেকে ফিরে এসে আবারও ধুমধাম করে বিভিন্ন দেবদেবীর পুজো দিতেন।পাশপাশি এই পঞ্চানন মন্দির প্রাঙ্গণে গ্রামবাসীরা মিলিত ভাবে দুর্গাপুজো করে আসছেন দীর্ঘ প্রায় ২৫ বছর ধরে।

নিরঞ্জন মন্ডলের হাত ধরে ১৯৯৪ সালে এলাকায় প্রথম দুর্গাপুজো শুরু করেন কাঁঠালবেড়িয়া গ্রামবাসীরা। পরবর্তী সময়ে ১৯৯৬ ও ১৯৯৮ সালে পঞ্চদুর্গা ও নবদুর্গা বিশেষ আকর্ষণ ছিল।পরবর্তী সময়ে গ্রামবাসীরা পুজোর বাজেট একেবারেই কমিয়ে

দিয়েই তৈরি করেন একটি বিশাল মন্দির। ২৬ তম বর্ষের দুর্গাপুজায় সেই মন্দিরেই দেবীদুর্গার ৫১ রূপের প্রাণের সঞ্চার ঘটবে।

আধুনিক সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে পঞ্চাননের মন্দির থাকলেও সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের কাঁঠালবেড়িয়ার গ্রামবাসীরা বর্তমান যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পুজোর থিমের বদল ঘটিয়েছেন। পুরনো থিম ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান যুগে পুরনো থিম দর্শকদের সামনে তুলে ধরতে চলেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তীর কাঁঠালবেড়িয়া গ্রামবাসী বৃন্দ। ২৬ তম শারদীয়া দুর্গাপুজোর ভাবনা নাট মন্দিরে ৫১ রূপের দুর্গার আবির্ভাব। যা এক চিরন্তন চিত্রকলা সাবেকি ধাঁচে অত্যন্ত সাধারণ। জেলার বাসন্তীর কাঁঠালবেড়িয়া গ্রামবাসী বৃন্দের ৮ লক্ষ টাকা বাজেটের এই প্রচেষ্টাকে বাস্তবে রূপায়িত করে তুলবেন শিল্পী শুভাশীষ মন্ডল। দীর্ঘ প্রায় ৪ মাস ধরে চলছে এই ৫১ দুর্গা প্রতিমা গড়ার কাজ।

পুজো কমিটির সভাপতি শ্রীবাস সরদার বলেন, আমরা এবছর পুরনো আদলের একটি থিম দর্শনার্থীদের সামনে তুলে ধরতে চলেছি। পুজো কমিটির সম্পাদক অশোক মিদ্দে জানান, গতবছরের তুলনায় এবছর পুজো মন্ডপে ব্যাপক ভিড় হতে পারে ,তাই সেই চিন্তাভাবনা মাথায় রেখে নিরাপত্তার উপরও জোর দেওয়া হবে। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সিভিক ভলান্টিয়ার্স ও পুজো কমিটির স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ। তিনি আরও বলেন, অন্যান্য বছরের মতো দুঃস্থ মানুষদের জন্য থাকছে বস্ত্র বিতরণ দৈনিক নরনারায়ণ সেবা।

পুজো কমিটির অন্যতম সদস্য শ্যামল মন্ডল, মলয় মন্ডল, ভারতী সরদার,শিখা মন্ডল, রেবতী সরদার, অসীমা মিদ্দে, পঞ্চানন সরদার, শংকর মন্ডল, অশোক মন্ডলরা জানান, আমাদের এই কাঁঠালবেড়িয়া গ্রামবাসী বৃন্দের পক্ষ থেকে প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয় সমাজ সেবামূলক কাজ। এবছর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পাশাপাশি থাকছে আমাদের স্থানীয় এবং বহিরাগত শিল্পীদের নিয়ে প্রতিদিনই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

মহিয়াড়ী ভট্টাচার্য পাড়া দুর্গোৎসব

সঞ্জয় চক্রবর্তী : হাওড়া মহিয়াড়ী ভট্টাচার্য পাড়া সর্ব্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির পুজো ঘিরে এখন সাজসাজ রব। এই পুজোয় পুরুষরা সহায্য করলেও মহিলারাই মূল কান্ডারী। ৭৫ তম বর্ষের ত্রই পুজোর উদবোধন করবেন বেলুড় মঠের মহারাজ স্বামী ধর্মতানন্দ। এ বছর পুজোর থিম মুখোশের আড়ালে। সমাজের এই অন্ধকারময় জগতে চারিদিকে শুধুই মুখোশের ছড়াছড়ি। চারিদিকে আজ ঘুরে ফেরে অদৃশ্য মুখোশ। সেই ভাবনা থেকেই এই থিম বলেই জানালেন পুজো কমিটি। মন্ডপের বাইরে সুবিশাল একটি মুখোশ। আর ভিতরে অসংখ্য মুখোশের হাতছানি।

তার সাথে মিল রেখে মৃৎ শিল্পীর তৈরি প্রতিমার অপরূপ মেলবন্ধন এক কথায় সকলের মন জয় করবে। পুজোর পাশাপাশি থাকছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নাচ, গান, আবৃত্তি ও ছোটদের মনোরঞ্জনের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান। এই পুজো মূলত প্রয়াত শিক্ষাবিদ পঞ্চানন্দ ভট্টাচার্যের হাত ধরেই শুরু হয়। এমনটাই জানালেন পুজো কমিটির পক্ষ থেকে। এই পুজো যে সকলকে মুগ্ধ করবে তা বলাই বাহুল্য। এই পুজো ঘিরে এলাকার মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

মাঙ্গলিকী

উত্তম তর্পণ

শ্রেয়সী ঘোষ: গত শিক্ষক দিবসের দিন (৫ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার) সন্ধ্যা ৬টায় বিমল মিত্র আকাদেমি'র তরফে বিমল মিত্র অডিটোরিয়ামে 'উত্তম তর্পণ' অনুষ্ঠিত হল শ্রদ্ধার সঙ্গে। প্রথম বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালিকা রেশমী মিত্র। তিনি উত্তম কুমারের পাশাপাশি বিমল মিত্রের সঙ্গে তাঁর ছোটবেলার স্মৃতিচারণ করলেন আন্তরিকতার সঙ্গে। এই অনুষ্ঠানের মূল বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট অধ্যাপক, চলচ্চিত্রাভিনেতা, লেখক, গায়ক ড. শঙ্কর ঘোষ। তিনি শুরুতে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণকে স্মরণ করলেন। পরে তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতায় উত্তমকুমারের নানা দিক তুলে ধরলেন। প্রযোজক উত্তম, পরিচালক উত্তম, নায়ক উত্তম, সুরকার উত্তম প্রভৃতি দিক। পরে শিল্পী শোনালেন বিখ্যাত কিছু গান উত্তম অভিনীত ছবি থেকে। সে তালিকায় ছিল, আমি তোমার বীণা (সাহেব বিবি গোলাম), ঝড় উঠেছে বাউল বাতাস (শাপমোচন), এসেছি আমি এসেছি (হার মানা হার), আমি চেয়ে চেয়ে দেখি সারাদিন (দেয়া নেয়া), যাই চলে যাই (কাল তুমি আলেয়া) প্রভৃতি গানগুলি। শ্রোতাদের মুগ্ধ করলেন অনায়াসে। সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন স্বপন ভট্টাচার্য। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন কমলেশ বসু। মঞ্চে মাল্যভূষিত উত্তমকুমারের প্রতিকৃতিটা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

গুণীজন সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ২ সেপ্টেম্বর কলকাতা শরৎ সদন সভাগৃহে (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাসভবন) কলকাতা লোকসংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে গুণীজন সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মুর্শিদাবাদ ইতিহাস প্রণেতা ও গবেষক তাজউদ্দিন বিশ্বাস। এছাড়া অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কবি ও নাট্যকার বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, কবি শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায়, মাইকেল তরুণ প্রমুখ।

স্বাগত ভাষণে সম্পাদক বিধান ঘোষ জানান যে এখন মোবাইল, অ্যানড্রয়েডের যুগে মানুষ মনীষীদের স্মৃতিচারণ করতে ভুলে যাচ্ছে। তাই আমরা বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন গুণী মনীষীদের বাসভবন বা নামাংকিত কোনও স্মৃতি সদনে গুণীজনদের সংবর্ধনা করে থাকি। উদ্দেশ্য সেইসব স্থানের ইতিহাস ও গুণী, বরেন্য বক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা।

উক্ত অনুষ্ঠানে উত্তরীয়, মানপত্র, স্মারক ইত্যাদি দিয়ে যাঁদেরকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয় তাঁরা হলেন ঝুমর গবেষক দাশরথি বন্দ্যোপাধ্যায় অসম, আবদুস সাত্তার মুর্শিদাবাদ, পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য বরানগর, গবেষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, কবি জগবন্ধু দেবনাথ হাবড়া, গোপাল চক্রবর্তী, অনিল দেবশর্মা, এম নাজিম, অসীম মাইতি, সুষমা দত্ত, বিভু মুখোপাধ্যায়, সামসুর আলম, মিতালি বিশ্বাস, কৃষ্ণা দাস, জুলি আদিত্য, নীহারিকা মুখোপাধ্যায় প্রমুখ প্রায় ৩০ জন কবি, সাহিত্যিক, গবেষক, সমাজসেবীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সহ সম্পাদক শর্মিলা চক্রবর্তী উক্ত লোকসংস্কৃতি পরিষদের সদস্য করার জন্য ফর্ম বিলি করেন। ত্রিপুরা থেকে নবচঞ্চল বিশ্বাস সহ ঝাড়খন্ড ইত্যাদি থেকে আসা গুণীজনদেরও সম্মানিত করা হয়।

চেতলায় আগাম উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : সব পেয়েছি আসরের শাখা চেতলা আসর ৬৩তম বার্ষিক শিশু উৎসব উদযাপন করল অহীন্দ্র মঞ্চে গত ২২ সেপ্টেম্বর। বাতাসে শরতের গন্ধ পুজো হাতছানি দিচ্ছে দোরগড়ায়, তার আগেই আগাম উৎসব চেতলাবাসীকে আরও সমৃদ্ধ করল। এদিনের অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সঙ্গীত মায়ের কথা সমবেত ভাবে উপস্থাপন করা হয়। পরিচালনায় ছিলেন মধুমিতা দাস, তবলায় জগদীশ বসু, অর্গানে চন্দ্রনিভ শাহা, পার্কশানে ভাস্কর ভট্টাচার্য এবং শব্দ অলঙ্করণে স্বপন গায়েন। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতিনাট্য 'কালমৃগয়া' পরিবেশন সোনার কাঠি ভাইবোনেরা। নৃত্য পরিচালনায় ছিলেন সুস্মিতা দত্ত, আলো অলঙ্করণে উদীয় জানা, মঞ্চ অলঙ্করণে অভিজিৎ নস্কর, রূপসজ্জা ও পোশাক বুলান মন্ডল। অংশগ্রহণে কচিকাঁচাদের মধ্যে ছিল পলি প্রামাণিক, মৌমনি ঘড়ুই, অঙ্কিতা নস্কর, অনুষ্কা গাঙ্গুলী, পৃতীকা ভৌমিক, উদিতা মান্না, ঋতি সাউ, শ্রেয়সী গুপ্ত, অঙ্কিতা দাস, অদিতি ঠাকুর, আজরা ইসরাত, কহনা দাস, তৃয়াসা পাল, শ্রীজিতা বাহাদুর, দীপান্বিতা চন্দ্র, অনুরীমা গাঙ্গুলী, স্নিকীতা হালদার, অদৃজা দত্ত, শিখা কুমারী।

এরপর তারা সকলে সুদীপা নন্দীর পরিচালনায় 'ছুটির বাঁশি' আবৃত্তিতে সকলে অংশগ্রহণ করে। সবশেষে লীলা মজুমদারের লেখা সমর রায়চৌধুরির নির্দেশনায় নাটক 'লঙ্কা দহন' পালা মঞ্চস্থ করে এইসব 'সোনার কাঠি' ভাইবোনেরা। এছাড়াও আরও যেসব 'সোনার কাঠিরা' নাটকে ছিলেন তারা হলেন মিলন দাস, মলয় দাস, দেবার্ঘ দত্ত, সুমন সাহা, সায়ন সরদার, সম্রাট দাস, ময়ূখ দাস, অর্ঘ ভৌমিক, অভিষেক ঘড়ুই, সুব্রত ঘড়ুই, শুভায়ন ঘোষ, অয়ন সরদার, সৌমেন দাস, সরফরোজ আনোয়ার। আলো নির্দেশনায় উক্তিয় জানা, শব্দ প্রক্ষেপণে সৌমেন দত্ত, তবলায় সত্যজিৎ দাস। সমগ্র অনুষ্ঠানে নেপথ্যে ছিলেন মুকুন্দ পন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক গঙ্গোপাধ্যায়, সম্রাট দে। চেতলা আসরে সোনার কাঠিরা সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনে আবদ্ধ এবং প্রমাণ করে গানে, আবৃত্তিতে, নাচে, নাটকে সমান পারদর্শী। সবেতে অংশগ্রহণে পিছু হটে না। সমাজ গঠনে প্রয়োজনীয় এমন সংগঠন প্রয়োজন। এদিন সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা বয় বুলান মন্ডল ও উক্তিয় জানাকে। এবং সমীর কর্মকার স্মৃতি পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় মলয় দাস মহাশয়ের হাতে।

চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর সমরেশ চৌধুরীর জীবনাবসান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৬ সেপ্টেম্বর শিল্পী ও ভাস্কর সমরেশ চৌধুরীর জীবনাবসান হল। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। সরকারি চারুকলা বিদ্যালয় থেকে ১৯৫৩ সালে ফাইন আর্ট এবং ১৯৫৫ সালে ভাস্কর্যে গোল্ড মেডেল নিয়ে তিনি ডিপ্লোমা লাভ করেন। তিনি ভাস্কর্যের শিক্ষা পান ভাস্কর প্রদোষ দাশগুপ্তের কাছে। কর্মজীবন শুরু করেন ভবানীপুরের সাউথ সুর্বাবান স্কুলের শিল্প শিক্ষক হিসেবে। পরে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাস্কর্য বিভাগে যোগ দেন এবং সেখান থেকে বিভাগীয় প্রধান হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি চিত্রাংশু আর্ট স্কুলের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। ১৯৬৫–৬৬ সালে লেডি রাণু মুখার্জী তাঁকে আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসের 'স্কেচ ক্লাব' এর স্টুডিওর দায়িত্ব দেন। সেটি তিনি আমৃত্যু পালন করে গেছেন। ১৯৯৬

সালে দিল্লির অল ইন্ডিয়া ফাইন আর্টস অ্যান্ড ক্র্যাফটস সোসাইটি তাঁকে সম্মানিত করে। দিল্লির গ্যালারি অফ মডার্ন আর্ট এ তাঁর করা ভাস্কর্য সংরক্ষিত আছে। এছাড়া আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসের বাগানের জন্য তিনি একটি বড় ও একটি ছোট ভাস্কর্য করেছিলেন। ২০০৯ সালে আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসে তাঁর একটি একক চিত্র ও ভাস্কর্যের প্রদর্শনী হয়েছিল।

সুনীল গুহর স্মরণ সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : লিটল ম্যাগাজিন কর্মীদের জন্য আরও একটি দুঃসংবাদ। ২২শে আগস্ট ২০১৯ সকালে সামান্য অসুস্থতার পরে আচমকাই চলে গেলেন আকাশ বলাকা পত্রিকার সম্পাদক সুনীল গুহ। প্রাক্তন শিক্ষক সত্তরোর্ধ সদালাপী মানুষটি চাকুরী জীবনের

অবসরের পরে লেখালেখির জগতে মনোনিবেশ করেছিলেন। ২০১২ সালে শুরু করেছিলেন আকাশ বলাকা পত্রিকা। ষান্মাসিক এই পত্রিকাটি স্বল্পদিনেই বেশ পরিচিত লাভ করেছে। বহু নবীন লেখক সুযোগে পেয়েছেন তাঁদের রচনা প্রকাশের। বেশ কয়েকটি কাব্য গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ জবানবন্দী দুই খণ্ডে প্রকাশ করেছেন। তাঁর সাম্প্রতিকতম গ্রন্থগুলির একটির শিরোনাম, আরো কিছু দেখে যেতে চাই। অসমাপ্ত রয়ে গেল, আরো কিছু দেখা।

সুনীল গুহ মাত্র কয়েক বছর আগেই হারিয়েছিলেন স্ত্রীকে। কবি রেখে গেলেন একমাত্র পুত্র, পুত্রবধূ ও নাতনি। আর সেই সঙ্গে অসংখ্য গুণমুগ্ধ সাহিত্যসাথীদের। এলাকার অন্যান্য পত্রপত্রিকার সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রেখে চলতেন সুনীল বাবু। প্রয়াত কবির খুবই কাছের মানুষ স্নেহাস্পদ বিজন কুমার চন্দ, অঞ্জলী চক্রবর্তী প্রমুখের উদ্যোগে ৫ই সেপ্টেম্বর ২০১৯ এলাকার তরুণ সঙ্ঘের ক্লাব ঘরে সুনীল গুহ স্মরণ সভা আয়োজিত হয়েছিল। বর্ষা–বিঘ্নিত বিকালে হাজির হয়েছিলেন প্রায় শতাধিক গুণমুগ্ধ সাহিত্য–সাথীরা। প্রবীণ সাহিত্যিক তারাশংকর দত্ত, উদয় চক্রবর্তী, সৌরীন চট্টোপাধ্যায়, তারুণ্য–সম্পাদক সুকুমার মণ্ডল, আকিঞ্চন–সম্পাদক অরুণ ভট্টাচার্য, আরতি দে, শ্যামল বিশ্বাস, স্বপন দাস, পাপিয়া দে দাস, পামেলা শুর, কামাখ্যা রঞ্জন দাস, কানাই লাল সাহু, সাহানা রায় চৌধুরী, গৌরী চ্যাটার্জী, শিবানী পাকড়াশী। কয়েকজন শিল্পী কবি সুনীল গুহ রচিত গান–ও পরিবেশন করলেন। প্রায় চার ঘন্টার এই স্মরণ সভায় শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হল এই প্রচার–বিমুখ গুণী মানুষটির সাহিত্য–কর্ম ও অন্যান্য বিশিষ্ট গুণাবলী। সুনীল বাবু প্রতিষ্ঠিত আকাশ বলাকার সাথে গভীর ভাবে জড়িয়ে আছেন শিক্ষাবিদ্ বিজন কুমার চন্দ। এদিনের সভায় একাধিক বক্তার মুখে পত্রিকাটিকে আগামী দিনে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব উঠে এলো। বিজন চন্দ জানালেন, প্রয়োজনে আগ্রহী লেখক–লেখিকাদের নিয়ে একটি কার্যকরী কমিটি গঠন করে সুষ্ঠুভাবে এই পত্রিকাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস করা হবে। নিঃসন্দেহে তেমন প্রয়াস বাস্তবায়িত হলে তবেই কবি সুনীল গুহর প্রতি আমাদের ভালোবাসার প্রকৃত প্রতিদান দেওয়া সম্ভব হবে বলে মন্তব্য করলেন অরুণ ভট্টাচার্য, সুকুমার মণ্ডল প্রমুখ সম্পাদকেরা।

'বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল' –এর নেপথ্য কাহিনী

সিদ্ধার্থ সিংহ

আট

বহু দিন আগে এই বাবলাদাই আমাকে প্রথম আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। বাবলাদা আমাদের নিউ আলিপুর কলেজে পড়তেন। কংগ্রেস বলতে অজ্ঞান। তাবড় তাবড় নেতা–মন্ত্রীদের সঙ্গে তাঁর ওঠাবসা। দহরম মহরম।

বেশ কিছু দিন আগে গভীর রাতে ধর্মতলা থেকে গাড়ি করে বাড়ি ফিরছি। গোপালনগরে ঢুকতেই দেখি, রাস্তা জুড়ে বিশাল প্যান্ডেল। যত্রতত্র চেয়ার। এ দিকে ও দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে লোকজন। এখানে সেখানে জটলা। প্যান্ডেলের পাশ দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স বা দমকলের মতো ওই জাতীয় গাড়ির জন্য আপৎকালীন নিয়ম অনুযায়ী যেটুকু রাস্তা ছাড়া আছে, তাতে আমাদের গাড়ি অনায়াসে যেতে পারে। এটা ভেবে আমার গাড়ির চালক আর ঘুরপথে যাননি। ঢুকিয়ে দিয়েছেন গোপালনগরে। কিন্তু ক'হাত যেতেই বিপত্তি। দূর থেকে বোঝা যায়নি। কাছে যেতেই টের পাওয়া গেল, প্যান্ডেলের পাশ থেকে ছাড়া জায়গাটাতেও সার সার চেয়ার পাতা। চালক যখন জানালা দিয়ে মাথা বের করে উঁকিঝুঁকি মেরে বোঝার চেষ্টা করছেন, যাওয়া যাবে কি না! নাকি গাড়ি ঘুরিয়ে অন্য রাস্তা ধরবেন, ঠিক তখনই আরও অনেকের মতো পরিচিত একটা মুখ জানালা দিয়ে উঁকি মারতেই আমি একটু নিশ্চিন্ত হলাম। যাক বাবা, বাঁচা গেল। এখান থেকে যাওয়ার ব্যবস্থা যদি কেউ করে দিতে পারেন, তবে তা ইনিই পারবেন। ইনি আমাদের কলেজের বাবলাদা।

তখন বিপুল ভোটে জিতে কলেজের ইউনিয়ন ছাত্র পরিষদের দখলে। যদিও সমানে সমানে টক্কর দিয়েছিল এসএফআই এবং এসইউসি। ভোটের আগের কয়েক দিন তাদের একে অপরের ওপরে এমন মারমুখী ধুন্ধুমার কাণ্ড দেখেছিলাম যে, আমার মনে হয়েছিল এরা বুঝি জন্মজন্মান্তরের শত্রু। কিন্তু যেই ভোট শেষ হয়ে গেল, অমনি কোথায় কী! কারও সঙ্গেই আর কারও কোনও বিরোধ নেই। সবাই সবার বন্ধু।

আমার থেকে দু'ক্লাস উঁচুতে পড়লেও টিটু ছিল আমার খুব ভাল বন্ধু। ক্লাস না থাকলে কিংবা ক্লাস কেটে, না; কমন রুমে নয়, ওরা দল বেঁধে সামনের মাঠে গোল করে বসে গল্পগুজব করত। আমি মাঝে মাঝেই সেই আড্ডায় গিয়ে বসে পড়তাম। সেই আড্ডায় বাবলাদাও থাকতেন।

ওরা মাঝে সাঝেই সবাই মিলে টিটুদের নিউ আলিপুরের বাড়িতে যেত। সঙ্গে আমিও যেতাম। ওর মা আমাদের না খাইয়ে কোনও দিন ছাড়তেন না।

ওর বাবা ছিলেন খুব গম্ভীর মানুষ। অনেক বিখ্যাত গায়ক–গায়িকারা ওর বাবার কাছে আসতেন। কয়েক জনকে আমিও দেখেছি। ওর বাবাও কম বিখ্যাত ছিলেন না। অসামান্য অসামান্য এক–একটা গল্প লিখলেও, সাংবাদিক হিসেবে তিনি এমন এক উঁচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছিলেন যে, তাঁর সেই লেখক–খ্যাতি চাপা পড়ে গিয়েছিল।

এখনও সবাই এক বাক্যে স্বীকার করেন, যুগান্তরের ওই রমরমাকে ছাপিয়ে আনন্দবাজারকে এক নম্বরে তুলে ধরার পিছনে যে–গুটিকতক মানুষের অবদান আছে, তাঁদের মধ্যে ওর বাবা ছিলেন অন্যতম। নাম––– সন্তোষকুমার ঘোষ।

যদিও টিটুকে আমি সহকর্মী হিসেবেও পেয়েছি আনন্দবাজারে। এই মুহূর্তে ও এখন বর্তমান পত্রিকার এম ডি।

ওর দিদি মিলুদিও আমাদের খুব ভালবাসতেন। এই মিলুদির বিয়ে হয়ে যাচ্ছে শুনে আমি ভেবেছিলাম, যাঃ, মিলুদির সঙ্গে আমাদের বুঝি আর কোনও দিন দেখাই হবে না। কিন্তু না, তা হয়নি। মিলুদির সঙ্গে আমার যোগাযোগ থেকেই গেল। তবে টিটুর সূত্রে নয়। আমার আর এক অত্যন্ত প্রিয় মানুষ––– নীরেনদা, মানে, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সূত্রে। আসলে মিলুদির বিয়ে হয়েছিল নীরেনদার ছেলের সঙ্গে।

পরবর্তী কালে এই মিলুদি আমার কত লেখা যে বর্তমানে এবং শারদীয়া বর্তমানে ছেপেছেন তার হিসেব নেই।

তো, সেই টিটুর সুবাদেই এই বাবলাদার খুব কাছে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম আমি।

গোপালনগরে ঢুকে আমাদের গাড়ি তখন নট নড়ন চড়ন। জানালার কাচ নামানোই ছিল। মুখ বাড়িয়ে আমাকে দেখতে পেয়ে বাবলাদা বললেন, কোথায় যাবে? বাড়ি?

আমি ততক্ষণে গাড়ি থেকে নেমে পড়েছি। ভাঙা হাট দেখে বুঝতে পেরেছিলাম, একটু আগেই শেষ হয়েছে জনসভা। তবু অত রাতে এত সরগরম দেখে বুঝতে অসুবিধে হল না যে, বেশির ভাগ লোকজন চলে গেলেও, আশপাশের নেতৃত্ব স্থানীয় লোকেরা এখনও আছেন। এ বার হয়তো একে–একে বাড়ি ফিরবেন। বাবলাদাও ফিরবেন।

আমার বাড়ি থেকে বাবলাদার বাড়ি এতটুখানি। তাই বাবলাদাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি যাবে নাকি?

বাবলাদা বললেন, না গো, আজ এখানে সারা রাত থাকব।

আমি অবাক হয়ে বললাম, সারা রাত!

বাবলাদা বললেল, দিদিও আছে তো! কথা বলবে? আমাকে প্রায় জোর করেই নিয়ে গেলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। সামনাসামনি বহু বার দেখা হলেও, সরাসরি এবং ফোনে কিছু কিছু কথা হলেও, সত্যি কথা বলতে কি, তাঁর সঙ্গে সেই আমার প্রথম আলাপ।

'সানন্দা'য় ওই 'বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল' বেরোনোর পরে সেই দাপুটে নেতার পাল্লায় পড়ে সে দিন যাঁরা আমাকে টানতে টানতে কাছেরই একটি নির্মীয়মান বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। মারধর করেছিলেন। সিগারেটের ছ্যাঁকা দিয়েছিলেন। সেই দলে ছিলেন আমাদের পাশের বাড়ির আর এক একনিষ্ঠ কংগ্রেস কর্মী––– তপনদা।

এই তপনদাই দাবি করেছিলেন, আমি নাকি

> “
> **আমি বাড়ির ভিতরে ঢুকে গত কয়েক দিনের মতো দরজা বন্ধ করে খিল তুলতে যাচ্ছিলাম, যাতে কেউ হুটহাট করে বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়তে না পারে, ঠিক তখনই মনে হল, আমি তো আর একা নই! আমার পাশে এখন অনেক লোক। আমার আবার কীসের ভয়! তাই আমি আর খিল তো দিলামই না, দরজাটাও আগের মতোই হাট করে খুলে রাখলাম। এখন আমার আর কোনও ভয় নেই। সব ভয় আজ একটা মানুষই দূর করে দিয়ে গেছেন, তাঁর নাম––– মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।**

শুধু তাঁকে নিয়েই নয়, ওই গল্পে তাঁর বোনকে নিয়েও লিখেছি। লিখেছি, মিনিবাসের পারমিট এবং এটা ওটা সেটা এবং ছোট বড় নানা রকম সুযোগ সুবিধে পাবার জন্য উনি কী ভাবে তাঁর বোনকে ব্যবহার করেন।

সেই তপনদার সঙ্গে বাবলাদার মুখোমুখি দেখা হলে দু'জনেই হেসে হেসে কথা বলেন ঠিকই, লোককে দেখানোর চেষ্টা করেন তাঁদের কী রকম গলায় গলায় ভাব, কিন্তু সকলেই জানেন, ওঁরা উপরে উপরে যতই দেখান না কেন, ভিতরে ভিতরে দু'জনেই কিন্তু একেবারে আদায় কাঁচকলা। কে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সব চেয়ে কাছের, তা নিয়ে একটু সূক্ষ্ম প্রতিযোগিতা আছে ওঁদের মধ্যে।

সেই দাপুটে নেতার ন্যাওটা আবার এই তপনদা। ফলে সেই নেতা এই তপনদাকে বেশ তোল্লাইও দেন। কিন্তু যেহেতু ওঁরা একই দলের, তাই সরাসরি কিছু বলতে না পারলেও ওই নেতাকে মোটেও পছন্দ করেন না বাবলাদা।

আর যে লোকটা সেই দাপুটে নেতা এবং তপনদার বিপক্ষে, তিনি যখন আমার কাছে এসেছেন, তার মানে তিনি আমার পাশে দাঁড়াবার জন্যই এসেছেন। তাই বাবলাদাকে দেখে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আমি একদম নিশ্চিত, আর যে যা–ই কিছু করুন না কেন, বাবলাদা আমার কোনও ক্ষতি করবেন না। তার ওপরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন নিজে এসেছেন তখন আমার আর কোনও ভয় নেই।

দিদি বললেন, তোমাকে বলেছিলাম না... আমার সঙ্গে দেখা করতে। তুমি তো এলে না!

এ কথা শুনে আমি আকাশ থেকে পড়লাম। উনি আমাকে দেখা করতে বলেছিলেন! কী করে বলি, উনি ফোন করেছেন শুনে আমি তড়িঘড়ি করে রিং ব্যাক করেছিলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে উনিই ফোনটা ধরেছিলেন। তাঁর গলা শুনে আমি এতটাই বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলাম যে, ওঁর মতো একজন মানুষ নিজে থেকে আমার বিপদের সময় পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, এর থেকে বড় আর কী হতে পারে!

সেই প্রাপ্তিতেই আনন্দের চোটে উনি যে কী বলছিলেন, সেটা কান দিয়ে ঢুকলেও, সেই কথাগুলো নিশ্চয়ই আমার মগজে গিয়ে পৌঁছয়নি। যদি একবারও পৌঁছত, আমি কি তাঁর বাড়ি যেতাম না! আমার বাড়ি থেকে তাঁর বাড়ি তো মাত্র কয়েক মিনিটের হাঁটা পথ।

কী বলব বুঝে উঠতে পারলাম না। আমি আমতা আমতা করতে লাগলাম। আমার অবস্থা বোধহয় উনি আঁচ করতে পেরেছিলেন, তাই বললেন, শোনো, আমি সব শুনেছি। তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ওদের যা বলার আমি বলে দিয়েছি। ওরা কেউ তোমাকে কিছু বলবে না। আর যদি কিছু বলেও, তুমি আমাকে জানাবে। এদের ভাল করে দেখে রাখো, বলেই, তাঁকে ঘিরে থাকা ছেলেগুলোকে দেখিয়ে উনি বললেন, এরা মাঝে মাঝে এসে তোমার খোঁজখবর নিয়ে যাবে। কোনও সমস্যা হলেই এদেরকে বলবে, কেমন? আর বাবলা, তুই তো কাছেই থাকিস, খেয়াল রাখিস তো...

তাঁর কথা শুনে বাবলাদা মাথা কাত করলেন।

যাঁরা আমাকে জোর করে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং মেরেছিলেন, সেই দাপুটে নেতা এবং স্থানীয় কাউন্সিলর দু'জনেই কিন্তু এই নেত্রীরই স্নেহধন্য। আমরা এত দিন জানতাম, দলের লোকেরা যতই অন্যায় করুক কিংবা অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ুক, তার দলের নেতানেত্রীরা সব সময় সেটা ঢাকা দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু এই প্রথম দেখলাম, একেবারে ভিন্নধারার এক নেত্রীকে।

উনি বলে দিয়েছেন। তার ওপর বাবলাদা আমার পাশে আছেন। আমার আর কোনও চিন্তা নেই। না, পাশের বাড়ির তপনদা বা উল্টো দিকের ওই কাউন্সিলর কিংবা সেই দাপুটে নেতা এ বার আমার সঙ্গে কিছু করতে এলে নিশ্চয়ই দু'বার ভাববেন।

অনেকটাই হালকা মনে হচ্ছে নিজেকে। যে ভয় আমাকে এ ক'দিন ধরে কুরে কুরে খাচ্ছিল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওই ক'টা কথায় তা যেন এক ঝটকায় উধাও হয়ে গেল।

ওরা যখন সবাই চলে গেলেন, আমার সম্বিৎ ফিরল। বুঝতে পারলাম, আমি কী ভুল করে ফেলেছি। ওঁরা আমাকে সাহায্য করার জন্য আমার কাছে এসেছেন, আর আমি কিনা তাঁদের একবারও বাড়িতে আসতে বললাম না! এক কাপ চা–ও খাওয়ালাম না! ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

আমি বাড়ির ভিতরে ঢুকে গত কয়েক দিনের মতো দরজা বন্ধ করে খিল তুলতে যাচ্ছিলাম, যাতে কেউ হুটহাট করে বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়তে না পারে, ঠিক তখনই মনে হল, আমি তো আর একা নই! আমার পাশে এখন অনেক লোক। আমার আবার কীসের ভয়! তাই আমি আর খিল তো দিলামই না, দরজাটাও আগের মতোই হাট করে খুলে রাখলাম। এখন আমার আর কোনও ভয় নেই। সব ভয় আজ একটা মানুষই দূর করে দিয়ে গেছেন, তাঁর নাম––– মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

নয়

একটু বেলা বাড়তেই সুজাতা আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। সুজাতা মানে, সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায়। এক সময় 'মনোরমা' পত্রিকায় কাজ করত। তার পর সানন্দা'য়। ওর লেখা কবিতা শুধু রিনাদি, মানে অপর্ণা সেন তাঁর 'পারমিতার একদিন' সিনেমাতেই রাখেননি, স্বয়ং অমিতাভ বচ্চন পর্যন্ত ওর কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন।

আমাকে দেখেই ও বলল, কীরে, কাল অফিসে আসিসনি কেন? এমন করে বলল, যেন আমি ওখানে পে–রোলে আছি। শুধু আমি নই, সে সময় আমরা যে–ক'জন আনন্দবাজারের বিভিন্ন বিভাগে, আনন্দমেলায় এবং বিশেষ করে সানন্দা'য় ফ্রিল্যান্স করতাম, মানে লিখলে টাকা, না লিখলে নয়, তাদেরকে সবাই, এমনকী ওই অফিসের অন্য দফতরের লোকেরা পর্যন্ত ভাবতেন, আমরা ওখানেই চাকরি করে।

তো, সুজাতা ও কথা বলতেই আমি বললাম, না গো, কাল যেতে পারিনি। আজ ভাবছি যাব।

ও বলল, ভাবা–ভাবি নয়। আজ দুটোর মধ্যে অফিসে চলে আসিস। অরূপবাবু তোকে কাল খুঁজছিল। তাই সুদেষ্ণাদি বলল, আমি যেন অফিস যাওয়ার আগে তোকে খবরটা দিয়ে যাই। তাই দিয়ে গেলাম...

অরূপবাবু আমাকে খুঁজছেন শুনে আমি একটু হকচকিয়ে গেলাম। আনন্দবাজার সংস্থা, থুড়ি, তখনও 'সংস্থা' হয়নি, গোষ্ঠী। সেই গোষ্ঠী থেকে যতগুলো পত্রপত্রিকা বেরোয়, তার সর্বময় কর্তা এই অরূপবাবু, মানে অরূপ সরকার। তিনি ডেকেছেন মানে আমার কপালে দুর্ভোগ আছে। ভয়ে ঠিক মতো খেতেও পারলাম না। কোনও রকমে নাকে–মুখে গুঁজে সোজা আনন্দবাজারে।

সুদেষ্ণাদি বললেন, শোন, ঘাবড়াবার কিছু নেই। তোকে তো আর খেয়ে ফেলবেন না। যা। কিচ্ছু হবে না। উল্টে হয়তো ভালও হতে পারে। যা।

তবু আমি ভয় ভয় পাচ্ছি দেখে সুদেষ্ণাদি বললেন, বুঝতে পেরেছি, চল, আমার সঙ্গে চল। বলে, আমাকে অরূপবাবুর কাছে নিয়ে গেলেন।

সেখানে তখন কালাদা, মানে আনন্দবাজার গ্রুপ অব পাবলিকেশনের মুদ্রক এবং প্রকাশক হিসেবে যাঁর নাম ছাপা হয়, সেই বিজিতকুমার বসু। উনিই প্রথম শুরু করলেন, কী লিখছিস ওটা? ওরা তো তোর নামে মামলা করসে।

এই বিজিতদা হচ্ছেন বাল্মিকীর দাদা। বাল্মিকী মানে বাল্মিকী চট্টোপাধ্যায়। ও–ও আমাদের সঙ্গে লেখালিখি করত। ওর বন্ধু আমরা। সেই সুবাদে উনি আমাদের সবাইকেই তুই–তোকারি করতেন।

তাঁর কাছে মামলার কথা শুনে আমি হতভম্ব। আমার মুখ থেকে অস্ফুটে বেরিয়ে এল, মামলা!

কালাদা বললেন, হ্যাঁ, মামলা। মানহানির মামলা।

আমি বললাম, মানহানির!

উনি বললেন, হ্যাঁ, মানহানির। ওরা পাঁচ জনের নামে মানহানির মামলা করসে।

––– পাঁচ জনের নামে!

উনি বললেন, হ্যাঁ, পাঁচ জনের নামে। অরূপ সরকার, অপর্ণা সেন, সুদেষ্ণা রায়, আমার নামে আর তোর নামে। প্রত্যেকের নামে এক কোটি টাকা কইরা বাকি চার জনেরটা আমি বুইঝা নিমু। তোরটা কী করবি?

আমার মুখ থেকে কোনও শব্দ বেরোল না। মনে মনে বললাম, এক কোটি!

উনি আমার চোখ–মুখ দেখে কী বুঝলেন কে জানে। ফের বললেন, দিতে পারবি?

আমি মাথাটাথা চুলকে, অনেক ভেবেচিন্তে বললাম, এ মাসে তো আমার একটু অসুবিধে আছে।

কথাটা আমি এমন করে বললাম, যেন সামনের মাসে হলে আমার কোনও অসুবিধে নেই, এক কোটি টাকাটা ঠিক দিয়ে দিতে পারব। তো, আমার কথা শুনে শুধু কালাদাই নন, অরূপবাবুও আমাকে পা থেকে মাথা অবধি ভাল করে দেখতে লাগলেন। তাই আমি ফের বললাম, আচ্ছা, আমি যদি কোনও কারণে ওই টাকাটা দিতে না পারি, তা হলে কী হবে?

কালাদা বললেন, জেল।

জেলের কথা শুনে আমি থতমত খেয়ে গেলাম। জেল! জেল হলে আর কী করব! ঠিক আছে, নয় জেল হবে, কিন্তু কত দিনের?

কালাদা বললেন, সেটা মেরিট বুঝে। তিন মাসেরও হতে পারে, আবার তিন বছরেরও হতে পারে।

আমি মনে মনে একটু হিসেব করে নিয়ে বললাম, তিন মাস হলে তাও ঠিক আছে। তিন মাসের সংসার চালানোর টাকা আমার কাছে আছে। কিন্তু তার বেশি হলে...

আমার কথা শেষ হল না। ওঁরা দু'জনেই হেসে ফেললেন। তার পর কালাদা আমাকে বললেন, একটু পরে আমার ঘরে আসিস।

আমি অবাক হয়ে জানতে চাইলাম, কেন?

উনি বললেন, কয়েকটা কাগজে সই করতে হবে। তোর কেসটা আনন্দবাজার লড়বে।

আমি যখন 'ঠিক আছে, তা হলে আমি আসছি' বলে পিছন ঘুরতে যাব, ঠিক তখনই অরূপবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কী করো?

আমি বললাম, কিছু না।

ক্রমশঃ

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা **কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন।**
জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

মহিলা ফুটবলে কলকাতা পুলিশ এসি চ্যাম্পিয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি : চণ্ডীতলা ২ নম্বর ব্লক ৬ নম্বর হুগলি জেলা পরিষদ (তৃণমূল কংগ্রেসের) সদস্যা অর্পিতা কুণ্ডু হালদার-এর ব্যক্তিগত উদ্যোগে জনাই আদান ফুটবল মাঠে এক বিরাট মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট ৮টি দল অংশগ্রহণ করে। শনি ও রবিবার দু'দিনের খেলাতে, প্রথমদিন নক আউট পর্যায়ের খেলাগুলি হয়। রবিবার ফাইনালে কলকাতা মহিলা পুলিশ অ্যাথলেটিক ক্লাব ও ভাবনা আর্ট অ্যান্ড কালচার দল দুটি মুখোমুখি হয়। খেলায় কলকাতা মহিলা পুলিশ দল বৃষ্টির মধ্যে ম্যাচে আগাগোড়া প্রাধান্য রেখে খেলে ২-০ গোলে জয়ী হয়। পুলিশ দলের বেশ কয়েকজন দুরন্ত খেলেছেন। এদিকে জনাই গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই ধরনের মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতা খেলায় জেলা পরিষদ সদস্যা অর্পিতা কুণ্ডু (হালদার) দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। শনিবার খেলা চলাকালীন উপস্থিত ছিলেন শ্রীরামপুর লোকসভার সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলার পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সুবীর মুখোপাধ্যায়, ফুটবল বিশেষজ্ঞ অসিত রায়, কৌশিক দাস (রাহুল)। পাশাপাশি গুণীজন ও মেধাবী পড়ুয়া কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। গ্রামের দুঃস্থ গরিবদের বাঙালির দুর্গাপুজো উপলক্ষে ১০০ জনকে বস্ত্র বিতরণ করা হল।

ফুটবল প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজনগর খোদাইবাগ স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে তিনদিন ধরে চলা ফুটবল প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত খেলা অনুষ্ঠিত হলো সোমবার। চ্যাম্পিয়ন হয় খোদাইবাগ চাঁদ বেকারি ফুটবল টিম। বিশ্বকর্মা পুজোর দিন রাজনগর খোদাইবাগ স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল। বিগত সাতবছর ধরে এই শিবির হয়ে আসছে বলে ক্লাবসূত্রে জানা গিয়েছে। একশোজন রক্তদাতা রক্তদান করেন বলে জানা গিয়েছে। ২১ সেপ্টেম্বর মুরারই তৃণমূল কার্যালয়ে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল। বিধায়ক আব্দুর রহমান, মুরারই-১ নং পঞ্চায়েতসমিতির সভাপতি শাহানাজ বেগম, মুরারই-১নং ব্লক তৃণমূল যুব সভাপতি অসিতকুমার দাস (সুজয়), কার্যকরী সভাপতি সাবিরুল ইসলাম সাদ্দাম সহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

ন্যাশনাল ক্যারাটেতে অয়নের জোড়াপদক

মলয় সুর : মধ্যপ্রদেশের রোয়াতে কৃষ্ণরাজ কাপুর অডিটোরিয়ামে ন্যাশনাল হোয়াইট টাইগার গোল্ড কাপ ক্যারাটে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১২টি রাজ্যের ৩৫০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। সদ্য অনুষ্ঠিত ২১ ও ২২ সেপ্টেম্বর দু'দিনের প্রতিযোগিতা। তার মধ্যে থেকে শিরোপা ছিনিয়ে আনলেন বাংলার হাওড়ার বেলুড়ের ছেলে অয়ন কুণ্ডু। জাতীয় সিনিয়র বিভাগে কুমিতে গোল্ড ও কাতাতে সিলভার। অয়নের এই

জাতীয় স্তরের জোড়া সাফল্যে মুখ্য কোচ বা টিডি কাঞ্চ বুধ নারায়ণ যাদব খুব খুশি। যদিও অয়নের বাড়িতে তাঁর পিসতুতো দাদা শৌভিক পাল রাস্তা ক্রস করতে আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটে। অয়নকে অবিচল করে দেয়। তারপরেও চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য বিষাদের পরেও বাড়িতে আনন্দের হাওয়া বইছে। ছোটবেলায় অয়ন পিসির মেয়ে উর্বি পালের কাছেই গড়ে পিঠে মানুষ হয়। বর্তমানে উর্বি অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে পিএইচ ডিগ্রি করছেন।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com